হিরণ্যগর্ভ
অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
২৯শে আষাঢ়, ১৪২২

Hiranyagarbha
Volume 8, No. 2
हिरण्यगर्भ
अष्टम वर्ष, द्वितीय संख्या
तारिख-१५ जुलाइ, २०१५

২৯শে আষাঢ়, ১৪২২ 15th July, 2015

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—

ভগবান শ্রীবিষ্ণু	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
পরমভাগবত নৃপতি বিমল	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	07
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	10
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী	শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	11
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	12
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	14
কাশীধামে পঞ্চক্রোশী	স্বামী সংবেদানন্দজী	16
গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	18
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	19
যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	20
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	21

হিন্দী বিভাগ ঃ—

भगवान विष्णु	श्रीविमलानन्द	23
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	25
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	27
विश्वजननी देवी सारदामणि	श्रीमती ज्योति पारेख	28
परम भागवत नृपति विमल	श्रीमती ज्योति पारेख	31
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	33
परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	34
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	35
काशीधाम में पंचकोशी	श्रीमती ज्योति पारेख	36
नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	38

English Section ঃ—

Bhagwan Sri Vishnu	Dr. Partha Pratim Chakrabarti	41
Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	45
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	47
My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	48
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	49

ISBN No. 978-93-80373-83-6 Cover : Bhagwan Sri Vishnu

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

ভরা শ্রাবণের কাজল কালো মেঘের আচ্ছাদনের মাঝে জেগে ওঠে সোনালি আলোর ঝিলিক। বর্ষণমন্দ্রিত দিনের মেঘডম্বরু মাঝে ভেসে আসে পুণ্য শঙ্খধ্বনি। এই বৎসরে প্রভু জগন্নাথের নবকলেবর মহোৎসব। সেই পরম পুণ্যলগ্নে, লক্ষকণ্ঠের স্তবগান ও আনন্দ-উদ্বেলতার মাঝে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ রথে আবির্ভূত হন প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। নির্মল বায়ুতে হিল্লোলিত অভ্রংলিহ রথের ধ্বজা সনাতন ধর্মের জয়ধ্বনি নির্ঘোষিত করে সমগ্র বিশ্বে।

ভগবান বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যরূপ প্রভু জগন্নাথ। তাঁর লীলা অসীম। নিত্যগোলক-বিহারী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দেহসম্ভূত ইচ্ছা-সঙ্কল্প রূপই ভগবান নারায়ণ রূপে কালাতীত ভূমিতে, মহাকারণ সলিলে অনন্ত শয্যায় চির অবস্থিত। তাঁর নাভিপদ্ম-উত্থিত, সর্ব জগৎপতি চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক আরাধিত হয়ে, সৃষ্টি প্রকরণকল্পে কালান্তর্গত ভূমিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী তাঁর যে ভক্তবৎসল প্রকাশ, তিঁনিই মহাবিষ্ণু। তিঁনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব, সকল দেবতা, সকল ব্রহ্মর্ষি ও যুগাবতার, সকল প্রজাপতি ঋষির মধ্যে বিরাজমান। আবার অখিল সৃষ্টি তাঁর মধ্যেই সমাহিত। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত - তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। মানব হৃদয়ে হৃদ্‌পদ্মে অনাহত চক্র মধ্যে বিশিষ্ট 'অণুরূপী আত্মারূপে' তাঁর স্থিতি। আবার যোগীগণ যোগযুক্ত অবস্থায় তাঁরই পরম পদকে কূটস্থের গগনগুহায় সর্বদা অবলোকন করে থাকেন। মানবকুলের অন্তঃকরণে প্রতিটি তন্ত্রীতে তাঁর বন্দনা গান সততঃ অনুরণিত হয় 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'।

আজ গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে ভগবান নারায়ণরূপী অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর নিত্যগোলক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমরা শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। পরমপূজ্য শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়, পরম পূজ্য শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করি আর প্রার্থনা করি চিত্তের বিশুদ্ধতা ও সমর্পণের বারিধারা যেন সর্বদা আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকে।।

The dark clouds of the month of Shravana give way to streaks of sunlight. Holy tune of conch shells overrides distant rumblings of thunder and the spirit of joy and devotion dispel all feelings of pettiness as the devotees merrily haul the golden chariots of the Holy Trinity of Lord Jagannath, Balabhadra and Maa Subhadra amidst utmost piety and devotion. This year Ratha Yatra at Puri attained a special religious significance owing to the Naba Kalebara Mahotsav of Lord Jagannath.

Lord Jagannath symbolizes the all-pervading supreme power ("aisharya") of Lord Vishnu in this universe. When the seed of desire for creation and self-replication dawned in the mind of Shri Krishna, the Supreme Being and the Supreme Lord of everything – visible, invisible and subtle, the intent of that resolve ("ichchha-sankalpa") revealed itself as Bhagwan Narayana who manifested Himself on His spiritual seat ("ananta-sajya") in the ethereal world, beyond the realms of time. Being ushered in by Lord Brahma to preside over the process of worldly creation, He manifested Himself as Lord Vishnu. He is the one who resides amidst all forms of life in this universe, amidst all Gods and Goddesses and amidst all saints, savants and Yugavatars, the supreme sages who protect us through all ages by their blessings. Lord Vishnu is, essentially, the core existence of all material and ethereal, visible and invisible, in this universe. He is the creator, the fosterer and the culmination of everything. He resides as the indestructible Atman in the Anahata Chakra of human body and He is the spiritual halo which the yogis can perceive through their third eye.

On the auspicious occasion of Guru Purnima, we offer our humble obeisance to the lotus feet Lord Vishnu. We fold our hands in prayer and sing the holy hymn to invoke the kind blessings of Shri Shri Nanga Baba, Mahavatar Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashay, Shri Shri Baba and Sree Sree Maa to uplift ourselves worthy of their blessings by virtue of our piety, devotion and absolute surrender.

ভগবান শ্রীবিষ্ণু

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি নিত্য গোলোক বিহারী পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, যিনি শ্রীমন্নারায়ণ বা শ্রীহরি নামে অভিহিত হন, তিনি নিত্য বৈকুণ্ঠলোক সৃজনকারী ভগবান বিরাট পুরুষ পরমব্রহ্মের মহা-ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নারায়ণকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিলীলা ও সৃষ্টি প্রবাহ পরিচালন করিবার জন্যে মহাভাবময় ইচ্ছা-সংকল্প আরোপিত করেন। নিত্য শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ বা মহাবিষ্ণুরূপ 'বিশেষ ব্রহ্মাণু সত্তা সগুণব্রহ্ম সনাতন'। এই মহাবিষ্ণুরূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের রোম হইতে সমুদ্ভুত। এই মহাবিষ্ণু মহাজ্যোতির্ময় মহাকারণ সলিলে 'নারা'কে অর্থাৎ জলকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া 'নারায়ণ' নামে খ্যাত হন।

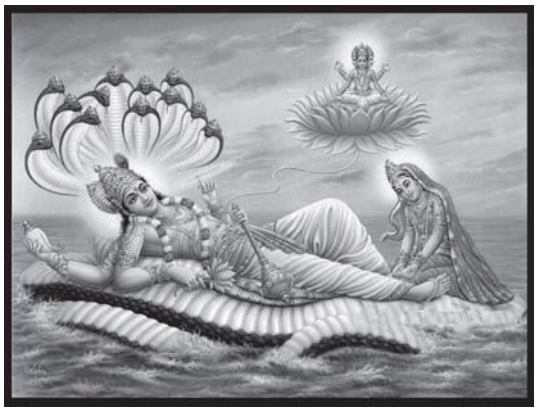

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টির সংকল্পে সংকল্পায়িত ভগবান নারায়ণ মহাকারণ সলিলে অনন্তশয্যায় শায়িত হইলে পরে তাঁহার নাভি হইতে মৃণালের ন্যায় একটি জ্যোতির্ময় বৃন্তের আবির্ভাব হইল। সেই মৃণালের উপরিবৃন্তে একটি স্বচ্ছ নির্মল পঞ্চদল পদ্মের আবির্ভাব হইলে পরে তথায় বিশুদ্ধ রজোগুণী 'ব্রহ্মা'র (এক অদ্ভুত ব্রহ্ম-সত্তা) প্রকাশ হয়, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রজাপতি পরমপিতা 'ব্রহ্মা' বলিয়া পরিচিত আছেন। এই ব্রহ্মা যখন তাঁহার পিতার (নারায়ণ) নির্দ্দেশে সৃষ্টিকল্পে নিযুক্ত হইলেন তখন পিতৃ-আদেশে প্রথমে তিনি তপ দ্বারা তাঁহার মন হইতে অযোনিসম্ভবা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যার ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ শুরু হইল এবং নিত্য নব নব সৃষ্টি লীলার খেলা কল্প-কল্পান্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডে চলিতে লাগিল।

ব্রহ্মা অযোনিসম্ভবা সৃষ্টি করিতেছিলেন বলিয়া সৃষ্টি প্রবাহ খুবই ধীরগতিতে সম্বর্ধন হইতেছিল। সৃষ্টি বিস্তারলাভ করিলে পরে জন্ম-মৃত্যু চক্রে তখন নানান গোলযোগ দেখা দিল। ব্রহ্মা তাহা সামলাইতে না পারিয়া তখন তাঁহার পিতা ভগবান নারায়ণকে ব্রহ্মাণ্ডে নিবাস করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্যে আবাহন করিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ 'ভগবান শ্রীবিষ্ণু' রূপে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া নিজালয় 'বিষ্ণুলোক' উদ্ভাসিত করিলেন। অতএব যিনিই নারায়ণ, তিনিই বিষ্ণু। তত্ত্বগতভাবে নারায়ণ কালের বাহিরে অবস্থান করেন এবং বিষ্ণুর অধিষ্ঠান কালের মধ্যে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হইল এঁনাদের ব্রহ্মবিভূতিরূপ পরমৈশ্বর্য্য। শঙ্খ - মহানাদের প্রতীক; চক্র - কালের প্রতীক; গদা - বৈরাগ্য শক্তির প্রতীক এবং পদ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণ তাঁহার চতুর্হস্তে এই চারিটি দিব্য বিভূতি রূপ পরমৈশ্বর্য্যকে ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব, ভগবান নারায়ণই সৃষ্টিমধ্যে 'ভগবান বিষ্ণু' নামে অভিহিত হন।

কল্পের অবসানে এই ব্রহ্মাণ্ডে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, এই ত্রিভুবন অতি ভয়ানক একার্ণব হইয়াছিল। সেই সময় দেবতা বা ঋষিগণের সৃষ্টি হয় নাই; তাই ব্রহ্মাণ্ডে কোনও জীবাত্মাই বিদ্যমান ছিল না। তৎকালে ভগবান নারায়ণ সেই অর্ণব মধ্যে অনন্তরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। নারায়ণের এই অনন্তশয্যাই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সমুদ্ভুত শ্রীবলরামের রূপান্তর অনন্তনাগরূপী 'অনন্ত শয্যা'। যখন নারায়ণ যোগনিদ্রা অবলম্বনপূর্বক অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন নাভিদেশে শত যোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। শ্রীবিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈব পরিমাণে শত বৎসর অতীত হইয়া গেলে ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বিষ্ণু বলেন -''আমি বিশ্বরাজ। তুমি কে?'' ব্রহ্মা বলেন —''আমি সর্বভূতের আদি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা সর্বজগৎপতি। চরাচরাত্মক বিশ্বজগৎ আমাতেই সংস্থিত। অন্তকালে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।'' ব্রহ্মা এই কথা বলিলে বিষ্ণু তখন ব্রহ্মার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বলোক দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন - ''ব্রহ্মন্, তুমিও আমার দেহে

প্রবিষ্ট হইয়া দেব-দানব-মানবাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক লোক সকল দর্শন কর।'' অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগৎ দর্শন করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় সকল দ্বার রুদ্ধ থাকাতে ব্রহ্মা তথা হইতে নির্গমনের দ্বার দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি নাভিপদ্মের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া পদ্ম মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন -''আপনি জগৎমান্য, সর্বকারণ ও পিতামহ। আমি আপনাকে পুত্রত্বে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রীত্যর্থে পদ্মযোনি আখ্যা গ্রহণ করিবেন।'' ব্রহ্মা তাহাতে সম্মত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন -''আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্তিই দুইরূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অবস্থিত হইয়াছে।'' কিন্তু বিষ্ণু তদুত্তরে বলেন যে তাঁহাদের উভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একজন আছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর উমাপতি শিবশংকর।

প্রভু মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাঙ্গ হইতে, সংহারের জন্য ঈশান রুদ্রকে সৃষ্টি করেন দেহের মধ্যভাগ হইতে আর জগৎপালনের জন্য অব্যয় বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেন বামাঙ্গ হইতে। এই চরাচর জগৎ বিষ্ণু শক্তি হইতে সমুদ্ভূত। তিনি নিষ্কৃয় জগৎস্বরূপ। তাঁহার সৃষ্ট এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে। উপাধিবশতঃ এক বিষ্ণুই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণু যেমন জগদ্ব্যাপক, তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ। সেই শক্তিই ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষিগণ কর্তৃক উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিতা হন। এঁনারাই বিষ্ণুর সেই পরমাশক্তি। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তাঁহারই কার্য্য। তিনিই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা। সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল — এই রূপত্রয়ে বর্তমান। সেই এক শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই শ্রীবিষ্ণুর শরীর, এইরূপ কহা যায়। ভগবান বিষ্ণুর লীলা অনন্ত।

যুগে যুগে শ্রীবিষ্ণু দেবগণের সাহায্যের জন্যে ও দানব-দলন উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, হংস, মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি বহুরূপে শ্রীবিষ্ণুর অবতার সত্তা এই ধরাধামে অবতরিত হইয়া সনাতন ধর্মকে সংরক্ষণ করিয়াছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশে বহু মুনি-ঋষিও জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, সনকাদি চতুঃসন, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি ঋষিগণ, দত্তাত্রেয়, কপিল, ব্যাসদেব নারদ, নর ও নারায়ণ ইত্যাদি অযোনিসম্ভবা ঋষিগণেরা। ইহা ভিন্ন দেবতা ও প্রজাপতি ঋষিগণেরাও অনেকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত রহিয়াছেন। যেমন সূর্য্যদেব ও প্রজাপতি ঋষি কর্দ্দম, ইক্ষ্বাকু, মনু ইত্যাদিরা।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেব মূল প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে সত্ত্বদেহ সনাতন বিষ্ণু মধ্যম। তাঁহার মুখ হইতে সর্ববেদের আশ্রয় বিপ্রগণ, প্রজাপালনার্থ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ধনরক্ষার্থ ঊরুদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পূর্বোক্ত বর্ণত্রয়ের সেবার্থ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু এইরূপে চতুর্বর্ণ সৃজন করিয়া ধর্মের উদ্ভব সম্পাদন করেন।

যোগতত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে 'আত্মা' রূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। তাই তিনি 'রাম' অথবা 'আত্মা'; সৃষ্টিতে জড় এবং চেতন দুই-ই বস্তুতেই বিশেষ অণুরূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে। ''ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।''— অর্থাৎ, কূটস্থের গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত চক্ষু দ্বারা যেমন অবাধে সব কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা সর্বদা অন্তশ্চক্ষু, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই 'বিষ্ণুর পরম পদ' নিজ সত্তার বোধে মানসপটে কূটস্থের গগনগুহায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। হৃদয়স্থলে অনাহত চক্রমধ্যে বাসুদেবরূপে যে আত্মার নিবাস রহিয়াছে সেই-ই হল একটি বিশেষ অণু বা বিষ্ণু, যিনি অনাহত চক্রের কেন্দ্রে কোটি সূর্য্যের জ্যোতি বিচ্ছুরণকারী বাণলিঙ্গের মস্তকে অবস্থান করেন। যোগীগণ যোগযুক্ত অবস্থায় প্রজ্ঞাচক্ষে সর্বদা এই বিষ্ণুর পরমপদকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হন। জগতে যে সকল নারায়ণ শিলাকে বিষ্ণুরূপে পূজিত করা হয়, সেই সকল নারায়ণ শিলারূপের আকৃতি কূটস্থের গগনমণ্ডলে গুহার মত দর্শন হয় সাধকের; সেই গোলাকৃতি অন্ধকার গুহার অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থলে বিষ্ণু রূপ জ্যোতি দর্শন হয়।

আরেকটি মন্ত্র ''ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপুণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্''— এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা বিপ্রাস বা মেধাবী, যাঁহারা বিপুণ্য অর্থাৎ যাঁহারা বিশেষভাবে স্তব করেন, যাঁহারা জাগৃবান অর্থাৎ যাঁহারা অপ্রমত্ত হৃদয়ে জাগরূক বা সজাগ তাঁহারাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অনন্ত জীবের অনন্তরূপ আমরা বাহ্যতঃ দেখিতে পাই কিন্তু তন্মধ্যে সেই জীবের মধ্যে কূটস্থ-চৈতন্য সর্বদা সকলের একরূপ ও অভিন্ন হয়। ইহার কভুও পরিবর্তন হয় না। এটিই সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদ। অনাহত চক্র মধ্যে চিৎশক্তি স্বর্ণময় জ্যোতিচ্ছটার ভিতরে ধ্যানগম্য একটি কৃষ্ণবর্ণের গোলক দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটিই হল 'রামগুহা' যেখানে আত্মারূপী ব্রহ্মাণু সদৃশ বিষ্ণুসত্তার নিবাস। স্বপ্রকাশময় শুভ্র সুনির্মল জ্যোতিই যাঁহার প্রকাশরূপ, তিনিই হইলেন কূটস্থ-চৈতন্যরূপী 'আত্মা'। কূটস্থে বা মানসপটে গগনগুহায় ডিম্বাকৃতি গোলাকার মণ্ডলের মধ্যে আরও একটি গুহা — 'রামগুহা'। তন্মধ্যে অত্যুজ্জ্বল কদম্বপুষ্পের মত জ্যোতির রূপকে ধ্যানের মধ্যে দর্শন করাই হল বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন।

প্রায় সকল পুরাণ মধ্যেই শ্রীবিষ্ণুর লীলাকথা বর্ণিত হইয়াছে। তাই ভগবান বিষ্ণুর বিষয় লিখিয়া শেষ করা যায় না। যোগীগণ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সিদ্ধ অবস্থায় শ্রীবিষ্ণুর মহিমা ও যোগতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। ভগবৎসত্তার সকল লীলার মধ্যেই বিশেষ মাহাত্ম্য ও যোগতত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকে যাহা যোগীগণ প্রজ্ঞাবোধির সহায়তায় নিজবোধে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। আত্মদর্শনের ও আত্ম-উপলব্ধির পর্য্যায়ে সমগ্র বিষ্ণু-চেতনাকে যোগীগণ জ্ঞাত হন।

— হরি ওঁ তৎ সৎ —

কৃষ্ণ কথা

পরমভাগবত নৃপতি বিমল

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাকালে সিন্ধুদেশে 'চম্পকা' নামে এক নগরী ছিল। সেখানে 'বিমল' নামে এক ধর্মপরায়ণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি কুবেরের ন্যায় কোষাঢ্য, সিংহের তুল্য মনস্বী, ভক্ত প্রহ্লাদের সদৃশ প্রশান্তাত্মা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। সেই ভূপতির রূপবতী পদ্মনেত্রা ষট্‌সহস্র ভার্য্যা ছিলেন কিন্তু তাঁহারা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হন। সেই কারণে, 'কোন পুণ্যে এ-সংসারে আমার উত্তম পুত্র হইবে'- এই প্রকার চিন্তায় নৃপ বিমলের বহু বৎসর অতীত হইল। একদা মুনিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সমীপে উপনীত হন; নৃপতি তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিয়া তাঁহার সামনে অবস্থিত হইলে পরে সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য নৃপকে চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —''হে রাজন্! তুমি কৃশ হইয়াছ কেন? তোমার মনে কি চিন্তা উপস্থিত? সম্প্রতি তোমার সপ্ত রাজ্যাঙ্গে তো সবই কুশল চিহ্ন দেখিতেছি।'' বিমল বলিলেন -''হে ব্রহ্মন্! আপনি তপোবলে দিব্যদর্শন। আপনি কি না জানেন! তথাপি আমি আপনার কথনের গৌরববশতঃ বলিতেছি যে আমি অনপত্য-দুঃখে দুঃখিত। যাহাতে আমার পুত্র হয় এমন কি তপস্যা বা দান করিব, তাহা বলুন। ইহা শুনিয়া মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য তখন ধ্যানমগ্ন হইয়া দীর্ঘসময় অতীত ও অনাগত চিন্তা করিলেন। তৎপরে রাজাকে বলিলেন - ''হে রাজেন্দ্র এ জন্মে তোমার পুত্র কখনোই হইবে না। তোমার বহু কন্যা হইবে।'' একথা শুনিয়া বিমল বলিলেন, ''হে মুনিসত্তম! শুনিয়াছি ভূতলে কেহ পুত্র ব্যতীত পূর্বপুরুষের ঋণমুক্ত হয় না, অপুত্রের গৃহে সর্বদাই দুঃখ, পরন্তু ইহ-পর কোন কালেই কোন সুখ হয় না।'' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন - ''দুঃখ করিও না, বহু কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, তুমি সেই সকল কন্যা তাঁহার করে অর্পণ করিবে। তাহাতেই তুমি দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।'' রাজা তখন মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং পুনঃ সন্দিগ্ধ হইয়া মুনিকে প্রশ্ন করিলেন —''কোন কুলে, কোন দেশে কত দিন পরে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন? তাঁহার কিরূপ রূপ এবং কি প্রকার বর্ণ হইবে?'' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ''হে রাজন্, এই দ্বাপর যুগের অবসানে তোমার রাজত্বকালের এক শত পঞ্চদশ বর্ষ অবশিষ্ট থাকিতে, সেই বৎসর মথুরায় যদুপুরে রোহিনীনক্ষত্রযুক্ত বুধবারে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে হর্ষণযোগে ববকরণে শুদ্ধচন্দ্রে বৃষলগ্নে বসুদেব মন্দিরে অন্ধকারাবৃত কালে শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম বনমালী পীতবসন পদ্মনেত্র চতুর্ভুজ সাক্ষাৎ হরি অরণী হইতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় দেবকীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহাকে তুমি কন্যা অর্পণ

করিও। তুমিও ততকাল জীবিত থাকিবে, সংশয় নাই।''

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পরে রাজার মনে খুব আনন্দ ও তৃপ্তি হইল। অতঃপর যে সকল অযোধ্যা-পুরবাসিনীগণ শ্রীরামের নিকট পূর্বে বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমলের পত্নীতে সুন্দর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহাদেরকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া রাজা তখন পুনঃ চিন্তিত হইলেন এবং মুনিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্যের কথা চিন্তা করিয়া তখন দূতকে বলিলেন — ''তুমি মথুরায় যাও, শুভ বসুদেব ভবনে গিয়া তাঁহার তনয়কে দেখিয়া আস। বসুদেব পুত্র যদি সুন্দর শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম বনমালী চতুর্ভুজ হন, তবেই আমি তাঁহাকে আমার সুন্দরী কন্যা সকল অর্পণ করিব।'' অনন্তর সেই দূত তখন মথুরায় গমন করিল এবং মথুরাবাসীগণকে তাহার অভিপ্রায় নিবেদন করিল। একান্তে যেমন কানে কানে কথা হয়, দূতবাক্য শ্রবণে কংস-ভয়ভীত সুবুদ্ধি মথুরাবাসীরাও তদ্রূপ সেই দূতকে নির্জনে মৃদুবাক্যে বলিল যে ''বসুদেবের বহুপুত্র কংস কর্তৃক নিহত হইয়াছে, একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা অবশিষ্টা ছিল, সেও আকাশে গমন করিয়াছে। পুত্রহীন বসুদেব দীনমনে এখন এইস্থানে বাস করিতেছেন। ইহা তুমি কাহাকেও কহিও না। এই মথুরাপুর কংসভীতি সঙ্কুল। এই মথুরায় বসুদেব সন্তানবার্তা কেহ বলিলে বাসুদেবের অষ্টম সন্তান রিপু কংস তাহাকে দণ্ড দিবে।'' এই সকল ভয়ংকর কথা শুনিয়া তখন দূত চম্পকপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজার নিকট এই অদ্ভুত কারণ কীর্তন করিল যে, '' মথুরায় বসুদেব আছেন কিন্তু তিনি অপুত্র অতিদীন। শুনিলাম যে পূর্বে তাঁহার অনেক পুত্র হইয়াছিল কিন্তু কংস তাহাদেরকে নিহত করিয়াছে। একমাত্র কন্যা অবশিষ্টা সেও আকাশে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ শুনিয়া আমি ধীরে ধীরে মথুরা হইতে নির্গত হইয়া চলিতে চলিতে রম্য বৃন্দাবনের যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে পরে হঠাৎ লতাকুঞ্জে গোপগণ মধ্যে একটি শিশু দর্শন করিলাম। হে রাজন্! ঐ বালক আপনার কথিত লক্ষণসম্পন্ন — শ্রীবৎসাঙ্ক, ঘনশ্যাম, বনমালী ও অতীব সুন্দর। আপনি বলিয়াছেন — বসুদেবপুত্র হরি চতুর্ভুজ। কিন্তু সেই সুন্দর গোপনন্দন দ্বিভুজ, এইমাত্র বৈলক্ষণ্য। হে নৃপ, এখন কি করিব বলুন; মুনি বাক্য কখনোই মিথ্যা হইবে না। এখন যেখানে যেখানে আপনার ইচ্ছা সেখানে সেখানে আমায় প্রেরণ করুন।'' দূত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা চিন্তান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্য ভীষ্ম হস্তিনাপুর হইতে তথায় সমাগত হইলেন। নৃপতি বিমল তাঁহাকে বলিলেন — ''মুনিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে বলিয়াছেন যে স্বয়ং হরি মথুরায় বসুদেব গৃহে দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। অদ্যাবধি শ্রীহরি তথায় জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথচ ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নয় কিন্তু এখন আমি কাহাকে আমার কন্যাগণকে দান করিব?'' আপনি সাক্ষাৎ মহাভাগবত, অতীত ও অনাগতবিৎ; বাল্যকাল হইতেই জিতেন্দ্রিয়, বীর বসুসত্তম; অতএব হে মহাবুদ্ধে, এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি, তাহা বলুন।'' তখন গঙ্গাপুত্র ধর্মতত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত ভীষ্ম রাজা বিমলকে বলিলেন —''হে রাজন্, কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস মুখে যে গুপ্ত কথা শুনিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। দেবগণের রক্ষণ ও দৈত্যগণের নিধন করিবার জন্য পরিপূর্ণতম হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কংসভয়ে বসুদেব সেই পুত্রকে অর্দ্ধরাত্রে সত্বর লইয়া গিয়া গোকুলে গমনপূর্বক যশোদার শয্যায় রাখিয়া দিয়া নন্দ-যশোদার মায়া-কন্যা লইয়া নিজপুরে আগমন করেন। কৃষ্ণ গোপনে গোকুলে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, কোন মানব তাহা জানে না। সেই কৃষ্ণই আজ বৃন্দাবনে গুপ্ত গোপাল বেশধারী, তিনি একাদশ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিবেন এবং দৈত্য কংসকে ধ্বংস করিয়া তিনি প্রকট হইবেন। ভগবান শ্রীরামের বরে যে অযোধ্যা-পুরনারীগণ তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের তুমি সেই গুপ্ত গোপাল দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিঃসংশয়ে প্রদান কর। এই শরীর কালবশ, সুতরাং কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়।'' তারপর ভীষ্ম এইরূপ বলিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলে নৃপতি বিমল তখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্বীয় দূত পাঠাইলেন।

অনন্তর দূত পুনরায় মথুরায় আগমন করিয়া বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া করজোড়ে স্তব করিলেন। তৎপরে নৃপতি বিমল কথিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। দূত বলিলেন,''আপনি পূর্ণব্রহ্ম পরম পরেশ। ব্রজবাসীগণের কী পরম সৌভাগ্য আপনার পিতা নন্দের কুলও ধন্য; যিনি শ্রীরাধিকার সুন্দর কণ্ঠরত্ন স্বরূপ এবং কস্তুরীর সুগন্ধের ন্যায় প্রসিদ্ধ সেই পরমদেব হরি আজ যেস্থানে পূর্ণ প্রকট, সেই ব্রজপুর ও বৃন্দাবনও ধন্য। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, সকল কর্মের সাক্ষী, এই জন্য সকলের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছেন তথাপি নৃপকথিত ধর্মসম্মত গুপ্তবাক্য গোপনে বলিতেছি। সিন্ধুদেশে ইন্দ্রসদৃশ চম্পকাপুরীর পালক নৃপতি বিমল আপনার পাদপদ্মে স্বীয়

চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি আপনার উদ্দেশ্যে শত যজ্ঞ, সর্বদা দান, তপস্যা, ব্রাহ্মণগণের সেবা, তীর্থ ও জপ অতীব সযত্নে করিয়া থাকেন; তাঁহাকে আপনি দর্শনদান করুন। পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্রা তাঁহার কন্যাগণ পূর্ণ আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্যে সর্বদা নিয়মব্রত অবলম্বন পূর্বক আপনার পাদপদ্ম সেবা সাধন করেন। হে ব্রজদেব আপনি উত্তম দর্শন দানে তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করুন। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি সত্বর সিন্ধুদেশে গমন করিয়া সে স্থান পবিত্র করুন।'' দূতের কথা শুনিয়া ভগবান হরি প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দূতের সহিত চম্পকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বিমল নৃপতির মহাযজ্ঞের বেদধ্বনিতে সে পুরী মুখরিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দূতসহ সহসা শূন্য হইতে তথায় অবতরণ করিলেন। যজ্ঞশালায় আগত শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রেমবিহ্বল বিমল তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত কলেবরে উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। তারপর নৃপ তাঁহাকে রত্নখচিত স্বর্ণ পাদস্তম্ভযুক্ত দিব্য আসনে বসাইয়া যথাবিধি পূজা ও স্তব করতঃ তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ দর্শনকারিণী সুন্দরীগণকে দর্শন করিয়া নৃপতি বিমলকে গম্ভীর বাক্যে বলিলেন — ''হে মহামতে! যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যে আমার দর্শনলাভ করিয়াছ, তুমি তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর।'' বিমল বলিলেন, ''হে দেবদেব! আমার মন সর্বদা তোমার পাদপদ্মের ভ্রমর স্বরূপ হইয়া বাস করুক। ইহা ভিন্ন কদাচ আমার অন্য বাসনা নাই।'' এইরূপ কহিয়া রাজা বিমল বিশাল কোষস্থিত সমস্ত ধন, হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত আত্মনিবেদন করিলেন। তৎপরে ভক্তবৎসল বিমল যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা সকল অর্পণ করিয়া নমস্কার করিলেন। তখন জনমণ্ডলে জয় জয় রব উঠিল এবং আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। তখনই নৃপতি বিমল কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার অঙ্গ হইতে অনঙ্গকান্তি স্ফুরিত হইল। তিনি শতসূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করতঃ গরুড়ধ্বজকে প্রণামপূর্বক গরুড়ারোহণে নিজ ভার্য্যার সহিত সকলের সমক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন।

তদনন্তর ভগবান স্বয়ং নৃপতিকে কৈবল্য মুক্তিদান করিয়া তদীয় কন্যাগণ সহ ব্রজমণ্ডলে উপনীত হইলেন। সেই সকল মনোজ্ঞ কৃষ্ণপ্রিয়াগণ তখন সেইখানে দিব্য মন্দির যুক্ত রমনীয় কামবনে অবস্থিত হইলেন। সেই সকল প্রধানা প্রিয়াগণের যত সংখ্যা, ব্রজরাজ হরি তত রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মনলগ্ন করতঃ তখন রাসে বিরাজিত হইলেন। সেই রাসে বিমল কন্যাগণের নয়ন হইতে যে আনন্দবারি বিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল তাহা হইতে তীর্থ সমূহের উত্তম 'বিমলকুণ্ড' সৃষ্টি হইয়াছে।

('গর্গ সংহিতা' হইতে সংগৃহীত)

শ্রীগোবিন্দ দাস উদাসী বাবার প্রয়াণে

বঙ্গ উদাসী মঠের (মনোহর পুকুর রোড) প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ সন্ত শ্রীশ্রীপুণ্যানন্দ স্বামীর উপযুক্ত শিষ্য, ১০৫ বর্ষীয় শ্রীগোবিন্দ দাস উদাসী বাবা ৬ই জুন সন্ধ্যায় তাঁর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করেন। বাল্যাবস্থাতেই গৃহ পরিত্যাগী এই সাধু

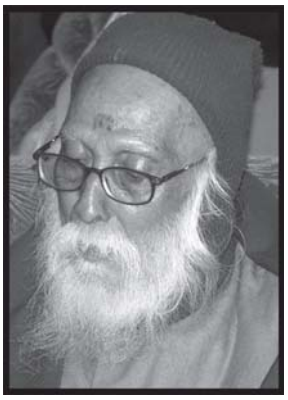

ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও সরল মনের মানুষ। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পরিচয়ের পরে তিনি একবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রীশ্রীমা তাঁকে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে নিয়ে আসেন। প্রায় একমাস তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশ্রমে ছিলেন। সেই সময় থেকেই আশ্রমের সকলের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্রীশ্রীমাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বালক সুলভ আবদার ও আচরণে তিনি শ্রীশ্রীমায়েরও অতি স্নেহধন্য হয়েছিলেন। আশ্রমের বহু অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। শতোর্দ্ধ বর্ষীয় এই সাধুবাবা আশ্রমের সকলের কাছেই 'উদাসী দাদু' বলেই পরিচিত ছিলেন; তাঁর স্নেহাশীষ থেকে কাউকেই তিনি বঞ্চিত করতেন না। বয়সের ভার তাঁকে কখনোই ক্লিষ্ট করতে পারে নি। সর্বদা মুখে তাঁর সরল হাসি লেগেই থাকত। সেই মহান আত্মার প্রতি জানাই আমাদের বিনম্র প্রণাম।

গীতা ভাবনা

(২২)

গীতায় ভগবান বলেছেন মায়া যন্ত্রে বসিয়ে তিনি সকলকে ঘোরাচ্ছেন। কিছু কাজ না করেও তিনি সকলের স্রষ্টা। তাঁকে জানলে এবং তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলে পরম প্রাপ্তি ঘটে। সেজন্য মনঃ সংযোগ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধ্যান ইত্যাদি দরকার। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ ঘোড়াগুলিকে সংযত করার পক্ষে উপযুক্ত ভাল সারথি হয়ে উঠতে হবে। ভক্তিযোগে তাই ভগবানের বাণী —

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব তত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।

-(গীতা ১২/৮)

উপনিষদে ভাল সারথির মত সংযমের ফলশ্রুতি হিসাবে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে-

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যাস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।

-(কঠোপনিষদ্ ১/৩/৮-৯)

অর্থাৎ — যিনি বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সঙ্গে যুক্ত এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন, যা থেকে পুনর্জন্ম হয় না।

পরন্তু যে মানুষের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং বল্গাস্থানীয় মন যার অধীন, তিনি সংসার মার্গের অতীত বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

এক রথে কৃষ্ণার্জুনের বসে থাকা একটা প্রতীক মাত্র। রথ দিব্যচেতনার দ্বারা নির্মিত একথাও বেদে আছে। বসিষ্ঠঋষি ঋগ্বেদের ৭/৬৪/৪ মন্ত্রে বলেছেন - মিত্র ও বরুণ দেবতার রথটি মনের দ্বারা কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করেছেন ত্বষ্টা। সৃষ্টির রহস্য, তথা মোহমুক্ত হবার জন্য রথে চড়তেই হবে। বেদে অবশ্য টানা পোড়েনে বস্ত্র বোনার চিত্রকল্পও ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা বেদতত্ত্বের অন্য বিষয় বলার সময় সেই প্রসঙ্গ আনব।

শ্রীঅনির্বাণ গীতাকে 'বেদসম্মিতা নিত্যা বাক্' বলে অভিহিত করেছেন। বেদে অনেক 'নিন্যাবাচাংসি' আছে যাকে পরবর্তী পুরাণে অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে। কৃষ্ণার্জুন রহস্যের বৈদিক আধার হিসাবে শ্রীঅনির্বাণ বেদের ভরদ্বাজ ঋষির দ্বারা দৃষ্ট নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটির কথা বলেন—

অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বি বর্তেতে রজসি বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি।

-(ঋক্ সং ৬/৯/১)

অর্থাৎ, 'কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিন জ্ঞানগম্য স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা অখিলজগৎ রঞ্জিত করে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার মত প্রকাশিত হয়ে দীপ্তির দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করেন।'

শ্রীঅনির্বাণের ধারায় গীতার আলোচক ননীগোপাল বাবু কৃষ্ণ অর্জুনকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে গীতার অধ্যাত্মবাদ মন্ত্রটিতে খুঁজছেন। তাঁর ভাষায় —''পরস্পর সংযুক্ত কৃষ্ণ-অর্জুন বহু জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এসেছেন, মিথুনীভাবে পাশাপাশি আছেন, কিন্তু সত্ত্বারূঢ় হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনের তমঃ তথা অজ্ঞানমোহ দূর হয় নি। এইবার ঘোর আধ্যাত্মিক সঙ্কটে পড়ে যখন শরণাগত শিষ্যের মত কৃষ্ণের উপদেশ চাইলেন, তখনই ব্যক্তি কৃষ্ণের সত্তার রহস্যময় অন্ধকার পটে জ্যোতির্ময় ভগবান গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে ভাস্বর জ্ঞানদীপের আলোয় তাঁর সমস্ত অজ্ঞানজ মোহ দূর করে দিলেন। কৃষ্ণার্জুন সংবাদও শেষ হল অর্জুনের অকপট স্বীকৃতি ও সুনিশ্চিৎ সংকল্পবাক্য দিয়ে —

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদান্ ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।

-(গীতা১৮/৭৩)

কৃষ্ণ ও অর্জুন অহের (অর্থাৎ দিবাভাগ ও রাত্রিভাগের) ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের মাধ্যমে। পরমের অব্যক্ত সংখ্যক প্রকৃতি থেকে বারবার জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় হচ্ছে। ভগবান তাঁর প্রকৃতিকে আশ্রয় করে চক্রবৎ এই সৃজন ও ধ্বংস করিয়ে চলছেন। আলো এবং অন্ধকার সেই সৃষ্টি ও বিলয়ের প্রতীক। নানা ভাবে গীতার উদ্ধৃতির আলোকে এবং শ্রীঅরবিন্দের এষণায় পূর্বোক্ত ঋক্ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন পণ্ডিতেরা। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন তথা বিভূতি যোগের তাৎপর্য্য ও বেদের সূক্তের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বেদের জ্ঞাতুং থেকে দ্রষ্টুম্ স্তরে যাবার কথাও বিজ্ঞান যোগে আছে। শেষে সেই পরমতত্ত্বে প্রবেশের কথাও গীতায় পাই। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১৬)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২এ, সিগরা, বেনারস

২৫-২-৪৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আপনার নির্দ্দেশমত শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভোগ ও প্রণামী বাবদ চারি টাকা আশ্রমে বীরেনদাকে যথাসময়ে দিয়া দিয়াছি এবং কুমারী মাতার ভোগের জন্য ১/-টাকা অগস্ত্য কুণ্ডে দিয়াছি। পানুকে ৯০/-টাকা দেওয়া হইয়াছে। এখনও অল্প কিছু টাকা তহবিলে আছে। আশাকরি এতদিনে শ্রীমান কনকের শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব তাহাদিগকে সুস্থ এবং দীর্ঘজীবি করুন।

প্রশান্তের অবতরণ সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু লিখিলাম না। জাগ্রৎ ভেদ হইয়া এখন সুষুপ্তির ভেদ কার্য্য চলিতেছে। সুষুপ্তি ভেদ এখন পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। জাগ্রৎ ভেদ আদি সৃষ্টি হইতে এখন পর্য্যন্ত পরিমিত সংখ্যক কয়েকজনের হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু সুষুপ্তি ভেদ মোটেই হয় নি। দিব্যলক্ষ্যে উদয় হওয়াই জাগ্রৎ ভেদের লক্ষণ। ১০৭-এর অন্তে এবং ৮-এর প্রথমাবস্থায় দিব্য লক্ষ্যের উন্মেষ হয়। ইহার পর মন নামক গুপ্ত বস্তুটির সন্ধান পাওয়া যায়। জগতে যাহা মন নামে পরিচিত তাহা প্রকৃত মন নহে। প্রকৃত মন যাহা, তাহা দ্বারাই সুষুপ্তি ভেদ নিষ্পন্ন হয়। দেহাতীত দেহ লাভ হয়। সুষুপ্তিই মূল, এবং সুষুপ্তিই চরম। সুষুপ্তি হইতেই জাগ্রতের অভিব্যক্তি। কিন্তু জাগ্রৎ অভিব্যক্ত হইয়াই যোগীদিগের এই খেলাই স্বপ্ন! স্বপ্ন সাকার। অনন্তরূপে অনন্তভাবে অনন্ত আকারে এই খেলা চলিতে থাকে। ইহাই সৃষ্টিলীলা বা বিশ্বলীলা। সুতরাং যাহা জাগ্রৎ ভেদ তাহাই স্বপ্নভেদ। সুষুপ্তি ভেদ হওয়ার পূর্বে জাগ্রৎ ভেদের পরিসমাপ্তিতে দিব্য লক্ষ্যের উদয় হয়। রত্নকরন্তকে সুযত্নে রক্ষিত রত্ন খণ্ডের ন্যায় অতি গুপ্তস্থানে অতি যত্নের সহিত এই মন নামক মহামূল্য বস্তুটি নিহিত রহিয়াছে — ইহাই মরদেহের সার বস্তু এবং পৃথিবীর গৌরব। ইহা ব্যতীত সুষুপ্তি

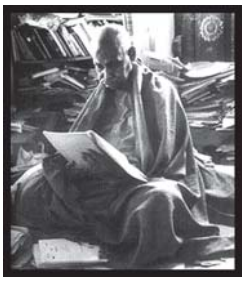

ভেদ হয় না। মরদেহে ১০৭ অবস্থা অতিক্রম করিয়া ১০৮ এ প্রবিষ্ট না হইলে সুষুপ্তি ভেদের সম্ভবনা থাকে না তাহা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অমর দেহে সুষুপ্তি ভেদ হইতে পারে না। অমর দেহ নিত্য, মনশূন্য। তাহা স্বভাবসিদ্ধভাবে স্রোতের মুখে ৮ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তাহা সত্য কিন্তু মন নাই বলিয়া ৮ ভেদ হয় না। এইজন্য যে সকল যোগী মরদেহে পূর্ণত্বলাভ না করিয়া দেহান্তে পূর্ণত্বলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে ৮ এর কোঠায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ যোগ্যতারনুরূপ কেহ ভগবত্তা এবং অপর কেহ তাহার অল্পভূত কোন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কেহই সেই বিশাল জ্যোতি ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। তাই অনন্তের অন্ত হয় নাই; এবং অন্ত হয় নাই বলিয়াই সংখ্যার শেষ হয় নাই। তাই এক-কেও পাওয়া যায় নাই। ধরাতলে ৮ না হইতে পারিলে ৯ হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। অর্থাৎ অনন্তের অন্ত হইয়া একে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভবপর হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব হইত অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মভাবের সূচনার আভাস পাওয়া যাইত। মনের সন্ধানলাভ, মনের দ্বারা সুষুপ্তি ভেদ ইত্যাদি — এই সব চাই।

যাহারা মরদেহকে সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধকায়া রূপে বিদ্যমান আছেন তাহারা রক্তশূন্য বলিয়া মনোবর্জ্জিত স্তরহীন। যাহারা দেহত্যাগ করিয়া আত্মরূপে স্তরলাভ করিয়াছেন এমন কি ৮ পর্য্যন্তে পৌঁছিয়াছেন তাঁহারও মনশূন্য বলিয়া বিশুদ্ধ সত্তার মহাকার্য্যের সাক্ষাদ্‌ভাবে সহায়ক হইতে পারেন না। তবে মরদেহে অর্থাৎ রক্তযুক্ত দেহে অমর প্রশান্ত সত্তার যোগে যখন ৫-এর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইবে তখন ঐ সকল আত্মসত্তা বিশ্বগুরুর বিশ্বোদ্ধার কার্য্যের সহায়ক হইবে।

৮-৩-৪৬

এতদিন নানা গোলমালে পত্রখানা আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। ইতিমধ্যে রিক্‌সা ভাঙ্গিয়া আমার পায়ে চোট্ লাগাতে কয়েকদিন হইতে একটু অসুস্থ আছি। আপনার নির্দ্দেশিত অগস্ত্য কুণ্ডে ও আশ্রমে টাকা দিয়াছি। সম্প্রতি

২০০/-টাকার Draft, Imperial Bank হইতে পাইলাম। আমার শরীরটা একটু ভাল হইলে অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। শুভকার্য্য সময় মত শেষ হইয়াছে শুনিয়া খুশী হইলাম। আগামীতে আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ বিষয়ে সুখী করিয়া শীঘ্র পত্রের উত্তর দিবেন।

ইতি—
স্নেহার্থী গোপীনাথ
(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (১৭) : কোনও এক রবিবার সকালবেলা, আমরা বাবার নিকট বসে আছি, হঠাৎ বাবা বললেন, ''দেখ্, আমি

একটু অভিনয় করব আর তোরাও আমার সাথে তালে তাল মেলাবি। একটুবাদে দেখবি কলকাতা থেকে তিনটি ছেলে আমার কাছে আসবে।'' সত্যই তাই হল। মিনিট ১৫ বাদে দেখা গেল তিনটি ছেলে শ্রীশ্রীবাবার বাহিরের দরজা দিয়ে ভিতরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে, তাদের মধ্যে একটি ছেলে কালো মতন, লম্বা চেহারা এবং কালো প্যান্ট পরা; শ্রীশ্রীবাবা তিনটি ছেলেরই বর্ণনা আগেই দিয়েছিলেন। বাবা তাদের দেখে বললেন, ''তোমরা কে, কোথা থেকে আসছ, তোমাদের কি চাই?'' লম্বা ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ''এটা কি লাহিড়ী বাবার বাড়ী? আমরা লাহিড়ী বাবার সাথে দেখা করতে চাই।'' শ্রীশ্রীবাবা বললেন, ''না, তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ, এটা লাহিড়ী বাবার বাড়ী নয়।'' তখন তারা বলল যে রাস্তার মোড়ের ছেলেগুলি এই বাড়ীটাই দেখিয়ে দিল। বাবা তখন বললেন, ''না, ওরা তোমাদের ঠিক বলেনি। তাছাড়া এখানে, আমি এই ছেলেদের নিয়ে ব্যবসা করি। আমাদের চরস-গাঁজার ব্যবসা এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই ছেলেরা সাপ্লাই দেয়। তোমরা কেটে পড়।'' ইতস্ততঃ করতে করতে আস্তে আস্তে তারা চলে গেল।

তারপর আমরা সবাই হেসে উঠলাম। শ্রীশ্রীবাবাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, ''ওই তিনটি ছেলে মোটেই ভাল নয়। তোরা যাকে anti-social element বলিস এরা তাদেরই দলে। এরা খবর পেয়েছিল আমি ভাল গণৎকার। ওরা নিজেদের ধান্দার জন্যে অনেক কিছু জানতে এসেছিল। ভেবেছিল আমি গণনা করে ওদের বলে দিতে পারলে ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'' এই বলে শ্রীশ্রীবাবা আবার ভাবস্থ হয়ে বসে রইলেন।

সিদ্ধ মহাত্মাগণ এমনই হন। তাঁদের নিকট কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, তাঁরা আগে থেকেই তা জানতে-বুঝতে পারেন।

প্রসঙ্গ (১৮) : আমাদের গুরুভ্রাতা বাপিদা একটা সময় বিভিন্ন প্রকার business-এর সাথে যুক্ত ছিল। সেই সুবাদে তাকে মোটর বাইক্-এ করে দূর-দূরান্তে যেতে হোত। একদিন মোটর বাইক্ চড়ে যেতে গিয়ে দাসনগরের কাছে accident করে এবং তার একটি পা ভেঙে যায়। যথারীতি পা প্লাস্টার করে বাড়িতে কয়েক সপ্তাহ তাকে বসে যেতে হয়। কিন্তু পায়ের হাড় ডাক্তার ঠিকমত সেট্ করতে পারেননি, যার ফলে বাপিদার পায়ে খুবই অস্বস্তি হোত।

এর মধ্যে একদিন বাপিদার খোঁজ নিতে গেলে বাপিদা বলল, ''জানিস প্রদীপ, দাদা (শ্রীশ্রীবাবাকে বাপিদা 'দাদা' ডাকত) কাল রাত্রিতে এসে (শ্রীশ্রীবাবা তখন স্থূলতনু ত্যাগ করেছেন) পায়ের কাছে বসে হাত দিয়ে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার পা'টা ঠিকমত সেট্ করে দিলেন! তারপর থেকে পায়ের যন্ত্রণার সমস্যা আর নেই।''

প্রসঙ্গ (১৯) : শ্রীশ্রীবাবা মাঝে মাঝে ভাবস্থ হয়ে এমন সব কথা বলতেন যা সত্যই মানুষের মনকে ভাবিয়ে তোলে। একদিন অমিতাভদা (শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী), ঘোষালদা, ইত্যাদি সব বসে আছেন, বাবা তাদের বলছেন, ''জানেন দাদা, এই মানুষের দেহ পাতলা ঠুন্‌কো কাঁচের দেওয়াল; একটি টুস্‌কি মারলেই ভেঙে খান্-খান্ হয়ে যাবে — ভেঙে খান্-খান্ হয়ে যাবে''- বলতে বলতে বাবা যেন কোন গভীরে ভাবস্থ হয়ে তলিয়ে গেলেন। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

(২৩)

প্রশ্ন : নাদ, পরনাদ, পরপরানাদ — এইগুলি কি নাদধ্বনির বিভিন্ন স্তর বা পর্য্যায়? এইগুলি কখন যোগীর বোধগম্য হয়?

উত্তর : প্রাণায়াম সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন 'কেবল' কুম্ভক হওয়া শুরু হয় তখন হইতেই অনাহত 'নাদ' অন্তরে শ্রুতিগোচর হয়। চিত্ত যখন সর্বদাই সুষুম্নায় অবস্থান করে তখন বিভিন্ন প্রকার অনাহত নাদ-শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। চিত্ত যখন সুষুম্না মধ্যে বজ্রা নাড়ীতে সংযুক্ত হয় তখন নাদের শব্দও পরিবর্তিত হইয়া যায়। আবার যখন চিত্রায় থাকে তখন আরেক প্রকার 'নাদ'-শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং ব্রহ্মনাড়ীতে শূন্য মার্গে চিত্তের অটল স্থিতি হইলে তখন নাদশব্দ আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে শ্রুতিগোচর হয়। মূলাধার চক্র হইতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিযোগে শব্দাত্মক প্রণব বা ওঙ্কার ধ্বন্যাত্মক হইয়া জীবকে ব্রহ্মদ্বার পার করাইয়া বিমুক্ত সুষুম্না বা অবধূতীন মার্গ দিয়া ঊর্ধ্বে লইয়া আসিয়া আনন্দময় সহস্রারস্থিত জ্যোতিরাকার পরমশিবে যোগযুক্ত করে। এই অবস্থাকে 'নাদযোগ সমাধি' কহে।

নাদযোগ সমাধির প্রথমাবস্থায় অনাহত নাদ পরিচয়ে সাধকের নাদানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে নাদযোগ সমাধির মধ্যমাবস্থায় ব্রহ্মমার্গে মনের অবস্থান হেতু দিব্য অনাহত শব্দ সাধকের শ্রুতিগোচর হয়। সেই অনাহত শব্দের কোন প্রকার প্রাকৃত মধুর শব্দের সহিত তুলনা হয় না। যেমন, বীণা বাদ্যের ঝংকারের নানাপ্রকার শব্দ — কখনো রুদ্রবীণা, কখনো বা হংসবীণা কখনও মেঘগম্ভীর বীণা বাদ্যের অপূর্ব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে শব্দের বিরতি নাই; যেন তাহার অনন্ত বিস্তৃতি এবং যেন অনন্ত স্থিতি। সেই শব্দ যেন অনন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া ধ্বনিত হইতেছে। অনাহত চক্রের উপরে বিশুদ্ধ পার হইয়া শক্তির জ্যোতির্ময় বিস্তার যখন মস্তক গ্রন্থি ভেদ করিয়া সহস্রার অভিমুখী হইতে থাকে তখন হৃদয়ের সঙ্গে মস্তকের একটা যোগযুক্ত অবস্থা হয়, সেই সময় এই সকল নাদশব্দ যোগীর শ্রুতিগোচর হয়। ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপ সচ্চিদানন্দ অনন্তদেবের দিব্য প্রকাশ। অনাহত চক্রেই ইহার বিশেষ প্রকাশ হয়। ইহাই চিদাকাশের পরমধ্বনি, সর্ব্বব্যাপী ওঙ্কার পরনাদ, মহানাদ। কখনো নূপুর, কখনো মৃদঙ্গ, কখনো বীণা, কখনো ঢোলক বা খোল ইত্যাদি — সবেতেই সেই 'পরানাদ' ওঙ্কার ধ্বনি। প্রাণায়াম সিদ্ধিকালে নিস্তব্ধ স্থির প্রাণ হইতেই সেই পরনাদরূপী আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে।

অনাহত শব্দের মধ্যে একপ্রকার জ্যোতির্ময় অদ্ভুত শব্দ আছে (যা হল 'পরনাদ')। সেই অদ্ভুত শব্দের মধ্যেও পরমাশ্চর্য্য আরেক প্রকার দিব্য জ্যোতির্ময় শব্দ অনুভূত হয় (যা হল 'পরপরা নাদ')। ইহাই পর্য্যায় ক্রমে নাদ, পরনাদ ও পরপরানাদ বলিয়া যোগীগণের নিকট পরিচিত। সেই অদ্ভুত ধ্বনির বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা অর্জুনকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন —

''অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মোনোবিলয়ং যতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।' —

— নাদযোগ সমাধির অদ্ভুত শব্দ এবং পরমাশ্চর্য্য শব্দ, এই শব্দদ্বয় চিদাকাশের অন্তর্গত অনাহত শব্দ হইতে পর্য্যায়ক্রমে উত্থিত হইয়া থাকে। চিদাকাশ প্রাকৃত ভূমিতে অবস্থান করে না, তাই চিদাকাশ হইতে উত্থিত শব্দকেও প্রাকৃত বলা যায় না; অতএব 'নাদ' ভিন্ন পরনাদ ও পরপরানাদ অপ্রাকৃত শব্দ। নাদযোগের চতুর্থ পর্য্যায়ে মনের অবস্থান হইলে প্রথমতঃ মন প্রণবাত্মক হয়। সেই প্রণবাত্মক মন ঊর্ধ্বে সহস্রারে অনাহত শব্দে প্রবিষ্ট হইয়া তৎপরে সেই অনাহত শব্দ মধ্যে যে অদ্ভুত সূক্ষ্ম জ্যোতি বিচ্ছুরণকারী শব্দ আছে, সেই শব্দ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবার, সেই শব্দের মধ্যে প্রণবাত্মক সূক্ষ্ম মন তন্মধ্যস্থ পরমাশ্চর্য্য শব্দে বা ধ্বনিতে প্রবিষ্ট হয়। সেই ধ্বনিতেই দিব্য জ্যোতি আছে। চিত্ত ও বোধ সেই জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইলে যোগীর প্রাকৃতভাব দূরীভূত হইয়া যায় এবং দিব্যতা প্রাপ্ত হয়। সেই দিব্যতাই যোগীকে সহস্রার কেন্দ্রে সদাশিব - শ্রী বিন্দুতে লয়োপযোগী করিয়া দেয় এবং হৃদয়ের আত্মজ্যোতিতেও লয়প্রাপ্ত হইতে সাহায্য করে। দিব্যতা প্রাপ্ত প্রণবাত্মক মনের লয় কোনও প্রাকৃত বস্তুতে হয় না। তাহার লয় সেই নিত্যাত্মজ্যোতির্ময় বিষ্ণুর পরমপদে হইয়া থাকে।

উত্তর গীতায় শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন — ''ওঙ্কার ধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকম্ নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ।।'' —

— নাদযোগ সমাধিস্থ ওঙ্কার-ধ্বনি-নাদাত্মক মন দিব্য মহাকারণ 'মহাপ্রাণ' বায়ুযোগে নিরালম্ব ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে নীত হইয়া স্বভাবতঃ যে স্থানে নাদের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় সেই স্থানই 'বিষ্ণুর পরমপদ'।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৩)

—''দূর বোকা তাই কি কখনও হয়? মায়েরা কি ছেলেদের জন্য না ভেবে থাকতে পারে? তুই যদি কালাচাঁদের

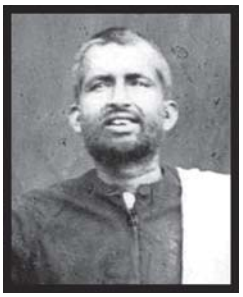

মতই থাকিস তবে কী করে মায়ের কথা শুনতে পাবি? মা তোর সঙ্গে কথা বলে কিনা, তাকি তুই শুনতে পাস্? তাঁর দিকে মন দিবি তবে তো শুনতে পাবি। পড়ুয়া ছেলেদের অনেকেই যেমন চেঁচিয়ে পড়ে অথচ তার মন পড়ে আছে লাট্টু ঘোরার দিকে, তাই নিজের গলার আওয়াজ যেমন নিজেই শুনতে পায় না, তোরও অবস্থা বোধ হয়, সেই রকমই হয়ে আছে''— এই কয়টি কথা বলেই রামকৃষ্ণদেব নরেনের দিকে দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করলেন— ''কী নরেন, আমার কথা ঠিক কি না বলতো?''

নরেন নম্রসুরে উত্তর দিলেন — ''হয়তো আপনার কথাই সত্যি কিম্বা রাখালের কথা সত্যি। রাখাল মায়ের কথা শুনতে পায়না, সুতরাং কী করে সে বলতে পারে — 'আমিও আপনার মত, মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই আর উত্তর দি?' আপনি চাক্ষুষ দেখেন বা উত্তর প্রত্যুত্তর পান তাই বলতে পারেন কিন্তু আমরা কেমন করে বলব?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''কিন্তু অমনোযোগী ছেলেকে দেখে বা অমনোযোগী মানুষকে দেখে চিনতে পারিস তো? তা যদি হয়, তবে এই আমার কথাই বা সত্য হবে না কেন? মনোযোগ বা মনের সঙ্গে মায়ের কথার যদি যোগ থাকে তবেই তো তাকে ধ্যানধারণা বলে। মায়ের মনকে নিজের মনে যোগ করাকেই কি ধ্যানযোগ বলে না?''

রাখাল বিনম্রসুরে উত্তর দিলেন— ''আপনার শ্রীমুখ থেকে যে বাণীই বেরুক না কেন, সে সবই যে মা ভবতারিণীর কথা, সে জ্ঞানটা বেশ পেয়েছি কিন্তু ওসব মাঝে মাঝে বেশ হারিয়ে যায়। সেই জন্যই বলছি, কেবল বিশ্বাস করে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। এই বিশ্বাস যাতে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তারই ভিক্ষা পেতে চাই।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''তুই যে প্রতিদিনই আমার জন্যে ভিক্ষা করে চাল ডাল এনে দিতিস, তাকি কোন দিন না-পাওয়া হোত? ভিক্ষা করলে কোন দিন কি কোন মানুষ উপবাসে থাকে? তবে এটা হতে পারে যে, ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আ-কাঁড়া। মায়ের কাছে চাইলে পাওয়া যাবেই, তবে যেজন টাকা পয়সা বা রোগব্যাধি উপশমের জন্য চাইছে, তাকে ছাঁটা চাল বলে না, তাকেই কামনা বাসনা বলে আর যারা ভক্তিপ্রেম চাইছে, তাকেই কাঁড়া চাল বা পারের কড়ি বলে।''

নরেন উত্তর করলেন— ''ওপারে যাবার কড়ির জন্য কোন মানুষই ব্যস্ত হয় না বরং ওসব কথায় শিউরে ওঠে। কেউবা বলে, ভগবানের নাম নিয়ে যদি তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে হয়, তবে ওসব এখন সিকেয় তোলা থাক, সেই বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের নাম চিন্তা করলেই হবে।''

রামকৃষ্ণদেব এ কথায় এমন এক সুন্দর হাসিতে ভরিয়ে দিলেন যে, সমবেত সকল ভক্তই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর হাসির মাঝেই বিবেকানন্দ যেন শুনতে পেলেন—'পার' মানে 'পারি' আর 'কড়ি' মানে 'করি'। তাঁর নামে ও ধামে যোগ থাকলে আমরা সব কাজই সুশৃঙ্খলায় করতে পারি। তাকেই বলে — 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'।

একজন নূতন ভক্ত সেদিন সেখানে এসেছিলেন রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে। ভাটপাড়ার মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলেন— খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে এসব কথাবার্ত্তা শুনবার পর এই মুগ্ধতার ভাব অনেকটা কেটে এসেছিল। এখন আবার এই মুগ্ধ হাসির ফোয়ারায় তাঁর মন প্রাণ যেন আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবকে কী একটা প্রশ্ন করবার জন্যও সাহস সঞ্চারিত হল কিন্তু প্রশ্ন তাঁকে করতে হল না— রামকৃষ্ণদেব নিজেই তাঁকে বল্লেন— ''ভোরের বেলা হঠাৎ সূর্য্যের আলো চোখে মুখে এসে পড়লে চোখ রগড়ে উঠে পড়তে হয়, তারপরই মানুষ কাজের সন্ধান খুঁজে বেড়ায়—আপনিও দেখি তাই, একটা কূট চাল নিয়ে

এখানে এসেছিলেন, কিন্তু শ্যামের বাঁশীতে জটিলা-কুটিলা মুগ্ধ হয়ে গেল। কী একটা কূট চালের কথা নিয়ে এখানে ঢুকেছিলেন সেটা কি এখন মনে আছে?''

আগন্তুক পণ্ডিত আরও মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন — ''আজ্ঞে না, সব পারের কড়ির উত্তর পেয়ে গেছি, আপনার সরল-স্নিগ্ধ হাসির ফোয়ারাতে— তবে এখনও তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু আছে''—

রামকৃষ্ণদেব বললেন ''বেদ-বেদান্তের পারে, মায়ের বাস—শুধু স্মৃতি পড়ে মায়ের স্মৃতি পাওয়া যায় না। আপনি বুঝি স্মৃতি-ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত?''

আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, ''আজ্ঞে হ্যাঁ— লোকে তাই বলে।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''ও সব লোকের কথা বাদ দিন, এ জগতের লোক, মানুষকে কেবল অহঙ্কারেই ভরিয়ে দেয়—আসল খোরাক দিতে পারে না—যাই হোক আপনার কোন আসল প্রশ্ন থাকে তো আলোচনা করুন, নরেন যদি আপনার কথার উত্তর দিতে না পারে তো আমিই বলে দেব। পণ্ডিতকে ভক্ত করে তুলতে পারে এই পণ্ডিতগুলিই'' — এই বলে রামকৃষ্ণদেব দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন— ''তোমরা ততক্ষণ নিজেদের কথার কাটান্-ছিটান্ কর, আমি, মা কেন ডাকছে, তাই শুনে আসছি।''

রামকৃষ্ণদেব সেখান থেকে চলে যেতেই স্মৃতিধর পণ্ডিত স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন— ''ওঁর গর্ভধারিণী জননীও কি এখানে থাকেন? আমিতো শুনেছি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিণীই এখানে বাস করেন।''

স্বামীজী রামকৃষ্ণদেবের আসনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন— ''এখান থেকে তো কোথাও যাননি, উনিতো ঐখানেই বসে রয়েছেন!''

এ কথায় রাখালও খনিকটা যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন— ''সেকি নরেন! উনিতো মায়ের আহ্বানে বোধহয় মন্দিরে গেলেন—তুমি আবার এখানে তাঁকে কেমন করে দেখছ?''

বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, ''তুমিও দেখছি স্মৃতি পেয়ে বিস্মৃতি লাভ করেছ— তিনি আবার আসন ছেড়ে চলে গেলেন কোথা? ঐতো উনি ঐখানেই বসে রয়েছেন?''

স্মৃতিধর পণ্ডিত এ-কথার জবাব দিয়ে বল্লেন— ''বেশতো যদি এইখানেই বসে রয়েছেন বলছেন, আর আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে আপনিই একটা চশমা পরিয়ে দিন যাতে তাঁকে দেখতে পাই, আর কর্ণও আমাদের বশ করে দিন যাতে এইখানে বসে থেকেই তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পাই—শুধু অভিনয় করলেই হয় না মশাই— ভক্তিভাবের মুখোশ পরে কথা বললেই হবে না— মানুষ, চাক্ষুষ না দেখলে বা পরীক্ষা না করলে, কেউ তার দিকে এগিয়ে যাবে না।''

স্মৃতিধরের কথা শুনে বিবেকানন্দ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন, অলক্ষ্যে দু-চার ফোঁটা চোখের জলও গালে এসে পড়ল—ক্ষোভে দুঃখে স্মৃতিধর পণ্ডিতকে ছিঁড়ে ফেলবার ইচ্ছা জাগতেই, রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠস্বর সবার কানে প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল— ''ওরে নরেন, তুই ওখান থেকে পালিয়ে আয়—ওদের কানদুটো বধ করতে হলে, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র চাই, মায়ের খাঁড়াতে গলা কাটে, বাঁশী বাজে না।''

রামকৃষ্ণদেবের সুস্পষ্ট গলার আওয়াজ পেয়ে, সেখানকার প্রায় ১৫/১৬ জন ভক্তমহাজন বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন—ঠাকুর সেখানে বসে নেই অথচ কে এ কথার উত্তর দিল?

হঠাৎ এই অলক্ষ্যে দেববাণীর মতই গুরু-দেবের কণ্ঠধ্বনি সেখানে শুনতে পেয়ে বিবেকানন্দও ক্ষণেক স্তব্ধ ও হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন...

স্মৃতিধর পণ্ডিত ও রাখাল ধীরে ধীরে চোখের জলে আপ্লুত হয়ে স্বামীজীর কাছে এসে, বসে পড়লেন, তাঁকে প্রণাম করবার জন্য মাথা নীচু করলেন—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রামকৃষ্ণদেব হাজির হয়ে বল্লেন— ''দূর বোকা! কে কোথায় কথায় কথা কয়ে যায়, আর রাধা বলে—ঐ শুন সখী! শ্যামের বাঁশী বাজে উভরায়—ওঠ্ ওঠ্! মায়ের আরতির সময় হয়েছে— ঘন্টা নেড়ে শুধু আওয়াজই পাওয়া যায়, তবু সবাই বলে—ঘন্টা, কিছুই নয়''—

মথুরবাবু প্রবেশ করলেন— ''রাণীমা মায়ের আরতির সময় হয়েছে বলে খবর পাঠালেন।''

রামকৃষ্ণদেব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, ''ব্যাস্, তিনি যখন এসেছেন, তখন যে স্বয়ং মা-ই এদের দেখা দিতে এসেছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আজ আরতির সময় ভোগের ঘটাও নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে, রাখাল, তুই নরেনকে নিয়ে মন্দিরে আয়, আমি মথুরের সঙ্গে মায়ের পূজায় চল্লাম।''

...ক্রমশঃ

কাশীধামে পঞ্চক্রোশী

(৪)

পরিক্রমার পরবর্তী তীর্থস্থান ছিল পথের দূরত্বে অনেকটাই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি সেই দেব-দেবীগণের মন্দিরগুলি রয়েছে অল্পবিস্তর দূরত্বের মধ্যেই পরস্পর পাশাপাশি দণ্ডায়মান, একেবারেই পথের ধারে। তাই, ছোট হলেও সুন্দর মন্দিরগুলি দর্শনে আমাদের কোন অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়নি, যথা— 'অষ্টভূজা মাতার' মন্দির, শান্ত, সৌম্য দর্শনধারী উত্তরমুখী ভক্তপ্রবর 'হনুমানজীর' মন্দির, তৎসহ বৈকুণ্ঠপতি ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণীর' যুগল মূর্ত্তিসহ মন্দির, যা সংস্কারের মাধ্যমে নবনির্মিত অবস্থায় সুন্দরভাবে সজ্জিত রয়েছে। মাইল খানেকের মধ্যেই এল পরবর্ত্তী তীর্থস্থান, উগ্র ও ক্রোধভাব সম্পন্ন সংকটমোচনকারী দক্ষিণমুখী 'হনুমানজীর' প্রাচীন জাগ্রত মন্দির। বহুজন বিদিত সেই জাগ্রত মন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার ঐ সমস্ত এলাকার ভক্তদের আগমন হয়ে থাকে এবং মাঙ্গলিক চিন্তাকে কেন্দ্র করে সেখানে পূজা দিতে আসা ভক্তদের সমাবেশে স্থানটি একটি মেলার আকার ধারণ করে, তা সেখানের ভক্তবৃন্দদের থেকে আমরা অবগত হই। অস্তাচলগামী সূর্যদেবের সেই দিনের মতন বিদায়ের হাতছানি, আমাদের পথ চলার গতি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথ তখন প্রায় ৭০ কিলোমিটার মতন আমাদের অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা তখন সকলে মিলে চলেছিলাম 'পঞ্চপাণ্ডব' মন্দিরের বা সেখানের স্থানীয় বাসিন্দাদের চলতি কথায় 'পাঁচো পাণ্ডব' মন্দিরের পানে। বেদব্যাস রচিত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ দ্বাপরে মহাভারতের যুগে সৃষ্টি হওয়া সুদীর্ঘকালের মন্দিরখানি দেখলেই বুঝতে পারা যায়, সেটি নিঃসন্দেহে, তখনকার দিনেই তৈরী করা হয়েছিল। এখনও তার ভগ্নাবশেষগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবেই সত্যতার ছাপ প্রমাণ স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির প্রবেশের বাঁদিকে প্রথমেই পড়ে 'রাজা পরীক্ষিতের' মন্দির, তৎসহ কৌরব ও পাণ্ডবগণের ধর্মযুদ্ধে, মূল যোদ্ধা বীর অর্জুনের রথের যিনি সারথি ছিলেন, সেই পুরুষোত্তম ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণের' মন্দির ও পাশাপাশি লাগোয়া পাণ্ডুর পত্নী এবং কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মাতা 'কুন্তীর' মন্দির। আমরা সকলে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে পূজারী মহাশয়ের সাথে আলাপের মাধ্যমে সেখানের গর্ভগৃহে পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিবলিঙ্গ দর্শন করি। দর্শনের সময় সেখানে লক্ষ্য পড়ে যে, দীর্ঘ দিনের শিলা নির্মিত প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গ ক্ষয়ে যাওয়ায় তাঁদের দেহের মসৃণভাব কেটে গিয়ে শিরস্থান থেকে গাত্রদেশ পর্যন্ত অল্পবিস্তর ভঙ্গুর ভাব এসে পড়েছে। আমরা মন্দিরগুলি একে একে পরিদর্শন করে চলে আসি গাড়ীতে। পঞ্চ পাণ্ডবগণের উপস্থিতি সেই শৈবতীর্থ ও মোক্ষভূমি কাশীধামকে আরও প্রসিদ্ধ করে তুলেছে দ্বাপর যুগ হতে, এটাই আমাদের নিকট অনুমানযোগ্য হয়ে থাকে। এরপর আমরা গাড়ী নিয়ে পৌঁছাই এই তীর্থযাত্রার পথেই অবস্থিত 'মহালক্ষ্মীর' মন্দিরে। এখানে আমরা নূতনত্বের ছাপ পেয়ে থাকি কারণ, সেই মন্দিরটি বিড়লা পরিবারের হাতে তৈরী জানা যায় এবং তার কারুকার্য্যগুলি এখনকার সময়ের নকশার সাথে তালমিলিয়ে আধুনিকত্বের ধাঁচে গড়া। মন্দিরের সৌন্দর্য্যের চেয়েও সেখানে অনেক বেশী সুন্দরতম 'মহালক্ষ্মী মাতার' মূর্তিখানি বাঁধানো বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। সেই দেবীমূর্তি সত্যই সকল ভক্তবৃন্দের কাছে দর্শনীয়। সেখানে দেরী না করে প্রণাম জানিয়ে আমরা রওনা দিই পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার শেষ মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে 'সোমেশ্বর মহাদেবের' মন্দিরস্থল সোনা-তালাও অঞ্চলের দিকে। কারুকার্য্য মিশ্রিত ছোট প্রাচীন মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি, সেখানে তিনি 'সোমেশ্বর মহাদেব' নামেই পরিচিত হয়ে রয়েছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। সেই মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি বিরাট পুকুর যা 'সোনা তালাও' নামে প্রসিদ্ধ। সেখানকার বাঁধানো পুকুর ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখেই বোঝা যায় যে, বহু যুগ আগে এটি রাজাদের হাতে তৈরী হয়েছিল। তখনকার যুগে পুকুরটির নামকরণের আদিকথা সঠিকভাবে সেখানের কারো নিকট হতে জানা যায়নি।

দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি। অস্তগামী সূর্যের আলোকচ্ছটাও ম্লান হতে থাকে। আমরা সকলে সাঁঝের বেলায় রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে গাড়ী নিয়ে যাত্রা করি বারাণসীর একটি মহাতীর্থ মণিকর্ণিকার গঙ্গার ঘাটে। সেখানে মা গঙ্গাকে স্পর্শ করে পীঠদেবী ও ভৈরব দর্শন করে, পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার অন্তিম দেব-দেবীর স্থান 'শ্রীবিশ্বনাথজী' ও 'মা অন্নপূর্ণার' শ্রীচরণতলে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে। গাড়ীর চালক কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্কিং এলাকায় গাড়ী এনে দাঁড় করায়। গাড়ী থেকে নেমে হাঁটা পথে বেশ কিছুটা আসার পর আমরা পৌঁছাই গঙ্গার ঘাটে। একদিকে মহাশ্মশানের জ্বলন্ত চিতার অগ্নিশিখা চোখে পড়ে আর একদিক

থেকে কানে আসতে থাকে মন্দিরের আরতির ঘন্টাধ্বনি। ধীর পদক্ষেপে আমরা নেমে চলে যাই স্নানের ঘাটে। গঙ্গার উৎস-মুখ 'গোমুখ' হতে নির্গত হয়ে আসা জলধারা রাজা ভগীরথের আহ্বানে ত্রিমার্গ বাহিনী সুরধুনী গঙ্গা 'ভাগীরথী' নামধারণ পূর্বক স্বর্গরাজ্য হিমালয় হতে আবির্ভূতা হয়ে নেমে এসেছেন এই পুণ্যভূমিতে। তাঁরই পবিত্র জলধারা প্রয়াগের ত্রিবেণীর মহাসঙ্গম থেকে পুণ্যসলিলা রূপে প্রবাহিত হয়ে এসে কাশীধামকে স্পর্শ করে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেছে। 'সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ'। আমরা সকলে গঙ্গার জল হাতে নিয়ে আচমন করে গায়ে ও মাথায় ছিটিয়ে ঘাট থেকে উঠে এসে, সেখানের মন্দির দর্শন করে চলতে থাকি 'বাবা বিশ্বনাথজীর' মন্দিরের পথে। বারাণসীর অলিগলি, কি করে চিনি বলি - এটি আমাদের পক্ষে চেনা বড়ই মুশকিল, তার উপর রয়েছে মাঝে মাঝেই গলিপথে পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 'শিবজীর বাহন ষাঁড়' মহাশয়দের উপস্থিতি। এক একটি প্রকাণ্ড চেহারার ষাঁড় দেখে এদিক ওদিক পালাতে গিয়ে পথিকের পথ ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী থাকে। আমাদের পাহারাদার সাদা পোশাকধারী পুলিশ অঙ্গদজী সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান মন্দিরে। সেখানের দোকান থেকে আমরা সকলে মাটির ভাঁড়ে পঞ্চামৃত, বেলপাতা ও আকন্দ ফুল হাতে করে নিয়ে পূজা দেওয়ার লাইনে দাঁড়াই। তখন মন্দিরের ভিতর চলছিল শ্রীবিশ্বনাথজীর শৃঙ্গার পর্ব ও ফুলমালা দ্বারা সাজানোর কাজ, তারপরেই সেখানে শুরু হয়ে থাকে সন্ধ্যারতি। আরতির পর আবার শুরু হয় দর্শন ও পূজা দেওয়ার পর্ব, তা চলতে থাকে প্রায় রাত্রি ১১টা পর্যন্ত। এরপর মন্দির বন্ধ হয়ে গিয়ে পুনরায় খোলে ভোরবেলায় মঙ্গলারতির পূর্বে।

কোন একস্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস সকল মানুষের থাকে না। চিত্ত হয়ে উঠে চঞ্চল, তা থেকে এক মুহূর্তে মানুষের অস্থিরতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। আমাদের তীর্থযাত্রার সঙ্গী ও গুরুভাই প্রশান্তদা, মনের স্থিরতা হারিয়ে লাইন থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাতে নেওয়া পঞ্চামৃত ও তৎসহ গলায় ঝুলানো মোবাইলটি নিয়ে এদিক ওদিক করতে থাকেন। সেই দৃশ্য আমার ও পুষ্করের সাধুবাবার চোখে পড়ে। পাশাপাশি ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধু টাট্‌বাবা আমাকে বলেন, 'উস্‌কো বোলো উপর সে বন্দরলোগ ব্যাঠ্‌কে সব কুছ্ দেখ্‌তা হ্যায়, এক সাথ্‌মে সব কুছ্ ছিনকে লে জায়েগা, মস্তানী এ মন্দিরমে নহি চল্‌েগা।' কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রথম দর্শনেই তাঁর আচরণের প্রতি লক্ষ্য পড়তেই এই 'মস্তানী' ভাষাটি আমার মনে এসেছিল। হঠাৎ সাথে সাথেই কথাটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে গিয়েছিল সাধুবাবার মুখ হতে সেই মন্দির প্রাঙ্গণে। শৃঙ্গারের পর মন্দিরে তখন আরতি শুরু হয়েছিল। জয়ধ্বনি ও ঘন্টার ধ্বনির মাধ্যমে মহা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরতি পর্ব। এমন সময় আমি ইশারায় প্রশান্তদাকে কাছে ডেকে মাথার উপরে দৃষ্টি দিয়ে বসে থাকা লালমুখো বাঁদরগুলির দিকে দেখতে বলে সাবধান করে দিই। তখন সেই দৃশ্য দেখে তিনি মুহূর্তে শান্ত হয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। আরতির একটু পরেই পূজা দেওয়া শুরু হলে, আমরা একে একে সকলেই পূজা দিয়ে ও মন্দির পরিদর্শন করে চলে আসি 'মা অন্নপূর্ণার' মন্দিরে। সেখানে মাতৃদর্শন এবং মায়ের আরতি ও প্রসাদ নিয়ে, বসে খেয়ে, ফিরে আসি আমাদের কাশীধামের আশ্রমে। পুষ্করের সাধুবাবার ইচ্ছাপুরণের উদ্দেশ্যে সমগ্র দিনের পরিকল্পনাগুলি 'গুরুর কৃপায়' সঠিকভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারি। এই মহাতীর্থ কাশীধামের তীর্থরাজ ও প্রাণপুরুষ 'বাবা বিশ্বনাথজীর' শ্রীচরণোদ্বয়ে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।।

তৎসহ প্রণাম জানাই কাশীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'মা অন্নপূর্ণার' শ্রীচরণস্থলে।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণ বল্লভে,
জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি।।

—স্বামী সংবেদানন্দজী

—সমাপ্ত—

তোমা লাগি

চরণে তোমার আশ্রয় দাও প্রভু
ক্ষমা করো, যদি করি ভুল কভু।
এ বিশ্বচরাচরে তোমারেই খুঁজি বারে বারে,
অন্ধ আমি, ফিরি তাই ব্যর্থ লাজে।

দুনয়নে প্রভু আলো দাও, দাও প্রভু আলো।
দূর কর এ আঁধার, মনের পিদিম জ্বালো।
এ-ভবের সংসারে তুমিই একা মাঝি,
রাখো সদা কাছে - এ প্রার্থনা করি আজি।।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীশুভজিৎ কুইলা

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১১)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

''ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে।
শ্বান্তে স্বস্তেঃ প্রলীনে প্রকটিত বিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শংকরং ন স্মরামি।
ক্ষণ্ডব্যোমেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রী মহাদেব শম্ভো।।'

—অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রণব উচ্চারণ করতে করতে প্রথমে প্রাণবায়ুকে সুষুম্না পথে নিরুদ্ধ করে, অন্তঃকরণে বৃত্তিসমূহকে ধীরে ধীরে শান্ত করে, তৎপশ্চাৎ যে প্রণব স্বীয় মহিমা প্রকাশ করেছে, তাকে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মরূপী সাক্ষীচৈতন্যে প্রলীন পূর্বক, প্রত্যেক শরীরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত স্বয়ম্ভু শংকরকে সমাধিস্থ হয়ে স্মরণ করতে পারিনি। হে শিব, হে শিব, হে শিব, হে শ্রীমহাদেব, হে শম্ভু, তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

পরদিন — প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে শ্রীগুরুকে দেখতে ৮ নং ছিদাম মুদী লেনের বাড়ীতে হাজির হলাম। তখন সকাল বেলা সাড়ে সাতটা হবে। শ্রী ভূপতিনাথ বাইরের সেই ছোট ঘরখানিতে তক্তপোষে বসে জপে নিমগ্ন। আমি লজ্জিত ও শঙ্কিত চিত্তে ঘরে ঢুকে প্রণত হলাম। অমনি শ্রী গুরু যথারীতি অজস্র সুমধুর আশীর্বাণীতে আমাকে শান্তিধারায় আপ্লুত করলেন। শেষে বললেন, ''মঙ্গল, - এই কথাটি তোমায় দিয়ে রাখলুম।'' এক মুহূর্ত থেমে সজোরে উচ্চারণ করলেন - ''ক্ষেমমস্তু।'' আমি কথঞ্চিৎ শান্ত মনে তক্তপোষের এক ধারে বসলাম। শ্রী গুরুদেব সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে জপ করতে করতে বারবার অট্টহাস্য করতে লাগলেন। এত জোরে হাসতে লাগলেন যে তাতে ঘর মুখরিত হতে লাগল। সে হাসি আর থামে না। হাসি চাপতে চেষ্টা করে দুটো ঠোঁট চেপে রইলেন কিন্তু সেই চাপা হাসি তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ করে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। এইভাবে তিন চার মিনিট ধরে হাসতে হাসতে তিনি সহসা সমাধিস্থ হলেন। এইবার দেহ স্থির, স্পন্দনহীন, ব্রহ্মামৃতরসে পরিপূর্ণ, আনন্দঘন মূর্তি।

আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার দুরবস্থাকে বিদ্রূপ করতেই শ্রীগুরু ঐভাবে হাসছিলেন। পরে বুঝলাম ওটা সত্য নয়। তিনি সচরাচর জপ করতে করতে হঠাৎ যেমন উচ্ছ্বসিত হাসি বা কান্নায় ফেটে পড়েন, এটাও সেই ধরণের। আমার মানসিক অবস্থার সঙ্গে ওটার কোন সম্বন্ধ নেই।

সমাধি ভঙ্গ হবার পর শ্রী গুরুদেব সহাস্যবদনে আমাকে প্রাণখোলা আশীর্বাদ করলেন, বললেন, ''আহা-হা, আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক, আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক, আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণ মঙ্গল হোক।''

আমি ক্ষুণ্ণমনে আমার দুরবস্থা নিবেদন করার জন্য বলতে উদ্যত হলাম, ''গতরাত্রে —।'' সহসা বাধা দিয়ে তিনি বললেন — ''হ্যাঁ যাদুমণি, তুমি আজই যে এলে? তোমার তিনদিন পর আসবার কথা নয়?''

আমি — ''আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু গতরাত্রে স্বপ্নে—''

শ্রীভূপতিনাথ - ''আমি সবই জানি, তোমাকে আর সে কথা বলতে হবে না। এখন বুঝলে যে তোমার সময় হয় নি। এই জন্যই তোমাকে আমি সুসময়ের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেছি। এখনও আমি আবার তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি এই দেহেই তাঁকে লাভ করে কৃতার্থ হও। তুমি কখনও ধৈর্য্য হারাবে না। আমার আশ্রয় পেয়েছো, তোমাদের ইহকাল পরকালের কোন ভাবনা করতে হবে না। কোনমতে জো-সো করে এ জীবনটা কাটিয়ে দাও, আর আমার উপর নির্ভর কর, আমি সব করিয়ে নেব। শুধু দুবেলা তাঁর নামটি করতে যেন ভুলো না। আশীর্বাদ করি তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক। হরি দয়া করে যাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার কি আর ভাবনার কিছু আছে! তুমি সর্বদা আমার কথায় বিশ্বাস করে যাবে। আর আমার উপর নির্ভর করবে। আমার আশীর্বাদে তোমার আর ইহকাল পরকালের কোন ভাবনা রইল না।

আমার হৃদয়ের আবেগ কিছুটা শান্ত হল। আমি নীরবে আরও এক ঘন্টা বসে শ্রীগুরুদেবের জপ ও সমাধি দেখতে লাগলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় প্রণামান্তে তাঁর মধুর আশীর্বাদ পুনরায় লাভ করে বিদায় নিলাম।

ওঁ সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃত্ত রাধো অদ্রিবঃ।।

-(ঋক্ ১/১০/৭)

অর্থ — হে অদ্রিবৎ-দৃঢ় ইন্দ্রদেব অর্থাৎ হে পরমেশ্বর! জীবের কর্মফলভূত যে যশ, অন্ন বা ধনকে অনায়াস লভ্য বলে মনে করি সে সকলই তাঁর কাছে শোধিত হয়ে আসে অর্থাৎ, তিনিই দান করেন। হে পরমপ্রভু! আপনি দয়া করে সনাতন ধর্মের আবাস দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্বক আমাদের অভীষ্ট ধন দান করুন। *....ক্রমশঃ*

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭)

আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্।
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ।।২৯

আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্ (সর্ব্বমেব ভোগ্যং) গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ সাধকেন (তস্মৈ) প্রদাতব্যম্ (অর্পণীয়ম্)।।২৯

আসন, শয্যা, বস্ত্র, বাহন, ভূষণাদি সমস্ত ভোগ্য-বস্তু সাধকের দ্বারা গুরুকে প্রদাতব্য।২৯

বাহ্য বস্তু যাহা কিছু জীবের ভোগ্য বস্তু বলিয়া কথিত হয়,

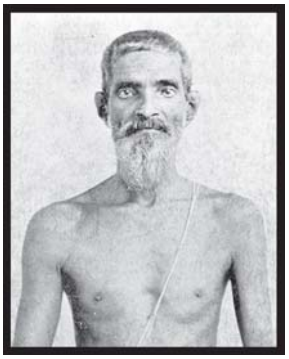

তাহা সমস্তই গুরুদত্ত বস্তু; জীব চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা উহাকে নিজস্ব ভাবিয়া উপভোগ করে, সুতরাং তদ্রূপ উপভোগের দ্বারা সে পাপযুক্ত হয়, যজ্ঞের দ্বারা ঐ সকল বস্তু গুরুব্রহ্মকে প্রদত্ত হইলে, তদ্বিনিময়ে প্রসাদস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যে ভোগ পাওয়া যায়, তাহা মঙ্গলসূচক (গীতা ২য় অঃ, ৬৫ শ্লোক এবং ৩য় অঃ; ১২, ১৩ শ্লোক দেখ)। সে কারণ বলিতেছেন যে আসন, শয্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু গুরুকে অর্পণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মে অর্পণ দ্বারা সেই সেই বস্তুপ্রতি আসক্তি শূন্য হইয়া ভোগ করিলে ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া জীবকে ব্রহ্মানন্দ দিয়া থাকেন।

দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্ল্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।
আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ।।৩০

গুরুং দীর্ঘদণ্ডং যথা তথা দণ্ডবৎ প্রণতঃ ইত্যর্থঃ নমস্কৃত্য, গুরুসন্নিধৌ নির্ল্লজ্জো ভূত্বা, আত্মদারাদিকং (দারাদিকং যৎ ভোগ্যবস্তু মমত্বজ্ঞানেন গৃহ্যতে) তৎ সর্ব্বং চ গুরবে নিবেদয়েৎ।।৩০

লজ্জা থাকিলেই পাপবুদ্ধির দ্বারা লজ্জার বস্তু গোপনের চেষ্টা হয়; যখন গুরুরই সব হইল, তখন কতক বস্তু সুখ লাভের ইচ্ছায় নিজ উপভোগের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে গোপন রাখিলে উহা পাপ কার্য্য হয়; সে কারণ বলিতেছেন যে, গুরুর নিকট নির্ল্লজ্জভাবে উপস্থিত হইতে হইবে, অর্থাৎ গোপনে আত্মীয় বস্তুর চিন্তায় রত থাকিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে চলিবে না, এবং তাহা করিলে গুরু অদৃশ্য হইয়া যান। তাহা হইলে কি করিতে হইবে? — বলিতেছেন যে দারাদি যাহাদের আত্মীয় বলিয়া ভাবিয়া থাকি, তাহাদের সকলকে গুরুকে নিবেদন করিয়া দিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া, গুরুকে দীর্ঘদণ্ড নমস্কার করিতে হইবে। দীর্ঘদণ্ড নমস্কার, অর্থাৎ দণ্ডবৎ অবস্থান করিয়া দীর্ঘভাবে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ এদিক ওদিকে মন বিচলিত হইবে না (গীতা ৬ষ্ঠ অঃ, ১৯ শ্লোক দেখ), এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া অন্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য চেষ্টিত হইলে চলিবে না।।৩০

ক্রিমিকীটভস্মবিষ্ঠা দুর্গন্ধমলমূত্রকম্।
শ্লেষ্মরক্তত্বচং মাংসং তনুরিত্থং বরাননে।।৩১

হে বরাননে! শ্লেষ্মরক্তত্বচং মাংসং ক্রিমিকীটভস্মবিষ্ঠা (তদন্বিতা) দুর্গন্ধমলমূত্রকং ইত্থং (এষা) তনুঃ।।৩১

ক্রিমি, কীট, ভস্ম, বিষ্ঠা, দুর্গন্ধ মলমূত্রযুক্ত, শ্লেষ্মা, রক্ত ত্বক্ ও মাংস এই সমস্ত লইয়াই এই শরীর।।৩১

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩২

সংসারবৃক্ষম্ আরূঢ়াঃ (জনাঃ) নরকার্ণবে পতন্তি, যেন (গুরুণা) ইদং সংসারবৃক্ষরূপং বিশ্বং উদ্ধৃতং, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩২

এই অনিত্য সংসার বৃক্ষরূপ শরীরকে জীব আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার ফলে জীবের নরকসমুদ্রে পতন হয়। ইহা অনিত্য বলিয়া ভগবদ্‌গীতায় ইহাকে অশ্বত্থবৃক্ষ বলা হইয়াছে (গীতা ১৫ অঃ, ১ম শ্লোক দেখ); ইহার নিত্যভাবে আদি নাই, অন্তও নাই এবং প্রতিষ্ঠাও নাই, পরন্তু ইহা মায়ার চক্ষে দৃশ্যমান্ কাল্পনিক দৃশ্য মাত্র (গীতা ১৫ অঃ, তয় শ্লোক দেখ); জীবের এই বৃক্ষাবলম্বনে ঊর্দ্ধে গুরু সমীপে গতি হইলে (অর্থাৎ এই দেহের সংস্কার লইয়া গতি হইলে), কল্পনা দূরীভূত হয়, তখন দেহসত্তা অদৃশ্য হয়, তখনই দেহের উদ্ধার সাধন হইল বুঝিতে হইবে, কারণ জীবের কল্পনায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কল্পনা গতি, যেখান হইতে কল্পনার উৎপত্তি

তথায় তাহার লয় হইল। যেমত বৃক্ষ ও বৃক্ষের ছায়া, ছায়ার অস্তিত্ব নাই, পরন্তু আলোক অভাবে এবং অন্ধকার (অজ্ঞান) স্পর্শে ছায়ারূপ কাল্পনিক বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে আলোক সম্পর্কে আসিয়া ছায়াবৃক্ষ অন্তর্হিত হইল, এবং কাল্পনিক শরীর জীব মধ্যে গিয়া মিশিল। তদ্রূপ আলোক স্বরূপ হইতেছেন গুরুব্রহ্ম, তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া জীবের দেহ-সংস্কার ঘুচিয়া যায়। এমত অনিত্য দেহ-সংস্কার, ঊর্দ্ধস্থিত জ্যোতির্ময় গুরু নিজ সমীপে আনিয়া নষ্ট করেন, এমত গুরুকে নমস্কার।৩২ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

সপ্তবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।*
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।। ৪১

শব্দার্থ :— বিসৃজ্যতে - সৃষ্ট হয়, চর-অচরম্ - স্থাবর-জঙ্গম; নৃণাম্ - নরগণের; মুক্তয়ে ভবতি - মুক্তি লাভের যোগ্য হয়।

বাংলা শ্লোকার্থ :— সেই দেবী মহামায়া সমগ্র এই চেতন-অচেতন জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্ন হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— চেতন-অচেতনরূপী ব্রহ্ম শক্তিও সর্বদা পরিবর্তনের তথা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মাধ্যমে ক্রিয়ারত। জগৎ জননী মা-ই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, জগৎ পালন কর্তা বিষ্ণুমূর্তি এবং বিশ্বকে সংহারকারী রূপে শিবমূর্তি। মহামায়া মায়ের অন্তরে এই তিনটি ভাব অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে। এই ভাবটিকে প্রকাশযোগ্য করতে গিয়ে তিনি সেই অব্যক্তভাবটিকে পরিত্যাগ করলেন। তাই বলা হয়েছে 'বিসৃজ্যতে' অর্থাৎ ত্যাগ; এই অব্যক্তকে ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উদ্ভব ও সৃষ্টি প্রকরণ। তিনিই আবার বহুরূপ ত্যাগ করে সন্তানগণের মুক্তির জন্য তাদের অন্তরে প্রসন্ন মূর্তিতে শুভ প্রেরণা যোগান। মায়ের এই প্রসন্ন বরদায়িনী মূর্তি প্রকৃত নিষ্কাম ও সাধন-উন্নত যোগী ও সাধকদের অতীন্দ্রিয় উন্নত চেতনার স্তরে পরমানন্দের আস্বাদনে তৃপ্ত করে মুক্তিলাভের যোগ্যতা প্রদান করেন। অবশ্য মায়ের প্রসন্নতা ও করুণা তখনই যোগী লাভ করেন, যখন তিনি প্রকৃত মাতৃভক্ত রূপে ভোগবিলাস ও বিষয় সুখের আসক্তি ত্যাগ করে মাতৃভাবনায় আন্তরিক হয়ে সাধন পথে ব্রতী হন।

শ্লোক :— *সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।*
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।।৪২

শব্দার্থ :— পরমা বিদ্যা - শ্রেষ্ঠতম ও বিশুদ্ধ বিদ্যা; সনাতনী - নিত্যা অর্থাৎ আদি-অন্তহীন অনন্ত অক্ষয় শক্তি রূপিণী; সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী - সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

বাংলা শ্লোকার্থ :— সেই পরমা শক্তিস্বরূপা সনাতনী মহামায়া বন্ধন ও মুক্তির হেতু। তিনি সর্ব্ব এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও শক্তি স্বরূপা ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— যে জ্ঞান উদয় হলে অক্ষর ব্রহ্ম অধিগম্য হয়, তাকেই 'বিদ্যা' বলে। মানুষ যতদিন বিশুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধান না পায় ততদিন তার বন্ধন দশা। অনেকের মতে সংসারে থেকে বন্ধন দশা অতিক্রম করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সংসার থাকে মনে; তাই বনে গেলেও সংসার ভাবনা পিছু ছাড়ে না। মাতৃকৃপায় আত্মায় মনের লয় হলেই সংসার বন্ধন দূর হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ স্থূল জাগতিক জ্ঞান আত্মানুভূতির পরমানন্দ দান করতে পারে না। সাধনবলে অতীন্দ্রিয় স্তরে মায়াকে অতিক্রম করে আত্মসমীপে উপনীত হতে পারলে জগন্মাতা প্রাণ স্বরূপা হয়ে সংলীন স্থিতি আনয়ন করেন। এই অবস্থাই প্রকৃত বন্ধন মুক্ত অবস্থা বা মোক্ষ।

যে দুটি অবস্থার মাধ্যমে জীব মোক্ষধামে উপনীত হয়, তা 'সর্ব্ব এবং ঈশ্বরের ঈশ্বরী' এই কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে। প্রথমতঃ জীব সর্ব্ব অর্থাৎ বহুত্বে মুগ্ধ থাকে। পরে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে, এই 'সর্ব্বভাব' জাত, স্থিত এবং লয়প্রাপ্ত হয় ঈশ্বরে। তখন তার 'ঈশ্বরভাব'। এই উভয় ভাবের অতীত 'পরমভাব', যা লাভ করলে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব বিলীন হয়। ইহাই মায়ের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী স্বরূপ।

.....ক্রমশঃ

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

বিংশপর্য্যায় — (.....দ্যাবাপৃথিবী)

দ্যাবাপৃথিবীর মাঝখানেই জীব জগতের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় যখন অণ্ডটি ফেটে গেল তখন উপরের অংশটি হল দ্যৌ এবং নীচের অংশটি হল পৃথিবী। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হল —

'তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।।
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিশ্চ নির্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্।। '

-(মনুসংহিতা ১/১২-১৩)

অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে সংবৎসরকাল বাস করে নিজের ধ্যানের দ্বারা তাকে দুভাগে ভাগ করলেন। তিনি সেই দুইভাগে বিভক্ত অণ্ডের উপরের অংশে স্বর্গলোক এবং নীচের অংশে ভূলোক নির্মাণ করলেন। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক এবং সমুদ্রের সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দ্যাবাপৃথিবীরূপে বিস্তারের পর কিভাবে অন্যান্য জীবের সৃষ্টি হল তা বিস্তৃত ভাবে মনুসংহিতার এই অংশে এবং অন্যান্য পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণের আখ্যানে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের ১/১৬৫/১ মন্ত্রে অগস্ত্য ঋষি প্রশ্ন করেছেন - এই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হয়েছে, কে পরে উৎপন্ন হয়েছে? তারা অন্যের উপরে নির্ভর না করে সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির মত চক্রাকারে পরিবর্তিত হচ্ছেন। এসব কথা কে জানে? বৈদিক মন্ত্রে এরূপ নানান রহস্যময় প্রশ্ন পাওয়া যায় যার কোন উত্তর প্রশ্নকর্তা ঋষি স্বয়ং উপস্থাপিত করেন নি। মনুস্মৃতি একই সঙ্গে এদের উৎপত্তির কথা বললেও 'পৃথিবীং চান্তরিক্ষং অথ স্বঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে তাদের সৃষ্টির -পৌর্বাপর্যের কথা বলা হয়েছে। অগস্ত্য ঋষি যে প্রশ্ন তুলেছেন প্রকৃতপক্ষে সেটি রহস্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই করা হয়েছে। জগতের সব কিছুরই কারণ যেহেতু দ্যাবাপৃথিবী, তাই সমস্ত জগতের ধারকও তারাই। তাঁরা উপরে ও নীচে থাকলেও দুজনে সর্বদা একসঙ্গেই থাকেন বলে এবং সর্বদা বর্তমান বলে আগে পরে এরূপ ভাবনা দ্যাবাপৃথিবী সম্পর্কে অচল। আচার্য সায়ণ তাই তাঁর ভাষ্যে বলেছেন — 'উভয়োঃ অবিনাভাবেন সহৈব বর্তমানত্বাদিতি ভাবঃ। .....যদ্ধ নাম যত্কিঞ্চিৎ পদার্থজাতমস্তি বিশ্বং তত্সর্বমাত্মনা বিভৃতঃ। অনেন যত্কারণম্ ব্রূমস্তদপি আভ্যামেব ভ্রিয়তে ইতি করণাভাবঃ প্রতিপাদিতঃ।'

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা বলেছেন যজ্ঞের বৃদ্ধি এই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যভাগে। যজমানরা সকলেই তাঁদের সন্তান। অতএব পুত্র হিসাবে তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হয়েছে। —

'প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা মহী স্তুষে বিদথেষু প্রচেতসা।
দেবেভির্যে দেবপুত্রে সুদংসসেত্থা ধিয়া বার্যাণি প্রভূষতঃ।।
উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ।
সুরেতস্য পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ।।'

-(ঋগ্বেদ / ১ম মণ্ডল/১৫৯ সূক্ত/১-২ মন্ত্র)

অর্থ — যজ্ঞের বর্ধক, মহান, যজ্ঞকার্য্যের চৈতন্যকারী দ্যাবাপৃথিবীকে আমি বিশেষভাবে স্তব করি। যজমানেরা তাঁদের পুত্রস্বরূপ, তাঁদের কর্ম সুন্দর, তাঁরা অনুগ্রহ করে যজমানকে বরণীয় ধন প্রদান করুন।। আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্রের দ্বারা জেনেছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জেনেছি। পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী নিজ সামর্থ্যদ্বারা পুত্রদের বিশেষভাবে রক্ষা করে প্রভূত বিস্তীর্ণ অমৃত দান করুন।

দ্যাবাপৃথিবীকে ঋগ্বেদের কবি দীর্ঘতমা 'পরস্পর বিযুক্তা পিতামাতা' বলে উল্লেখ করেছেন (ঋক্ সং ১/১৬০/২)। আদিত্য হলেন দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। এই দ্যাবাপৃথিবীকে অমৃত প্রদানকারীও বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ১/১৮৫/২ মন্ত্রে অগস্ত্য ঋষি বলেছেন - নিজেদের পা না থাকলেও অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী তাঁদের গর্ভে অবস্থিত সমস্ত প্রাণীদের ধারণ করে থাকেন। এইসব প্রাণীরা সচল এবং পা যুক্ত। দ্যাবাপৃথিবী কিভাবে তাঁর সন্তানদের ধারণ করেন একথা বোঝাতে গিয়ে একটি উপমা দেওয়া হয়েছে — পিতামাতা তাঁদের কোলে যে ভাবে পুত্রকে ধারণ করেন তেমনি ভাবেই দ্যাবাপৃথিবী তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানদের ধারণ করেন।

'ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো
অভ্বাৎ।।' -(ঋক্ সং ১/১৮৫/২)

দ্যাবাপৃথিবীকে কখনো যুগ্মভাবে পিতরা, মাতরা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বোঝান হয়েছে। এনারা সমস্ত দেবতাদেরও জনক-জননী। অগ্নির জন্মও দ্যাবাপৃথিবীর মাঝখানে (১০/২/৭)। আদিত্যকেও দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র বলা হয়েছে

(ঋক্ সং ১/১৬০/৩)। বৈদিক তথা নৈরুক্ত মতে অগ্নির তিনটি রূপ। একটি পৃথিবীতে অবস্থান করছে পার্থিবাগ্নিরূপে যার উৎপত্তি অরণি ও মন্থন দণ্ডে; দ্বিতীয় রূপটি আছে মেঘে অন্তরিক্ষস্থানে বৈদ্যুতাগ্নিরূপে এবং তৃতীয় রূপটি আছে দ্যুলোকে সূর্য্যাগ্নি রূপে। মহাকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানেই এদের অবস্থান বলে অগ্নি যথাযথ ভাবেই দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি ভগবানকে ব্যাকুল হয়ে বল, "আমি শুধু তোমাকেই চাই," ভগবান এমনভাবে সমস্ত ঘটনা সাজিয়ে তুলবেন যাতে তুমি আন্তরিক হতে বাধ্য হও। যারা অত্যন্ত আন্তরিক শুধু তারাই জানে যে তারা সম্পূর্ণ আন্তরিক নয়। সকালে উঠে যেন আমরা প্রার্থনা করি - দিনটা পূর্ণ উৎসর্গের দিন হোক। প্রতি রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে - যে সব ভুলত্রুটি আমাদের সারাদিন হয়েছে ভবিষ্যতে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। ***—শ্রীশ্রীমা (পণ্ডিচেরী)***

আশ্রম সংবাদ

১৫ই এপ্রিল— নববর্ষ (১৪২২) বরণের শুভ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিলাষে বহু ভক্ত সমাগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ভক্ত সমক্ষে শিক্ষণীয় কিছু কথা বলেন ও একটি সুন্দর গানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এইদিন হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয়।

২৬শে এপ্রিল— এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহ

শিল্পীবৃন্দ। তাঁর কাছে শ্রীশ্রীমা বাল্যকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে তিনি 'রবিতীর্থ' প্রতিষ্ঠানের প্রধান আচার্য। সঙ্গীত পরিবেশনের প্রারম্ভে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন।

৪ঠা মে — বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের নিজকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রতিবারের মত আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী পরিচালন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

২রা জুন — শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অন্নক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী গুরুপূজা। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি ভজনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

২০শে মে - ১১ই জুন — এই কয়েকটি দিন পুষ্করের সিদ্ধ সন্ত শ্রীশ্রীটাটবাবা অখণ্ড মহাপীঠে অতিবাহিত করেন।

২৮শে জুন — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার পঞ্চদশ পর্বে উপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

জন্মাষ্টমী — ৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার
মহালয়া — ১২ই অক্টোবর, সোমবার
নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ১৩ - ২২শে অক্টোবর
১৮ই অক্টোবর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
২০ই অক্টোবর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান
২১ই অক্টোবর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে দ্বিপ্রহরে ভাণ্ডারা
২২ই অক্টোবর (নবমী): দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ২৬শে অক্টোবর, সোমবার

भगवान विष्णु

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

अनन्त ब्रह्माण्डाधिपति नित्य-गोलोक बिहारी परम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के अंग से समुद्भूत, जो श्रीमन्नारायण या श्रीहरि नाम से अभिहित हैं, वे नित्य बैकुण्ठलोक सृजनकारी भगवान विराट् पुरुष परमब्रह्म के महा-ऐश्वर्य या विभूति हैं। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान नारायण को अखिल ब्रह्माण्ड में सृष्टिलीला एवं सृष्टि प्रवाह परिचालन करने के लिए महाभावमय इच्छा-संकल्प आरोपित करते है। नित्य श्रीकृष्ण ही यथार्थ में नारायण या महा विष्णुरूप 'विशेष ब्रह्माणु सत्ता सगुण ब्रह्म सनातन'। ये महाविष्णुरूपी नारायण श्रीकृष्ण के रोम से ही समुद्भूत हुए है। इन्होंने ही महाविष्णु महाज्योतिर्मय महाकारण सलिल में 'नारा' को अर्थात् जल का आश्रय लिया था इसीलिए 'नारायण' नाम से ख्यात हुए।

सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टि के संकल्प हेतु संकल्पायित भगवान नारायण के महाकारण सलिल में अनन्तशय्या पर शायित होने के पश्चात् उनके नाभि से मृणाल के सदृश एक ज्योतिर्मय वृन्त का आविर्भाव हुआ। उस मृणाल के उपरिवृन्त पर एक स्वच्छ निर्मल पंचदल पद्म का आविर्भाव हुआ तथा उसके पश्चात् वहाँ विशुद्ध रजोगुणी 'ब्रह्मा' (एक अद्भुत ब्रह्मसत्ता) का प्रकाश हुआ, वे इस ब्रह्माण्ड में महाप्रजापति परमपिता 'ब्रह्मा' कहकर परिचित है। ब्रह्मा जब अपने परम पिता (नारायण) के निर्देश से सृष्टिकल्प में नियुक्त हुए तब पितृ आदेशानुसार सर्वप्रथम वे तप द्वारा अपने मन से अयोनिसम्भवा सृष्टि करने लगे। जिसके फलस्वरूप इस ब्रह्माण्ड में सृष्टि प्रकरण शुरु हुआ एवं नित्य ही नव-नव सृष्टि लीला का खेल कल्प-कल्पान्तर से इस ब्रह्माण्ड में चलने लगा।

ब्रह्मा ने अयोनिसम्भव सृष्टि की, अतएव सृष्टि प्रवाह अति मंथर गति से संवर्द्धित हो रहा था। सृष्टि के विस्तारलाभ करने पर जन्म-मृत्यु चक्र में तब कुछ विसंगतियाँ दिखाई देने लगी। ब्रह्मा जब सृष्टि प्रकरण का कार्य सम्भाल न सके तो उन्होंने अपने पिता भगवान नारायण को ब्रह्माण्ड में स्थापित कर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करने के लिए आवाहन किया। तब भगवान नारायण 'भगवान श्रीविष्णु' रूप में ब्रह्माण्ड में आविर्भूत होकर, निजालय 'विष्णुलोक' उद्भाषित किया। अतएव जो नारायण हैं, वे ही विष्णु हैं। तत्त्वगत भाव से नारायण काल के बाहर अवस्थान करते है एवं विष्णु का अधिष्ठान काल के मध्य है। शंख-चक्र-गदा-पद्म इनके ब्रह्म विभूति रूपी परमैश्वर्य है। शंख - महानाद का प्रतीक; चक्र - काल का प्रतीक; गदा - वैराग्य शक्ति का प्रतीक एवं पद्म - विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। भगवान विष्णु या नारायण अपने चतुर्हस्त में उन चार दिव्य विभूति रूप परमैश्वर्य को धारण किए रहते है। अतएव, भगवान नारायण ही सृष्टि मध्य 'भगवान विष्णु' नाम से अभिहित है।

कल्प के अवसान में इस ब्रह्माण्ड में तमोभूत स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, यह त्रिभुवन अति भयानक रूप से जलमग्न हो गये थे। उस समय देवता तथा ऋषिगणों की सृष्टि नहीं हुई थी; इसीलिए ब्रह्माण्ड में कोई भी जीवात्मा विद्यमान नहीं थी। उस समय भगवान नारायण उस अर्णव मध्य अनन्तरूपी शय्या पर शायित थे। नारायण की यह अनन्त शय्या ही है श्रीकृष्ण के अंग से समुद्भूत श्रीबलराम का रूपान्तर अनन्तनागरूपी 'अनन्त शय्या'। जब नारायण योगनिद्रा अवलम्बनपूर्वक अनन्त शय्या में शायित थे, तब नाभिदेश में शतयोजन विस्तृत दिव्यगंधसम्पन्न एक पद्म प्रादुर्भूत हुआ। श्रीविष्णु के शयनावस्था में जब दैव परिमाण में शत वर्ष व्यतीत हो गये तो ब्रह्मा ने वहाँ उपस्थित होकर विष्णु का परिचय पूछा। विष्णु ने कहा - ''मैं विश्वराज हूँ। तुम कौन?'' ब्रह्माने कहा -''मैं सर्वभूतों का आदि, चतुर्मुख ब्रह्मा सर्वजगत्पति। चराचर, विश्वजगत् मुझसे ही संस्थित है। अन्तकाल में मुझमें ही लय प्राप्त होता है।'' ब्रह्मा के इस संवाद के

पश्चात् विष्णु ने ब्रह्मा के देह में प्रविष्ट होकर सर्वलोकों का दर्शन किया। उसके बाद उन सहस्रशीर्ष पुरूष ने ब्रह्मा के मुख से निर्गत होकर कहा –''ब्रह्मन् तुम भी मेरी देह में प्रविष्ट होकर देव-दानव-मानवादि स्थावर-जंगमात्मक समस्त लोकों का दर्शन करो।'' निर्देशानुसार ब्रह्मा ने विष्णु उदर में प्रविष्ट हो कर निखिल जगत् का दर्शन किया। लेकिन विष्णु की माया के प्रभाव से समस्त द्वार रुद्ध हो गये थे अतएव ब्रह्मा वहाँ से निर्गमन का द्वार ढूँढ़ने में अक्षम रहे। तब उन्होंने नाभिपद्म के नालमार्ग का अवलंबन किया। जब ब्रह्मा उस पथ से निर्गत हो पद्म मध्य विराज करने लगे तब विष्णु ने ब्रह्मा से कहा –''आप जगत्मान्य, सर्वकारण और पितामह है । मैं आपसे पुत्र रूप में प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरे प्रीत्यर्थ पद्मयोनि आख्य ग्रहण करिएगा।'' ब्रह्मा ने इस बात से सम्मत होकर विष्णु से कहा – ''हमारे उभय की अपेक्षा उत्कृष्ट और कोई नहीं है। समस्त ब्रह्माण्ड ही तुम्हारा और मेरा स्वरूप है। एक मूर्ति दो रूपों में (ब्रह्मा और विष्णु रूप में) अवस्थित है।'' किन्तु विष्णु ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ एक और सत्ता है, वे है विश्वेश्वर उमापति शिवशंकर।

प्रभु महाविष्णु ने ब्रह्माण्ड में सृष्टि करने हेतु प्रजापति की सृष्टि अपने दक्षिणांग से की, संहार प्रयोजन हेतु ईशान रुद्र की सृष्टि देह के मध्य भाग से तथा जगत्पालन के लिए अव्यय विष्णु की सृष्टि वामांग से की। यह चराचर जगत् विष्णु शक्ति से समुद्भूत है। वे निष्क्रिय जगत् स्वरूप है। उनसे सृष्ट यह जगत् उनसे पृथक नहीं है। उपाधि वशत: एक विष्णु ही निखिल जगत् प्रपंच रूप में प्रतीयमान होते है। विष्णु जैसे जगद्व्यापक है, उनकी शक्ति भी तद्रूप है। वही शक्ति ही ब्रह्मर्षि-महर्षिगण द्वारा उमा, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से अभिहित होती है। ये ही हैं विष्णु की परमाशक्ति। जगत् के सृष्टि-स्थिति-संहार इनके द्वारा ही संपादित होते है। ये ही व्यक्त और अव्यक्त रूप में जगत् में व्याप्त होकर अवस्थित है। यही शक्ति ही प्रकृति, पुरुष एवं काल है – ये रूपत्रय ही वर्तमान है। यही एक शक्ति ही सृष्टि-स्थिति-लय का कारण है। समग्र विश्व-ब्रह्माण्ड ही श्रीविष्णु का शरीर है, ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु की लीला अनन्त है।

युगों-युगों में श्रीविष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए दानव-दलन के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न अवतार रूप में जन्मग्रहण किया है। जैसे – हंस, मीन, कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, हलधर, बुद्ध, कल्कि इत्यादि बहुरूप में श्रीविष्णु की अवतार सत्ता ने इस धराधाम में अवतरित होकर सनातन धर्म का संरक्षण किया है। पुराण द्वारा यह जाना जाता है कि भगवान विष्णु के अंश से अनेक ऋषि-मुनियों ने जन्म ग्रहण किया है। जैसे – सनकादि चतु:सन, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठादि ब्रह्मर्षि ऋषिगण; दत्तात्रेय, कपिल, व्यासदेव, नारद, नर और नारायण इत्यादि अयोनिसंभवा ऋषिगण। इसके अतिरिक्त देवता और प्रजापति ऋषिगण भी विष्णु के अंश-सम्भूत है। जैसे सूर्यदेव और प्रजापति ऋषि कर्दम, इक्ष्वाकु, मनु आदि।

ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर ये त्रिदेव मूल प्रकृति से समुद्भूत हुए है। इनमें सत्व देह सनातन विष्णु हैं मध्यम। उनके मुख से नि:सृत सर्ववेदों को आश्रय देनेवाले विप्रगण, प्रजापालनार्थ बाहु से क्षत्रियगण, धनरक्षार्थ उरुदेश से वैश्यगण तथा पूर्वोक्त वर्णत्रय के सेवार्थ पादद्वय से शूद्रगण उत्पन्न हुए है। भगवान विष्णु ने इस प्रकार चतुवर्णों का सृजन कर धर्म का उद्भव सम्पादन किया।

योगतत्त्व अनुयायी प्रत्येक प्राणी के मध्य 'आत्मा' रूप में विष्णु का अधिष्ठान है। इसीलिए वे 'राम' अथवा 'आत्मा'; सृष्टि में जड़ एवं चेतन दोनों में ही विशेष अणुरूप में विष्णु का अधिष्ठान है। ''ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरय:। दिवीव चक्षुराततम्।।'' अर्थात् कूटस्थ के गगनमण्डल में परिव्याप्त चक्षु द्वारा जिस प्रकार अबाध रूप से सब कुछ देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्ति सदैव अन्तश्चक्षु या ज्ञानचक्षु द्वारा उस 'विष्णु-परम-

पद' का अपनी सत्ता के बोध से मानस पट में कूटस्थ की गगनगुहा में प्रत्यक्ष करते है। हृदयस्थल में अनाहत चक्रमध्य वासुदेवरूप से जो आत्मा अवस्थित है वही है एक विशेष अणु या विष्णु, जो अनाहत चक्र के केन्द्र में कोटि सूर्य की ज्योति विच्छुरणकारी बाणलिंग के मस्तक के ऊपर अवस्थान करते है। योगीगण योगयुक्त अवस्था में प्रज्ञाचक्षुओं से सर्वदा ही इस 'विष्णु-परम-पद' को प्रत्यक्ष कर धन्य होते है। जगत् में जिन नारायण शिलाओं को विष्णुरूप में अर्चन किया जाता है, उन समस्त नारायण शिलारूप की आकृति में कूटस्थ के गगनमण्डल में गुहा के सदृश दर्शन होता है साधक को; वही गोलाकृति अंधकार गुहा के अभ्यंतर में केन्द्रस्थल मध्य विष्णु रूप ज्योति का दर्शन होता है।

एक और मन्त्र है – ''ॐ तद्विप्रासो विपूण्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्'' - इस मन्त्र का तात्पर्य है कि जो विप्रास या मेधावी है, जो विपूण्य अर्थात् जो विशेष भाव से स्तव करते है, जो जागृवान है अर्थात् जो अप्रमत्त हृदय से जागरुक या सजाग है वे ही विष्णु के उस परम पद को प्रत्यक्ष कर पाते है। अनन्त जीवों के अनन्त रूप हम लोग बाह्यतः देख पाते है लेकिन उन सभी के मध्य कूटस्थ-चैतन्य सर्वदा समस्त जनों का एक रूप और अभिन्न होता है। जो अपरिवर्तनीय है। यही उस सर्वव्यापी विष्णु का परम पद है। अनाहत चक्र के मध्य चित्शक्ति स्वर्णमय ज्योतिच्छटा के भीतर ध्यानगम्य एक कृष्णवर्ण का गोलक दर्शित होता है। वही हुई 'रामगुहा' जहाँ आत्मारूपी ब्रह्माणु सदृश विष्णुसत्ता का निवास है। स्वप्रकाशमय शुभ्र सुनिर्मल ज्योति ही जिसका प्रकाश रूप है, वे ही हुई कूटस्थ-चैतन्यरूपी 'आत्मा'। कूटस्थ या मानसपट पर गगनगुहा में डिम्बाकृति गोलाकार मण्डल के मध्य और एक गुहा - 'रामगुहा'। उसमें अत्युज्ज्वल कदम्बपुष्प के सदृश ज्योति के रूप को ध्यान के मध्य दर्शन करना ही हुआ 'विष्णु-परम-पद' दर्शन।

प्रायः समस्त पुराण मध्य ही श्रीविष्णु की लीलाकथा वर्णित है। इसीलिए भगवान विष्णु के विषय में लिखकर शेष नहीं किया जा सकता। योगीगण कर्म-ज्ञान-भक्ति की सिद्ध अवस्था में श्रीविष्णु की महिमा और योगतत्त्व की उपलब्धि करने में सक्षम होते है। भगवत्सत्ता की समस्त लीला के मध्य विशेष माहात्म्य और योगतत्त्व अन्तर्निहित रहते है जिसे योगीगण प्रज्ञाबोधि की सहायता से निजबोध द्वारा उपलब्धि करने में सक्षम होते है। आत्मदर्शन और आत्मउपलब्धि के पर्याय समग्र विष्णु-चेतना को योगीगण ज्ञात करने में सक्षम होते है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

(२३)

प्रश्न : ''नाद, परनाद, परपरानाद - ये सभी क्या नादध्वनि के विभिन्न स्तर या प्रभेद है? ये सब कब योगी को बोधगम्य होते हैं?''

उत्तर : प्राणायाम साधन करते-करते साधक का जब 'केवल' कुम्भक होना शुरू होता है तब से ही साधक के अंतर में अनाहत 'नाद' श्रुतिगोचर होने लगता है। चित्त जब सर्वदा सुषुम्ना में अवस्थान करता है तब विभिन्न प्रकार के नाद-शब्द श्रवण होने लगते हैं। चित्त जब सुषुम्ना के मध्य बज्रा नाड़ी से संयुक्त होता है तब नाद का शब्द परिवर्तित हो जाता है। पुनः जब चित्रा से युक्त होता है तो एक अन्य प्रकार का 'नाद' शब्द सुना जाता है एवं ब्रह्म नाड़ी के शून्य मार्ग में चित्त की अटलावस्था होने पर तब नाद शब्द और भी सूक्ष्मातिसुक्ष्म रूप में श्रुतिगोचर होता है। मूलाधार चक्र के मध्य से कुलकुंडलिनी शक्ति के संयोग से शब्दात्मक प्रणव या ओंकार ध्वन्यात्मक होकर जीव को ब्रह्मद्वार पार कराकर विमुक्त सुषुम्ना या अवधूती मार्ग द्वारा ऊर्ध्व में लाकर आनन्दमय सहस्रार स्थित ज्योतिराकार परमशिव से योगयुक्त कराता है। इस अवस्था को 'नादयोग समाधि' कहते है।

नादयोग समाधि की प्रथमावस्था में अनाहत नाद परिचय होने पर साधक के नादानन्द अनुभूत होता है। नादयोग समाधि की मध्यमावस्था में ब्रह्ममार्ग में मन के अवस्थान हेतु दिव्य अनाहत शब्द साधक को श्रुतिगोचर होता है। उस

अनाहत शब्द की तुलना किसी भी प्राकृतिक मधुर शब्द से नहीं की जा सकती। जैसे वीणावाद्य के झंकार में नाना प्रकार के शब्द - कभी रुद्रवीणा, कभी हंसवीणा और कभी मेघ गंभीर वीणा वाद्य का अपूर्व शब्द सुना जाता है। जिस शब्द की कोई विरति नहीं; मानों उसकी अनंत विस्तृति एवं अनंत स्थिति है। वह शब्द मानों अंतर में परिव्याप्त होकर ध्वनित हो रहा है। अनाहत चक्र के ऊपर विशुद्ध चक्र पार कर शक्ति का ज्योतिर्मय विस्तार जब मस्तक ग्रंथि भेद कर, सहस्रार अभिमुखी होता है तब हृदय के साथ मस्तक की एक योगयुक्त अवस्था हो जाती है, उसी समय यह सब नादशब्द योगी को श्रुतिगोचर होते हैं। यही है नित्यानन्द स्वरूप सच्चिदानंद अनंतदेव का दिव्य प्रकाश। अनाहत चक्र में इसका विशेष प्रकाश होता है। यही है चिदाकाश की परम ध्वनि, सर्वव्यापी ओंकार परनाद, महानाद। कभी नुपूर, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी ढोलक या खोल इत्यादि - इन सबों से ही ध्वनित होती है वह 'परनाद' ओंकार ध्वनि। प्राणायाम सिद्धि काल में निस्तब्ध स्थिर प्राणके मध्य से वही परनादरूपी आनन्दध्वनि उत्थित होने लगती है।

अनाहत शब्द के मध्य एक प्रकार का ज्योतिर्मय अद्‌भुत शब्द है (यही हुआ 'परनाद')। उस अद्‌भुत शब्द के मध्य एक अन्य प्रकार का दिव्य ज्योतिर्मय शब्द अनुभूत होता है (जो हुआ 'परपरानाद')। यही प्रभेदानुसार योगियों द्वारा नाद, परनाद, परपरानाद के रूप में जाने जाते है। इसी अद्‌भुत ध्वनि के विषय में भगवान श्रीकृष्ण ने महात्मा अर्जुन से इस प्रकार कहा था -

''अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः।
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतम् मनः।
तन्मनोविलयं यति तद्विष्णोः परमं पदम्।।''

– नादयोग समाधि का अद्‌भुत शब्द एवं परमाश्चर्य शब्द, ये उभय शब्द चिदाकाश के अंतर्गत अनाहत शब्द के मध्य से क्रमानुसार उत्पन्न होते है। चिदाकाश प्राकृत भूमि पर अवस्थान नहीं करता, इसीलिए चिदाकाश से उत्पन्न शब्द को प्राकृतिक नहीं कहा जाता; अतएव नाद के अलावा परनाद एवं परपरानाद अप्राकृतिक शब्द हैं। नादयोग के चतुर्थावस्था में मन के अवस्थान करने पर सर्वप्रथम मन प्रणवात्मक होता है। वह प्रणवात्मक मन ऊर्ध्व में सहस्रार के अनाहत शब्द में प्रविष्ट होकर, तत्पर उस अनाहत शब्द के मध्य जो सूक्ष्म ज्योति प्रकीर्णित शब्द है उसी शब्द के मध्य प्रविष्ट होता है। पुनः उसी शब्द के मध्य प्रणवात्मक सूक्ष्म मन तन्मध्यस्थ परमाश्चर्य शब्द या ध्वनि में प्रविष्ट होता है। उसी ध्वनि में दिव्यज्योति है। चित्त और बोध उस ज्योति में प्रविष्ट होने पर योगी का वह प्राकृत भाव दूर होकर दिव्यता प्राप्त होती है। वही दिव्यता ही योगी को सहस्रार केन्द्र में सदाशिव 'श्री' बिन्दु में लय-उपयोगी कराती है एवं हृदय के आत्मज्योति में भी लयप्राप्त करने में सहायक होती है। दिव्यता प्राप्त प्रणवात्मक मन का लय, किसी प्राकृत वस्तु में नहीं होता है। उसका लय उसी नित्यात्मक ज्योतिर्मय विष्णु के परमपद में हो जाता है। उत्तर गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने और कहा है – ''ओंकार ध्वनिनादेन वायोः संहरणांतिकम् निरालम्बं समुद्दिश्य यत्र नादो लयं गतः।।''–

नादयोग समाधिस्थ ओंकार ध्वनि नादात्मक मन दिव्य महाकारण 'महाप्राण' वायुयोग से निरालंब ब्रह्म उद्देश्य हेतु स्वभावतः जिस स्थान पर नाद-सहित लयप्राप्त करता है वही स्थान है 'विष्णु-परम-पद'।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

प्रतिदिन सूर्योदय के साथ-साथ नव जीवन के नूतन संकल्प लेते हुए उत्साहपूर्ण ढंग से जीवन को आरम्भ करना; समस्त दिवस इस तरह व्यतीत होना चाहिए जिससे हम एक परिवर्तन, कुछ उन्नति अनुभव कर सके।

–श्रीमत् स्वामी प्रणवानंद महाराज

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(७)

गुकारश्चान्धकारः सस्यात् रुकारस्तेज उच्यते।
अज्ञानध्वंसकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः।।२५।।

गुकारश्च अन्धकारः स्यात् (गु शब्देन अन्धकारः ज्ञेयः) रुकारस्तेज उच्यते (रुकारेण तेजःशक्तिरेव ज्ञेया), तया तेजःशक्त्य ब्रह्म अज्ञानध्वंसकं (तिमिर नाशकं), तद्ब्रह्म गुरुरेव (अत्र) संशयः न ।।२५।।

'गु' शब्द से अन्धकार एवं 'रु' शब्द से आलोक, अतएव अन्धकार से जो आलोक में ले जाते हैं, वे ही गुरु हैं। निम्नस्तर पर स्थित जगत् ही अन्धकार का स्थल है, वहाँ से ऊर्ध्वगति प्राप्त होने पर ब्रह्मदर्शन होता है, ये ब्रह्म ही गुरु हैं; वे सूर्यरूप में जीव के सम्मुख में प्रकाशित होते हुए जीव के अन्धकार रूपी अज्ञान को दुरीभूत करते हैं। जीव सोचता है कि जगत् सत्य व नित्य, यह ही अज्ञान है, ब्रह्म प्रकाश होने पर जीव समझ पाता है कि जगत् मिथ्या एवं अलीक है; इस कारण एकमात्र ब्रह्म ही जीव के अज्ञान का ध्वंसक स्वरूप है।।२५।।

गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि-गुणभासकः।
रुकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकः।।२६

–गुकारः यः प्रथमो वर्णः स मायादिगुण भासकः, रुकारः यः द्वितीयो वर्णः स एव ब्रह्म, सः मायया या भ्रान्तिः उत्पद्यते तस्याः विमोचकः (निवारकः)।।२६।।

'गु' एवं 'रु' उन दो वर्णों के द्वारा गुरु शब्द की उत्पत्ति हुई है; प्रथम वर्ण गु-कार द्वारा मायाजनित भ्रमात्मक ज्ञान का विकास होता है एवं द्वितीय वर्ण रु-कार द्वारा उस मायिक भ्रम सम्पन्न ज्ञान का लोप होता है।।२६।।

गुशब्दश्चान्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः।
अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते।।२७

गुशब्दश्च अन्धकारः स्यात्, रुशब्दः तत्निरोधकः, अन्धकारस्य (तमसः) निरोधित्वात् (निरोध-हेतुना) गुरु इति अभिधीयते (सः गुरु नाम्ना कथ्यते)।।२७।।

'गु' शब्द से अन्धकार एवं 'रु' शब्द से तन्निरोधक आलोक समझा जाता है, अन्धकार निवारक है इसलिए वे 'गुरु' कहकर अभिहित होते है।।२७।।

एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्ल्लभम्।
हाहा-हुहु गणैश्चैव गन्धर्व्वाद्यैश्च पूज्यते
एवं तेषांच सर्व्वेयां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।।२८।।

एवं श्रेष्ठं गुरुपदं देवानामपि दुर्ल्लभं, गन्धर्व्वाद्धैश्च एव तत् पूज्यते, एवं तेषांच सर्व्वेषां तत्त्वं गुरोः (तत्त्वात्) परं न अस्ति।।२८

इसरूप गुरुपद देवगण के भी दुर्लभ है, हाहा हुहु गन्धर्व्वादिगण भी उन्हीं का पूजन करते हैं, इस प्रकार देव व गन्धर्व्वगण के तत्त्व गुरुतत्त्व के पार में नहीं है अर्थात् गुरुतत्त्व में ही सन्निहित है।।२८

'दिव्' अर्थ से आकाश, अर्थात् आकाश अथवा स्वर्गलोक में जिनकी अवस्थिति हैं, वह ही देव हैं। देव अर्थ से दीप्ति पाना; अतएव आकाशस्थित कूटस्थब्रह्मरूपी उस दीप्तिमान पुरुष का नाम 'देव' है (गीता ११ अः, ३८ श्लोक देखो)। उन दीप्तिमान पुरुष की दीप्ति अवलम्बन करते हुए जो सब है वे सब 'देवता' है। 'देवता' शब्द स्त्रीलिंगवाचक है, कारण देवतागण का सम्यकरूप से जड़संस्कार निर्वापित नहीं हुआ इसलिए उनसब को देवता कहा गया है, तद्रूप संस्कार निर्वापित हो जाने से ही वे सब 'देव' में परिणत होंगे - स्त्री का पुरुष अंग में लय होकर उनसब का उद्धार होगा। (देवं द्यूतिं क्रीड़ां वा तनोति या सा देवता इत्यमरः)। जो देव संग में देव भावापन्न होकर है, उनको भी देव कहा जाता है; देवभाव व मनुष्य भाव (प्रकृतिभाव) एकत्र में विजड़ित होने से ही उसको देवता कहा जाता है। प्रकृतिभाव देवअंग में लयप्राप्त हो जाने से प्रकृति अंग और स्वतंत्र भाव में नहीं रहता, तब देवता ही देव बन जाते है। देव आदि है इसलिए अक्षरब्रह्म को आदिदेव कहा जाता है (गीता ११ अः, २८ श्लोक देखो)।

गन्धर्व्व - स्वर्ग गायक या दिव्य गायक अर्थात् जो नाद श्रवण में है। यथा - 'तुम्बुरुनारदश्चोभौ देवनामपि दुर्ल्लभौ। नादरूपी शिवः साक्षात् नादतत्त्वविदौ हि तौ' – इति काशी खंडः। अतएव गन्धर्व्व अर्थ से यह है कि जो नाद श्रुति अवलम्बन करके अवस्थान करते है। *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

विश्वजननी देवी सारदामणि

पतित जीवों को सत्-मार्ग प्रदर्शन हेतु ऋषि वशिष्ठ, पत्नि देवी अरून्धती के साथ युग-युग में धरातल पर अवतीर्ण होते हैं, तथा अपने साथ में अपनी मण्डली के सन्तान तुल्य ऋषियों को लीलापार्षद के रूप में लेकर उतरते है। कुछ समय पूर्व दक्षिणेश्वर की पुण्यभूमि पर उन दोनों देवांशधारीयों ने सपार्षद अवतरण किया था। अपनी अपूर्व लीला रचना द्वारा अनेक मनुष्यों की आत्मिक उन्नति की। उनके सर्वत्यागी सन्तानों द्वारा गठित मठ की भावधारा आज भी अनेक मुमुक्षुओं को शान्ति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक है। यदि ठाकुर संघ के प्राणपुरूष थे तो माँ सारदामणि थी चालिका शक्ति, दोनों के प्रेमसंगीत की युगलबन्दी से समग्र विश्व मुग्ध था।

त्यागी सन्तानों को साधन भूमि की पराकाष्ठा पर सुप्रतिष्ठित कर ठाकुर तो चले गये थे। परन्तु माँ सारदा ने उनके हाथों को दृढ़ता से थामकर निर्दिष्ट जगत्कर्म में भी उनका साथ दिया था। प्रत्येक पद्क्षेप पर उनका स्नेहमयी आशीर्वाद अपनी सन्तानों पर वर्षित होता था। स्वामीजी की अमेरिका यात्रा से पूर्व श्रीश्रीमाँ ने उन्हें पत्र लिखा –''तुम दिग्विजयी होकर लौटो, तुम्हारे मुख में सरस्वती का वास हो।'' सम्पूर्ण भारत जानता है कि श्रीश्रीमाँ के आशीर्वाद रूपी ये वचन अक्षरश: सत्य हुए। अमेरिका से स्वामीजी ने अपने एक गुरुभाई को पत्र लिखा था - ''माँ-ठाकुरानी एक कल्पनातीत शक्ति है जिनको समझ नहीं सके हो, क्रमश: समझोगे। नारी शक्ति के बिना जगत् का उद्धार नहीं होता, वे वही महाशक्ति है। यद्यपि रामकृष्ण के जाने से हमारा नुकसान तो होगा ही पर माँ के चले जाने से सर्वनाश हो जाएगा। इस माँ के प्रति मेरा भी विशेष झुकाव है। ....दादा, माँ के प्रति जिनकी भक्ति नहीं उन्हें धिक्कार है।'' अन्तरालवर्तिनी माँ के प्रति स्वामीजी की ऐसी अपरिसीम श्रद्धा हमें भी मातृपादपद्मों में स्वत: प्रणत होना सिखा देती है। स्वामीजी द्वारा यह भी सुना गया है –''माँ, ठाकुर से भी विशिष्ट है।'' जब-जब मन में संशय का उद्रेक होता स्वामीजी माँ के पास समाधान हेतु चले आते। पूजनीय ब्रह्मानन्द स्वामीजी कहते –''माँ को पहचानना बड़ा मुश्किल है..... साक्षात् जगदम्बा। ठाकुर यदि परिचय ना करवाते तो हमलोग क्या माँ को पहचान सकते?''

ठाकुर ने स्वयं गोलापमाँ से कहा था - ''वह सरस्वती है, ज्ञान देने आई है। रूपवती होने पर अशुद्ध भाव से दर्शन करने से लोगों का अमंगल होगा, इसीलिए इस बार अपने रूप पर आवरण डाल कर आई है।'' अन्य एकदिन ठाकुर ने ही शिवानन्द महाराज से कहा –''मन्दिर की भवतारिणी माँ और नहवत में रहने वाली माँ - अभिन्न है।'' बंगला १२७९ में ज्येष्ठ मास की फलहारिणी कालिका पूजा के दिन ठाकुर ने जगन्माता की पूजा का आयोजन कर पूजा के समय वहाँ श्रीश्रीमाँ को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। माँ के आने पर उन्हें आलिम्पन भूषित चौकी पर बिठाकर ठाकुर ने देवी रूप में षोड़शोपचार से पूजा और भोग निवेदन किया। समाधिस्थ देवी और समाधिस्थ पूजक आत्मस्वरूप से एकीभूत हुए। रात्रि के तृतीय प्रहर के शेषपाद में अपनी बाह्यदशा को प्राप्त कर ठाकुर ने अपनी जपमाला के साथ अपनी साधना का फल भी देवी के पादपद्मों में निवेदन कर दिया तथा मन्त्रोच्चारण करने लगे - ''सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।''

परवर्तीकाल में श्रीश्रीमाँ ने उस दिन के पूजा प्रसंग के विषय में कहा –''उन्होंने मेरे पाँवों में आलता लगाया, नए वस्त्र पहनाए, सिंदूर लगाया, मिठाई और पान भी खिलाया। किन्तु मैं न जाने किस भाव में हो गयी। सब देख रही थी, अथच कुछ बोलने की इच्छा नहीं थी।'' पूजा समापनान्त श्रीश्रीमाँ श्रीश्रीठाकुर को प्रणाम कर अपने कक्ष में चली गई। षोड़सी पूजा के दौरान माँ की उम्र मात्र १९ वर्ष की थी एवं ठाकुर ३७ वर्ष के थे। इस पूजा के द्वारा ठाकुर जनमानस में मातृसत्ता के स्वरूप में ज्ञान प्रतिष्ठित करना चाहते ते। क्योंकि ठाकुर जानते थे निकट भविष्य में माँ-ही होंगी संघजननी तथा अनेक भक्तों की जीवन नैया पार करानेवाली। ठाकुर अक्सर माँ से कहते –''मैंने और क्या किया है? तुम्हें ही सब करना होगा।'' आहा! स्वयं शिव ने ही अपनी शक्ति सत्ता

के हस्त में सर्वस्व सौंप दिया है।

दरिद्रनारायण के गृह में जन्मग्रहण तथा ज्येष्ठ संतान होने के कारण श्रीश्रीमाँ को बहुत सारे सांसारिक दायित्वों का वहन तथा अनेक कर्म सम्पन्न करने पड़े। श्रीश्रीमाँ की एक विचित्र सहचरी थी, जिसके विषय में परवर्तीकाल में श्रीश्रीमाँ ने एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया –''बचपन में देखती, मेरे ही सदृश और एक बालिका मेरे साथ-साथ समस्त कार्यों में मेरी सहायता करती। मेरे संग आमोद-प्रमोद करती, लेकिन किसी के आने पर फिर उसे देख नहीं पाती।'' बाल्यकाल में पितृगृह में पढ़ने का सुयोग बहुत कम ही मिला लेकिन इसके उपरांत भी उनका मानसिक विकास और चारित्रिक दृढ़ता उनके स्वभाव से सहज ही परिलक्षित होते थे। वे सांसारिक कर्मों में ही सिर्फ पटु थी ऐसा नहीं था। पूजा-अर्चना, यात्रा, प्रवचन इत्यादि ने उन्हें धर्म, नीतिबोध व सांस्कृतिक ज्ञानलाभ में सहायता की थी। माता-पिता का निष्कलंक चरित्र तथा निःस्वार्थ जीवन-वृत्त माँ को मुग्ध करता। आगामी समय में उद्बोधन के गृह में सेवक स्वामी अरुपानंद को माँ ने कहा –''मेरे बाबा थे परम रामभक्त और परोपकारी, माँ की सबके प्रति कितनी दया, इसीलिए तो मैंने इस घर में जन्म लिया है।'' मात्र पाँच वर्ष की आयु में ही वे ठाकुर के साथ विवाह बंधन में बंधी थी। विवाह के पश्चात् ठाकुर दक्षिणेश्वर चले गये, माँ अपने पितृगृह में लौट आयी। माँ जब तेरह-चौदह वर्ष की हुई तभी ठाकुर के कामारपुकुर आगमन के उपलक्ष्य पर माँ श्वसुर गृह में आयीं। उस समय अन्य बालिकाओं के साथ-साथ माँ को भी ठाकुर धर्म की बातें सुनाते। धर्म चर्चा सुनते-सुनते माँ सो जाती तो अन्य बालाओं को ठाकुर कहते –''उसे उठाओ मत, वह यदि अभी सब सुन लेगी तो अविलंब ही सब कुछ त्याग देगी।'' भविष्य में जगत् कल्याण कार्य में माँ को नियोजित करने का कैसा अपूर्व प्रयास!

अंग्रेजी के सन् १८७२ से माँ ने दक्षिणेश्वर आना-जाना शुरू किया। ठाकुर के जीवनकाल में माँ लगभग आठबार आयी। प्रायः दस वर्ष माँ ने ठाकुर के सान्निध्य में दक्षिणेश्वर में व्यतीत किए। इस अंतराल को ही माँ ने अपने जीवन का सर्वोत्तम समय कहकर इंगित किया है। दक्षिणेश्वर का प्रसंग उठने पर आनन्द से आत्माभिभूत हो कह उठती, ''तब कितने आनन्द में थी!'' दक्षिणेश्वर में माँ मूलतः नहवत के नीचे ही रहती। अनुमानतः ६ हाथ लम्बा एवं ४ हाथ चौड़ा एक कमरा, अर्थात् जो कि एक प्राणी के रहने के लिए भी पर्याप्त न था। कलकत्ता से आनेवाली महिला भक्तगण माँ के घर में आकर कहती –''आहा, कैसे घर में हमारी सीता लक्ष्मी है – जैसे वनवास हो! कितनी सहन शक्ति है!'' भविष्य के कर्मयज्ञ हेतु माँ शनैः शनैः नीरव में स्वयं को तैयार कर रही थी। माँ के प्रति ठाकुर के उपदेशों का अन्त नहीं था। ठाकुर प्रदत्त शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। माँ के शब्दों में – ''प्रदीप के बाती को कैसे रखना होगा, घर का प्रत्येक व्यक्ति कैसा है – किसके साथ कैसा व्यवहार करना होगा, अन्य के गृह में जाने पर किस प्रकार से व्यवहार करना होगा, अर्थात् सामाजिक व्यवहार से लेकर – भजन, कीर्तन, ध्यान, समाधि और ब्रह्मज्ञान पर्यन्त समस्त विषयों से मुझे अवगत करवाया। ठाकुर का ध्यान, धारणा और जीवनचर्चा ने माँ को सम्पूर्ण रूप से प्रभावित किया था। ठाकुर प्रदत्त शिक्षा ही माँ के परवर्ती जीवनकाल में प्रतिफलित हुई। ठाकुर ही माँ के गुरु, शिक्षक, आचार्य और पथ प्रदर्शक।

सांसारिक शत कर्मों के मध्य भी माँ ने अपनी साधना में विघ्न नहीं आने दिया। ठाकुर ने एक दिन सारदा महाराज को नहवत में माँ के निकट दीक्षा लेने के लिए प्रेषित किया। देखा जाता है ठाकुर, माँ के जीवन के निर्दिष्ट भगवत् विषयक कर्म अर्थात् जीवोद्धार कर्म का आरंभ अपने जीवन काल में ही कर गये थे। माँ के दीक्षादान से यह इंगित होता है कि दक्षिणेश्वर में अवस्थान काल में ठाकुर के तत्त्वावधान में ही माँ की साधना सम्पूर्ण हुई। अगर ऐसा न होता तो ठाकुर कभी भी माँ को दीक्षा का गुरु दायित्व लेने का निर्देश नहीं देते।

सन् १८८५ में अक्टूबर महीने में अस्वस्थ ठाकुर कलकत्ता के श्यामपुकुर में लाए गये। दो तीन सप्ताह के पश्चात् माँ भी कलकत्ता आ गयी। उसी वर्ष के दिसम्बर मास में श्यामपुकुर से काशीपुर के 'उद्यान-बाटी' में ठाकुर को लाया गया। सन् १८८६ में १६ अगस्त को इस महाप्राण ने महासमाधिमग्न होकर अपनी इहलीला का संवरण किया।

श्रीश्रीठाकुर के तिरोधान के पश्चात् माँ के जीवन में नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ। ठाकुर के विशिष्ट भक्त बलराम बाबु ने शोकसंतप्त माँ को शान्ति प्राप्ति हेतु वृन्दावन तीर्थ में प्रेरण किया। माँ के सहयात्रियों में थे योगीन महाराज, काली महाराज, लाटु महाराज, लक्ष्मीदीदी, गोलाप माँ और निकुंज देवी। वृन्दावन से लौटकर आने के बाद माँ ने और ३३ वर्षों तक इस धराधाम को कृतकृत किया। इस

समय में माँ ने अपने निर्दिष्ट कर्मों का सम्पूर्णतया पालन किया। असंख्य मनुष्यों पर अहेतुकी कृपा की, अकारण करुणा वितरित किया। ठाकुर की मृत्यु के पश्चात् अपनी त्यागी संतानों के साथ सम्बलहीन अवस्था में डुबते-उतराते चल रही थी। इस समय बलरामबाबू, उसके पश्चात् उनके सुयोग्य पुत्र रामबाबु माँ की रक्षा का गुरुभार स्वेच्छा से वहन करने लगे। इनके अतिरिक्त मास्टर महाशय, गिरिश बाबू इत्यादि समय-समय पर माँ को अर्थ भेजते। योगीन महाराज माँ के प्रधान प्रभारी थे। तब माँ ने प्रधानत: जयरामबाटी, कामारपुकुर अथवा कलकत्ता में विभिन्न समय में विभिन्न किराये के घरों या भक्तगृहों में समय यापन किया।

स्वामीजी ने अमेरिका से लौटकर सन् १८९८ में फरवरी महीने में बेलुड़ में गंगा तटपर १८ बीघा जमीन खरीदकर उसमें मठ का निर्माण किया। उसी वर्ष नव निर्मित मठ में दिसम्बर मास में श्रीश्रीठाकुर को प्रतिष्ठित किया गया। मठ के निमित्त जमीन क्रय के प्रसंग में माँ ने बाद में कहा था -''मठ की नूतन जमीन खरीदने के बाद नरेन ने एकदिन मुझे लेकर जमीन के चहुँओर घुमाकर कहा -''माँ, तुम अपनी इस जमीन पर स्वेच्छा से निस्संकोच घुमो।'' बीच में माँ बेलुड़ मठ में आकर रही थी। सन् १९०९ में शरत् महाराज के उद्यम से केदार दास द्वारा दान की गई जमीन पर उद्बोधन की नींव पड़ी। नीचे वाले तल्ले पर उद्बोधन कार्यालय था एवं ऊपर वाले मंजिल पर माँ रहती थी। माँ के अवस्थानकालीन यह गृह भक्तों के लिए महातीर्थ में परिणत हो गया। जीवन के अन्तिम समय माँ ने मूलत: उद्बोधन गृह में अथवा जयरामबाटी में व्यतीत किया। केवल दो बार अन्यत्र गई। एकबार कोठार होकर रामेश्वर तथा दूसरी बार काशीधाम।

ठाकुर की उपदेशावली जगत्वासियों के लिए अमूल्य सम्पदा है। ठाकुर ने अपने सुगभीर साधना से जिस अमृत का अर्जन किया, विवेकानन्द ने जिन विचारों का जगत् में प्रचार किया, कृपामयी जननी सारदा ने नीरव में वही अमूल्य निधि निरंतर वितरित किया अबाधित हस्त एवं मुक्तधारा में। माँ थी देवालय की विग्रह स्वरूप। स्नेहघन कल्याणमय रूप - दर्शन से ही शान्ति! माँ एकान्त प्रयोजन के बगैर उपदेश नहीं देती थी। जहाँ विग्रह के दर्शनमात्र से ही जीव को शान्ति की उपलब्धि होती वहाँ उपदेश की प्रयोजनीयता कहाँ तक रह जाती है? तथापि संतान के हितार्थ अथवा प्रश्नों के उत्तर देने के निमित्त माँ को बोलना पड़ता। माँ के उपदेशों में अनेक विशिष्टताएं थी – सीमित शब्दों का प्रयोग, स्वच्छ एवं सुस्पष्ट वचन। अपनी सन्तानों में साहस और बल जागृत कर उनके जीवन को ऊँचाईयों के शिखर तक पहुँचाना चाहती थी। इतनी अल्प शिक्षा के बावजूद कहाँ से पाई थी इतनी अपूर्व विलक्षणता तथा अलौकिक दृष्टि।

जिस किसी व्यक्ति ने भी माँ के सम्मुख आकर विनती की हो, प्रत्येक की झोली माँ ने अपने असीम स्नेह से भर दी - शान्ति, मुक्ति, उनके अभय मंत्र थे। माँ के समीप समस्त धर्म, जाति और सम्प्रदाय एक ही सूत्र में ग्रथित माला की तरह थे। उनका मानना था सभी एक है, सिर्फ रूप में प्रभेद है। ठाकुर की त्यागी सन्तानें सर्वदा माँ की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेकर कृतार्थ हुए है।

सन् १९१९ में माँ जयरामबाटी में अस्वस्थ हो गयी। २७ फरवरी १९२०, उद्बोधन गृह में लायी गयी। दीर्घ पाँचमास व्यापी अनेक प्रकार की चिकित्सा चली। रोग की यंत्रणा से अत्यंत कष्ट भोग किया। किन्तु क्यों इतनी यंत्रणा का भोग किया? हो सकता है समग्र जीवन व्यापी करुणा से पात्र अपात्र में की गई कृपा के फलस्वरूप ही यह मिला है अलंघ्य प्राप्य! अन्यथा स्वर्ण विग्रह में कालिमा कैसी? आहिस्ता-आहिस्ता वह भयावह दिन समीप आने लगा जिसका सामना करने का साहस किसी में न था। २० जुलाई सन् १९२० में रात के १ बजे से माँ को नाम सुनाना आरम्भ किया गया। करीब रात के डेढ़ बजे श्रीश्रीमाँ गभीर समाधि में स्थूल देह परित्याग कर स्वधाम में चली गई।

यह सही है कि माँ का स्थूल देह हम लोगों के मध्य नहीं था। लेकिन उनके स्नेह और प्रेम की आलोकवन्या आज भी अशांत पथिक को आलोकमय जीवन का सन्धान देती है। माँ और ठाकुर की युगल मूर्ति बहुत बार धरा के वक्ष पर अवतीर्ण हुई है। बार-बार होगी। इस प्रकार की आश्वासनमय वाणी स्वयं माँ ने सेवक आशु मित्र को सुनाई थी -''जो एक बार आए हैं, उन सभी को फिर आना होगा कोई बचेगा नहीं। आकाश में चाँद देखा है? चाँद क्या अकेला आता है? चहुँओर तारामण्डल को, लेकर आता है।''

गीता में श्रीकृष्ण द्वारा कही गई वाणी की ही पुनरावृत्ति - ''सम्भवामि युगे युगे।''

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुस्मिता बासु

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

परम भागवत नृपति विमल

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्राचीनकाल में सिन्धुदेश में 'चम्पका' नाम की एक नगरी थी। वहाँ धर्मपरायण नृपति 'विमल' का शासन था। वे कुबेर के सदृश खजांची, सिंह तुल्य मनस्वी, भक्त प्रह्लाद की तरह प्रशान्तात्मा तथा भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। उस भूपति की छः हजार रूपवती कमल लोचना पत्नियाँ थी, परन्तु वे सभी बन्ध्या हो गयी थी। यही कारण था कि, 'किस पुण्य से इस संसार में मुझे उत्तम पुत्र प्राप्त होगा' - इस प्रकार की चिन्तित दशा में नृप विमल के अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार मुनिसत्तम याज्ञवल्क्य उनके समीप उपनीत हुए; राजा विमल ने उनको प्रणाम व पूजा निवेदन किया तत्पश्चात् सर्वज्ञ, सर्ववित् महामुनि याज्ञवल्क्य ने नृप विमल को चिन्तातुर देखते हुए प्रश्न किया - ''हे राजन्! तुम कृश क्यों हो गये हो? तुम्हारे मन में ऐसी कौनसी चिन्ता है? सम्प्रति तुम्हारे सप्त राज्यांग में तो चहुँओर कुशल मंगल है।'' विमल ने कहा -''हे ब्रह्मन्! आपको तो तपोबल के प्रभाव से दिव्य दर्शन उपलब्ध होते है अतएव आप से तो कुछ भी गोपनीय नहीं है। तथापि मैं आपके कथन का सम्मान रखते हुए बता रहा हूँ कि मैं विभिन्न दुःखोंसे दुःखित हूँ। मैं ऐसी कौनसी तपस्या अथवा दान करूँ कि जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो वह कहिए। यह सुनकर महामुनि याज्ञवल्क्य दीर्घकाल पर्यन्त ध्यान मग्न हो अनागत का चिन्तन करने लगे। तत्पश्चात् राजा से कहा -''हे राजेन्द्र इस जन्म में तुम पुत्र प्राप्ति से वंचित रहोगे। तुम्हारी अनेक कन्याएं होंगी।'' ऐसा सुनकर राजा विमल ने कहा, ''हे मुनिसत्तम! सुना है भूतल में पुत्र बिना कोई भी पूर्वज ऋणमुक्त नहीं हो सकते, पुत्र के अभाव में गृह में सर्वदा ही दुःख, तथा इहलोक वा परलोक किसी भी काल में सुख की प्राप्ति नहीं होती।'' याज्ञवल्क्य ने कहा -''दुःख मत करो, बहु कुटुम्ब परिवृत होकर श्रीकृष्ण अवतीर्ण होंगे, तुम अपनी उन समस्त कन्याओं को उन्हें अर्पण कर देना। इससे तुम देव, ऋषि और पितृऋण से मुक्त होकर परम मुक्ति को प्राप्त करोगे।'' राजा मुनि के वाक्यों को श्रवण कर अतीव हर्षित हुए एवं पुनः संदिग्ध स्थिति में मुनि से प्रश्न किया - ''किस कुल में, किस देश में एवं कितने दिन पश्चात् कृष्ण स्वयं अवतीर्ण होंगे? उनका रूप व वर्ण कैसा होगा?'' याज्ञवल्क्य ने कहा, ''हे राजन्, इस द्वापर युग के अवसान काल में तुम्हारे राजत्व के १५० वर्ष अवशिष्ट रहते-रहते, उसी वर्ष मथुरा के यदुपुर में रोहिणी नक्षत्र युक्त बुधवार को भाद्रमास की कृष्णाष्टमी की अर्द्धरात्रि में हर्षणयोग बवकरण में शुद्ध चन्द्र के वृषलग्न में वसुदेव मन्दिर में अन्धकारावृत काल में श्रीवत्सांक घनश्याम वनमाली पीतवसन पद्मनेत्र चतुर्भुज साक्षात् हरि अरणी से यज्ञाग्नि की तरह देवकी के भीतर से आविर्भूत होंगे। उन्हें तुम अपनी कन्या अर्पण करना। तुम भी उस समय जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है।''

महामुनि याज्ञवल्क्य यह कहकर चले गये। यह सब सुनकर राजा का मन आनन्दित हो खुशी से तृप्त हो गया। अतः जो समस्त अयोध्या-पुरवासिनियाँ श्रीराम से पूर्व में वर प्राप्त की थीं, उन सभी ने विमल की पत्नि के यहाँ सुन्दर कन्यारूप में जन्मग्रहण किया। कुछ समय पश्चात् वे विवाह योग्य हुई। यह देखकर राजा पुनः चिन्तित रहने लगे एवं तब मुनिसत्तम याज्ञवल्क्य के कथन का स्मरण करते हुए दूत से कहा -''तुम मथुरा में जाओ, शुभ वसुदेव भवन में जाकर उनके तनय को देखकर आओ। वसुदेव-पुत्र यदि सुन्दर श्री वत्सांक, घनश्याम, वनमाली चतुर्भुज होंगे तभी मैं उनको अपनी सुंदर कन्याओं को अर्पण करूँगा।'' तदन्तर उस दूत ने मथुरा गमन किया एवं मथुरावासियों से अपना अभिप्राय बताया। अकेले जैसे फुसफुसाहट की तरह बात होती है, दूत की बात सुनकर कंस से भयभीत सुबुद्धि मथुरावासियों ने उसी प्रकार एकांत में उस दूत से कहा, ''वसुदेव के कई पुत्र कंस द्वारा वध किए गये हैं। एकमात्र कनिष्टा कन्या बची हुई थी, वह भी आकाश में विलीन हो गयी। पुत्रहीन वसुदेव दैन्य अवस्था में यहाँ निवास कर रहे है। यह बात तुम किसी से मत कहना। यह मथुरापुरी कंस के भय से भयाक्रांत रहती है। इस मथुरा में वसुदेव के संतान संबंधी किसी वार्ता को सुनते ही कंस उसे तत्काल दंडित करता है। यह सब भयंकर वार्ता सुनकर दूत ने चंपकपुर प्रत्यागमन कर राजा के समीप जाकर इस अद्‌भुत घटना का वर्णन किया, ''मथुरा में वसुदेव है, परन्तु वे पुत्रहीन एवं अतिदीन हैं। मैंने वहाँ पर यह भी सुना कि पूर्व में उनके कई संतान हुए परन्तु वे सभी कंस के हाथों मारे गए। बची हुई एक मात्र कन्या ने भी आकाशमार्ग में गमन किया है। यह सब सुनकर धीरे-धीरे

मथुरा से बाहर निकल कर रम्य वृंदावन यमुना-तट पर पहुँचने पर मैंने हठात् लताकुंज में गोपगणों के मध्य एक शिशु का दर्शन किया है। हे राजन! वह बालक आपके द्वारा वर्णित समस्त लक्षणों से संपन्न है - श्रीवस्तांक, घनश्याम, वनमाली एवं अतिसुन्दर है। आपने कहा है कि वसुदेवपुत्र श्रीहरि हैं एवं वे चतुर्भुज है। किन्तु वह सुन्दर गोपबालक द्विभुज है जो आपके लक्षणों के अनुरूप नहीं है। हे नृप, अब क्या करूँ, आप आदेश दीजिए; मुनि वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। जहाँ-जहाँ आपकी इच्छा है, अभी वहाँ-वहाँ मुझे भेजिए।'' दूत वाक्य सुनकर राजा चिंतित एवं विस्मित हो गये। उसी समय सिन्धु देश को जीतने हेतु भीष्म हस्तिनापुर से आकर उपस्थित हुए। नृपति विमल ने उनसे कहा -''मुनिसत्तम याज्ञवल्क्य ने कहा है कि स्वयं श्रीहरि मथुरा में वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से जन्म-ग्रहण करेंगे। अभी तक वहाँ पर श्रीहरि ने जन्म-ग्रहण नहीं किया है, अतएव ऋषिवाक्य मिथ्या नहीं होगा। किन्तु अभी मैं किसे अपनी कन्यायों को अर्पित करूँगा? आप तो साक्षात् महाभागवत है, भूत, भविष्य के ज्ञाता है बाल्यकाल से ही जितेन्द्रिय, वीर वसुसत्तम, अतएव हे महाबुद्ध इस विषय में मेरा क्या कर्तव्य है मार्गदर्शन कीजिए।'' तब गंगापुत्र धर्मतत्त्वज्ञ विष्णुभक्त भीष्म ने राजा विमल से कहा -''हे राजन् कृष्णद्वैपायन व्यासदेव से मैंने जो गोपनीय बातें सुनी है वह आप श्रवण करें। देवगणों की रक्षा एवं दैत्यगणों के संहार हेतु परिपूर्णतम हरि ने जन्म-ग्रहण किया है। कंसभीत वसुदेव ने उस पुत्र को अर्द्धरात्रि में जल्दी-जल्दी गोकुल जाकर यशोदा की शय्या पर रखकर, नंद-यशोदा की माया-कन्या लेकर अपने पुर में आ गये है। कृष्ण गोपन रूप में गोकुल में वर्द्धित हुएं हैं, कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता है। वही कृष्ण आज वृंदावन में गुप्त गोपाल वेशधारी, जो एकादश वर्षों तक वृंदावन में रहेंगे एवं दैत्य कंस का वध करने के उपरांत प्रकट होंगे। भगवान श्रीराम के वरदान से जिन अयोध्या की नारियों ने तुम्हारे यहाँ कन्या रूप में जन्म-ग्रहण किया है, उन सबों को तुम गुप्त गोपाल देवादिदेव श्रीकृष्ण को नि:शंक प्रदान करो। यह शरीर काल के अधीन है, इसीलिए इस कार्य में विलंब उचित नहीं है।'' तत्पश्चात् भीष्म यह कहकर हस्तिनापुर प्रस्थान करने पर, नृपति विमल ने तब श्रीकृष्ण हेतु अपना दूत भेजा।

तदन्तर दूत ने पुन: मथुरा आकर वृंदावन विचरण करते-करते यमुना-तट पर श्रीकृष्ण का दर्शन किया एवं उनको प्रणाम कर एवं उनकी प्रदक्षिणा कर द्विकरजोर से स्तुति की। तत्पश्चात् नृपति विमल द्वारा कथित संदेश उन्हें सुनाने लगा। दूत ने कहा, ''आप पूर्णब्रह्म परमपिता है, व्रजवासियों का कितना परम सौभाग्य है तथा आप के पिता नंद का कुल भी धन्य है; जिसने श्रीराधिका के सुन्दर कंठरत्न स्वरूप एवं कस्तूरी सुगंध की तरह प्रसिद्ध, वह परमदेव हरि आज जिस जगह पूर्ण प्रकट है वह व्रजपुर और वृंदावन भी धन्य है। आप ही क्षेत्रज्ञ आत्मा, सकल कर्मों के साक्षी है, इसीलिए सबों के मनोभाव संपूर्ण रूप से जानते है तथापि नृप कथित धर्मसम्मत गुप्त वाक्य को गोपनीय रूप से प्रकट करता हूँ। सिन्धु देश में इन्द्रसदृश चम्पकापुरी के पालक नृपति विमल ने आप के चरण-कमलों पर निज चित्तवृत्ति को समर्पित किया है। वे आपके हेतु शत यज्ञ, सर्वदा दान, तपस्या, ब्राह्मणगणों की सेवा, तीर्थ और जप अति यत्न पूर्वक करते रहते है; उन्हें आप दर्शन दे। पद्मपत्रवत् दीर्घनेत्रा उनकी कन्याएँ आपको पूर्णरूपेण पतिरूप में प्राप्त करने हेतु सर्वदा नियमव्रत अवलम्बन द्वारा आपके चरण-कमलों की सेवा-अभ्यर्थना करती रहती है। हे व्रजदेव आप उत्तम दर्शन देकर उनका पाणिग्रहण करें। यह विचार कर आप अतिशीघ्र सिन्धुदेश जाकर उस स्थान को पवित्र करें।'' दूत का संदेश सुनकर भगवान हरि प्रसन्न होकर तत्क्षण दूत के साथ चम्पकापुरी में आ पहुँचे। उस समय राजा विमल के यज्ञ की वेदध्वनि से वह स्थान मुखरित था। श्रीकृष्ण दूत के साथ अकस्मात् शून्य से वहाँ अवतरित हुए। यज्ञशाला में आए हुए श्रीवत्सांक घनश्याम सुन्दर श्रीकृष्ण को देखकर प्रेमविह्वल विमल तत्क्षण रोमांचित कलेवर में उठकर कृतांजली पूर्वक उनके चरण-कमलों में नतमस्तक हो गये। तत्पश्चात् राजा ने उनको रत्न-विभूषित स्वर्ण पादस्तंभयुक्त दिव्य आसन पर बिठाकर, यथाविधि पूजा एवं स्तुति कर, उनके सम्मुख उपविष्ठ किया। श्रीपति श्रीकृष्ण ने नजरों से बचती हुई झरोखों से झाँकती हुई सुन्दरियों के दर्शन कर नृपति विमल से गंभीर वाक्य में कहा - ''हे महानुभाव! याज्ञवल्क्य के वचन से तुम ने मेरा दर्शन प्राप्त किया है, तुम अपना मनोवांछित वर माँगों।'' विमल ने कहा, ''हे देव! मेरा मन सर्वदा आपके चरण-सरोज पर भ्रमर रूप में वास करे। इसके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य कामना नहीं है।'' ऐसा कहकर राजा विमल ने विशाल कोषागारस्थित समस्त धन, हस्ती,

अश्व एवं रथों के साथ आत्म-निवेदन किया। तत्पश्चात् भक्त वत्सल विमल यथा-विधि श्रीकृष्ण को समस्त कन्याओं को अर्पण कर, उन्हें नमस्कार किया। तब समस्त प्रजा जय-जयकार कर उठी एवं आकाश से देवगणों ने पुष्पवृष्टि की। उसी समय नृपति विमल ने कृष्ण सारूप्य को प्राप्त किया, उनके अंगों से अपूर्व कान्ति बिखर रही थी। उन्होंने शतभानू-सदृश प्रभावान् होकर दिशाओं को आलोकित करते हुए, गरुड़ध्वज को प्रणाम कर गरुड़ पर आरोहण कर निज भार्या सहित सर्व समक्ष वैकुण्ठ को गमन किया।

तत्पश्चात् स्वयं भगवान राजा को कैवल्य मुक्ति प्रदान कर उनकी कन्याओं के साथ व्रजमंडल में आकर उपस्थित हुए। वे समस्त मनोहारी कृष्णप्रियागण वहाँ दिव्य मंदिरयुक्त रमणीय काम्यवन में अवस्थित हुई। उन सभी प्रधान कांताओं की जितनी संख्या थी, व्रजराज हरि उतने रूप धारण कर उनके साथ एकरस होकर तब रास में विराजमान हुए। उस रास में विमल की कन्याओं के दृगों से जो आनंदवारि कण क्षरित हुए, उनसे सकल तीर्थों में उत्तम 'विमल कुंड' की सृष्टि हुई। ('गर्गसंहिता' *से संग्रहीत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(११)

शिवरात्रि - सोमवार दिनांक २३.२.०९

श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य –

सन्यास मनुष्य के अन्त:स्थित मन की एक विशेष अवस्था है। भगवत् संविधान में सम्यक रूप में आत्मसमर्पण ही सन्यास है। वाह्यिक विषय, सम्पत्ति आदि का परित्याग करने से ही सन्यासी नहीं हुआ जा सकता। मन की कामना-वासना आदि का परित्याग होने से ही या जागतिक विषयों के प्रति प्रत्याहार भाव अन्तर में जागृत होने पर ही अन्तर में भगवान की पूजा होती है। ईश्वर का अस्तित्व सर्वव्यापी होने पर भी साधारण बुद्धि से वह समझा नहीं जा सकता। सद्गुरु के मध्य भगवान की महाशक्ति का प्रकाश घटित होता है। सद्गुरु ही भगवान, उनकी पूजा ही परमेश्वर की पूजा, श्रीभगवान की पूजा है। अतिसाधारण में अतिअसाधाराण है सद्गुरु के स्वभाव का प्रकाश। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया –''गुरुसेवा का प्रकृत अर्थ क्या है?''

श्रीश्रीमाँ –''गुरुसेवा का प्रकृत अर्थ है उनके निर्देशानुयायी कर्म करना, सत्संग करना।''

भक्त – ''श्रीश्रीमाँ आश्रम में नहीं हैं, अत: आश्रम जाकर क्या होगा? श्रीमाँ की अनुपस्थिति में वहाँ क्रिया साधना करने से क्या फायदा? क्या यह सोचना सही है?''

श्रीश्रीमाँ –''सर्वथा गलत्। तुमलोगों का ऐसा सोचना तुम्हारी भ्रान्ति एवं भूल है। मेरा अस्तित्व आश्रम में सदैव वर्तमान ही रहता है। तुमलोग स्वार्थवादी हो, इसीलिए जब मैं आश्रम में नहीं रहती, तुमलोग नहीं आते हो। इसका कारण यही है कि तुमलोग अपने स्वार्थ की चर्चा किससे करोगे? सद्गुरु अन्तर्यामी होते हैं - मन से हृदय से उन्हें उनके आसन पर आकर प्रार्थना करने से ही वे सुन सकते हैं, यह विश्वास तुम्हारे भीतर नहीं है। इसीलिए मेरे ना रहने से आश्रम खाली रहता है। तुमलोगों की सब सेवा ही वृथा है। देखो, मैं हूँ भगवत्शक्ति का 'कण' सम्वित्रूपी अग्नि का स्फुलिंग। इस आश्रम के कण-कण में वह शक्ति-चैतन्य परिव्याप्त है। यहाँ अगर यह विश्वास रखकर आओगे तो समभाव में आलोक एवं उत्ताप निश्चय ही पाओगे।

क्रिया साधना करते-करते साधक के आँखों की दृष्टि स्वच्छ हो जाने से तीर्थस्थानों में चैतन्यशक्ति का जो प्रकाश है वह निजबोध द्वारा प्रत्यक्ष रूप में उपलब्धित किया जा सकता है। स्थूल जगत् में ज्योति का स्फुरित रूप है अग्निमय। इसीलिए चैतन्य-शक्ति का प्रकाश अग्नि के स्फुलिंग के समान क्षणार्द्ध में दर्शित होता है साधक को। (*श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

***संशोधनी** – पिछले अंक के 'उन्मेष' -१० में 'ब्रह्मनिर्माण' शब्द के बदले में 'ब्रह्मनिर्वाण' शब्द होगा। भूल मुद्रित होने के कारण हमें खेद है।*

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे–– (२८)

नादध्वनि अथवा बीजात्मक नादशब्द कहकर जो जाना जाता है, उसकी उत्पत्ति असीम के मध्य होती है। असीम से ही नाद या अनाहत नाद सीमा के मध्य व्याप्त होते हैं। साधन कालीन अवस्था में समस्त ध्वनियों या शब्दों की आवाजें जो अन्तर में श्रुतिगोचर होती हैं वे प्रथमावस्था में मातृकावर्णात्मक अक्षर सदृश होती है। प्राणकर्मों की साधना द्वारा जब देहाभ्यंतरस्थ वायु समरस्यता लाभ करती है तब बावन (५२) मातृकावर्ण पंचतत्त्व को साथ लेकर ही स्पन्दित होते हैं। उसी स्पन्दन के फलस्वरूप वर्णात्मक अक्षर रूप शब्दवर्णादि (स्वरवर्ण और व्यंजनवर्ण) ओंकार युक्त होकर चिदाकाश के हृदय पर अनुरणित होते रहते है। इससे भिन्न पंच तत्त्व की अनाहत नादध्वनि विभिन्न वाद्यादि यंत्रों के शब्दों की तरह साधक को श्रुतिगोचर होती है। जब तक मातृकावर्ण का झंकार विन्यास सुनाई देता है, तब तक साधक को परावस्था या मानसिक उत्कर्षता की उपलब्धि होती है समझना होगा; परवर्तीकाल में उन्नत अवस्था में समस्त अनाहत ध्वनि ओंकार में रूपान्तरित होकर अन्तर में प्रकटित होती है, मैंने यह उपलब्धि की है; अर्थात् टिं-टिं नहीं, ढं-ढं नहीं, ऋं-ऋं नहीं, झूम-झूम नहीं केवल ओंकार की ऐक्यतान ही श्रुतिगोचर होती है। साधक-हृदय में एकबार ओंकार प्रकटित होने पर नाद अनुसंधान करने वाला साधक लययोग में स्वाभाविक भाव से उपनीत हो जाता है। अंत:स्थित चेतना के स्तरों को क्रमानुयायी भेद कर साधक क्रमश: एक-एक आकाशरूपी शून्य को भेद करने में सक्षम होता है। विशुद्ध चक्र में पहुँचने पर साधक-हृदय में एक प्रकार की 'उन्मनी' अवस्था आती है; तब व्योमतत्त्व के मध्य मनचेतना प्रविष्ट होने पर आज्ञापद्म के ऊपरिस्थित नादबिन्दु पर साधक-योगी की चेतना युक्त होती है। इसी नादबिन्दु के मध्य ही महानाद का आभास मिलता है एवं नाभिमूल से उत्थित होता हुआ नाद, महानाद भूमि में ऊपर नादबिन्दु में लय प्राप्त होता है। यही योगी की परिपूर्ण शिवावस्था हुई; इस अवस्था में सहस्रार स्थित सहस्रदल कमल के सहस्र प्रकारेण स्पन्दन की चेतना तो योगी को अनुभूत होती ही है, उसके अतिरिक्त पूर्णचन्द्र की सोलह कलाओं के एक-एक अंश के सहस्र प्रकार की चेतना के स्पन्दन को भी योगी साधक ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। अर्थात् सोलह हजार स्पन्दन। सहस्रार के मध्य शतदलपद्म या गुरुचक्र पर एकशत स्पन्दन है। गुरुचक्र के स्पन्दन एवं चंद्रमा के सोलह कलाओं के स्पन्दन मिलकर सोलह सौ प्रधान चेतनाओं की भी योगी पूर्व निर्देशित विधि द्वारा उपलब्धि करने में सक्षम होते हैं। उसी को कहा जाता है सोलह हजार गोपियाँ या सोलह सौ गोपियाँ (वैष्णवमतानुसार); सहस्रारस्थित चन्द्रकला के सोलह हजार स्पन्दन मातृकावर्णात्मक ध्वनि नहीं है, वह, एक प्रकार से परानाद या 'मधुर' है। इसकी किसी पार्थिव शब्द के साथ तुलना नहीं की जा सकती। संगीत में सुर सप्तक के मध्य जिसे हम श्रुति-स्वर कहते हैं अथवा अर्द्धमात्रिक स्वर या कोमल सुर, वे सदा ही कूटस्थ रूपी व्योम में अनुरणित होते है। सहस्रार और उसके उपरिभाग में कोटिचन्द्र, कोटिसूर्य का प्रभादीप्त चैतन्य चक्र (दशदल) में अपूर्व स्पन्दन उपलब्धित होता है, जो स्पन्दन सत्ता की चेतना को अनन्त में अनन्तकोष स्थित संवित में ले जाने में सहायता प्रदान करता है। वह सिर्फ मधुरं नहीं; वह 'अनन्त-मधुर' या नि:शब्दाकार परपरानादमय स्पन्दन है। *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

मेरी माँ

ईश्वर ने जब माँ की सृष्टि की
तब सबसे अच्छी माँ हमें दी।
मेरी माँ का नाम सर्वाणी
बच्चों के लिये है वीणापाणि;
प्राणों में बसी है राधाराणी
दुष्टों के लिये दुर्गाराणी।।

सबकी चिन्ता करती माँ
सबके दु:ख-सुख सुनती माँ;
व्यर्थ की बातें न करती माँ
अपनी धुन में रहती माँ,
अपनी बात की पक्की माँ
बड़ी अनमोल है मेरी माँ।।

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती उर्मिला सुराना

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (१७) : किसी एक रविवार के प्रातःकाल में हम सभी बाबा के समीप बैठे थे, हठात् बाबा ने कहा,''देखो, मैं अभिनय करूँगा और तुमलोग भी मेरे संकेतानुरूप कार्य करना। कुछ देर बाद ही देखना, कोलकाता से तीन लड़के मेरे पास आऐंगे।'' सचमुच वैसा ही हुआ। लगभग पंद्रह मिनट के पश्चात् तीन लड़के बाहर के प्रवेश द्वार से होते हुए भीतर प्रवेश कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जो थोड़ा साँवला था, उसने काला पैंट पहन रखा था एवं उसका चेहरा लंबा था। श्रीश्रीबाबा ने इन तीन लड़कों के संबंध में पहले ही बताया था। बाबा ने उन्हें देखकर कहा, ''तुमलोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो तथा तुमसबों को क्या चाहिए?'' लंबा लड़का थोड़ा सकपकाते हुआ बोला, ''यह क्या लाहिड़ी बाबा का आवास है? हमलोग उनके दर्शन हेतु आये हैं।'' श्रीश्रीबाबा ने कहा, ''नहीं तुमलोग गलत जगह में आये हो, यह लाहिड़ी बाबा का घर नहीं है।'' तब उन सबों ने बताया कि रास्ते में मोड़ पर खड़े लड़कों ने इसी गृह को दिखाया है। बाबा ने तब कहा, ''नहीं, उनलोगों ने तुम सबों को सही दिशानिर्देश नहीं किया। इसके अलावा और सुनो, मैं यहाँ पर इन लड़कों के साथ व्यापार करता हूँ। हमलोगों का चरस, गाँजा का व्यापार है। भारत में विभिन्न स्थानों पर ये लड़के इसकी आपूर्त्ति करते हैं, तुमलोग चले जाओ।'' यह सब सुनकर वे लोग धीरे-धीरे वहाँ से प्रस्थान कर गये।

तत्पश्चात् हम सब हँस पड़े। श्रीश्रीबाबा से इस अज्ञात अभिनय का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, ''वे तीनों लड़के बिल्कुल ही अच्छे लोग नहीं थे। तुम सब जिसे 'असामाजिक तत्त्व' कहते हो, ये उसी दल के थे। इन सबों को जानकारी मिली थी कि मैं एक कुशल ज्योतिषी हूँ। वे लोग अपने धंधे के विषय में बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ आये थे। वे समझते थे कि मैं गणना द्वारा उनकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ।'' यह कहकर श्रीश्रीबाबा पुनः भावस्थ होकर बैठे रहे।

सिद्ध महात्मागण ऐसे ही होते हैं। उनके पास कौन किस उद्देश्य से आया है, यह वे पूर्व से ही ज्ञात कर लेते हैं।

प्रसंग (१८) : हमारे गुरुभ्राता बापी दा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। इसलिए उन्हें मोटर साइकिल से दूर-दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन मोटर-साइकिल से जाते समय वह दासनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गये। तथा उसके एक पैर की अस्थि भंग हो गयी। इसीलिए उस पाँव का पलस्तर करवाकर उसे कई सप्ताह तक विश्राम करना पड़ा। परन्तु पैर की अस्थि को चिकित्सक सटीक ढंग स्वस्थान नहीं कर पाये, परिणामतः बापी दा के पैर में काफी असुविधा हो रही थी।

इसी बीच एक दिन बापी दा का हाल-चाल जानने हेतु उनके पास जाने पर उन्होंने कहा, ''जानते हो प्रदीप, दादा (श्रीश्रीबाबा को बापी दा 'दादा' कहकर बुलाते थे) कल रात्रि में आकर (श्रीश्रीबाबा उस समय अपने इस स्थूल तन का त्याग कर चुके थे) मेरे पैर के पास बैठकर, अपने हाथ से पकड़कर मेरे पैर को घुमा-फिरा कर इसकी अस्थि को स्वस्थान स्थापित कर गये! उस समय से पैर की यंत्रणा की समस्या समाप्त हो गयी।

प्रसंग (१९) : श्रीश्रीबाबा कभी-कभी भावस्थ होकर ऐसी बातें कहते जो सचमुच मनुष्य के मन को भावपूर्ण कर देती। एक दिन अमिताभ दा (अमिताभ चक्रवर्त्ती), घोषाल दा, इत्यादि सब बैठे हुए थे, बाबा उन सबों से कह रहे थे, ''जानते हो दादा, यह मनुष्य शरीर एक पतली भंगुर काँच की दीवाल है, एक ठोकर लगते ही टूट कर चूर-चूर हो जाएगी''- बोलते-बोलते बाबा मानों किसी गभीर भावराज्य में डूब गये। *...क्रमशः*

–श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

आगामी अनुष्ठान सुची

जन्माष्टमी – ५ सितम्बर, शनिवार
अध्यात्मिक सभा – २७ सितम्बर, रविवार
महालया – १२ अक्टूबर, सोमवार
दुर्गा नवरात्रि – १३ अक्टूबर से २२ अक्टूबर २०१५
१८ अक्टूबर (पंचमी):– संध्यानुष्ठान
२० अक्टूबर (सप्तमी):– संध्यानुष्ठान
२१ अक्टूबर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।
२२ अक्टूबर (नवमी):– मध्याह्न में श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद भण्डारा
कोजागरी पूर्णिमा (लक्ष्मीपूजा):– २६ अक्टूबर २०१५, सोमवार

काशीधाम में पंचकोशी

(४)

परिक्रमा के पश्चात् अगले गंतव्य तीर्थस्थल की दूरी बहुत ज्यादा थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के पश्चात् देखा कि

सभी देवी-देवताओं के मन्दिर परस्पर पास-पास में पथ के किनारे अवस्थित हैं। इसीलिए, इन छोटे-छोटे सुन्दर मन्दिरों में दर्शन करने हेतु अतिरिक्त समय व्यय नहीं हुआ यथा – अष्टभुजा माता का मन्दिर, शान्त, सौम्य उत्तरमुखी भक्तप्रवर 'हनुमानजी' का मन्दिर, उनके पास में ही स्थापित वैकुण्ठपति भगवान 'श्रीकृष्ण और राधारानी' का युगल मूर्ति सह मन्दिर। एक मील की दूरी पर ही परवर्ती तीर्थस्थल था, उग्र एवं रुद्र रूपधारी संकटमोचनकारी दक्षिणमुखी 'हनुमानजी' का प्राचीन जाग्रत मन्दिर। यह सर्व विदित हैं कि इस जाग्रत मन्दिर में प्रत्येक मंगलवार इस क्षेत्र के समस्त भक्तों का आगमन होता है एवं माँगलिक कार्य को केन्द्र कर पूजा करने के लिए आए भक्तों का समावेश एक छोटे मेले का रूप ले लेता है। इधर अस्ताचलगामी सूर्यदेव विदाई ले रहे थे उधर हम लोगों की गति बढ़ती जा रही थी। हमारी पंचक्रोशी परिक्रमा उस समय तक १० कि.मी. तक पूरी हो गई थी। अब हम लोगों का अगला लक्ष्य था 'पंचपांडव' का मन्दिर जिसे स्थानीय वासीगण चलती भाषा में 'पाँचो पाण्डव' मन्दिर कहकर भी बुलाते है। द्वापर युग में निर्मित अति प्राचीनकाल के वे मन्दिर दर्शन मात्र से ही अपनी पुरातनता का भाव दर्शाते है। उनके भग्नावशेष अभी भी अपनी सत्यता का प्रमाण देते है। मन्दिर में प्रवेश करते ही बाँयी ओर 'राजा परीक्षित' का मन्दिर, उसके संलग्न कौरव एवं पांडवों के धर्मयुद्ध में मूल योद्धा अर्जुन के रथ के सारथी विष्णुरूपी भगवान 'श्रीकृष्ण' का मन्दिर तथा पास में ही पाण्डु पत्नि 'कुंती' का मन्दिर था। हम लोगों के मन्दिर में प्रवेश करने के पश्चात् पुजारी महाशय से विनती करने पर उन्होंने गर्भगृह में पंचपांडव द्वारा प्रतिष्ठित पाँच शिवलिंगों के दर्शन करवाए। दर्शन करते समय हमने यह लक्ष्य किया कि अति प्राचीन काल में निर्मित प्रत्येक शिवलिंग क्षयता प्राप्त कर रहे थे। हम लोग प्रत्येक मन्दिर के दर्शन कर गाड़ी में आ गये। पंच पांडवों की उपस्थिति उस शैवतीर्थ और मोक्षभूमि काशीधाम के महत्व को और भी ज्यादा वर्द्धित कर देती है।

इसके पश्चात् ही हम लोग अपनी तीर्थ यात्रा के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हुए जो था 'महालक्ष्मी' का मन्दिर। अभीतक हम इन मन्दिरों में पुरातन शैली का प्रभाव देखते हुए आरहे थे लेकिन 'महालक्ष्मी' के इस मन्दिर से आधुनिक या नवीन शैली की छाप परिलक्षित हो रही थी, क्योंकि यह मन्दिर हमारे देश के जाने-माने उद्योगपति बिड़ला परिवार द्वारा निर्मित था एवं मन्दिर की रचना तथा उसमें उपयोग की गई कार्य शैली आधुनिक समय के तालमेल से की गई थी। देवालय तो सभी को आकृष्ट कर ही रहा था लेकिन उसमें प्रतिष्ठित 'महालक्ष्मी माता' की मूर्ति अपने अनुपम भव्यता के कारण बरबस ही भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उस देवी मूर्ति के दर्शन कर भक्तों के नयन मानों तृप्तता का अनुभव कर रहे थे। जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन समय सीमा में आबद्ध होने के कारण हम लोग अपने अगले और अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ चले, वह था – 'सोमेश्वर महादेव' का मन्दिर सोना तालाब अंचल की ओर। छोटे प्राचीन मन्दिर के भीतर प्रतिष्ठित अद्‌भूत शिवलिंग, दीर्घकाल से वे वहाँ सोमेश्वर महादेव के नाम से ही परिचित है। उस मन्दिर के नजदीक ही है एक विशाल पोखर जो 'सोना तालाब' नाम से विख्यात है। तालाब के घाट की भग्नावस्था देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, यह प्राचीन काल के राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित था।

दिवा-रात्रि के संधिक्षण में ईश्वरोपासना के उद्देश्य से संध्यावंदना हेतु घर-घर में शंख बज उठे। अस्ताचलगामी सूर्य की आलोकछटा भी म्लान हो रही थी। अतएव हम लोगों ने देरी न करते हुए यात्रा प्रारंभ की वाराणसी के एक महातीर्थ मणिकर्णिका घाट के उद्देश्य से। वहाँ पहुँचकर माँ

गंगा को स्पर्श कर पीठदेवी तथा भैरव दर्शन कर पंचक्रोशी परिक्रमा के अन्तिम देवी–देवता 'श्रीविश्वनाथजी' और 'माँ अन्नपूर्णा' के श्रीचरणों में शीश नवाने हेतु प्रस्थान किया। कुछ क्षणों के मध्य ही गाड़ी चालक ने हमें अपने गंतव्यस्थल पर पहुँचा दिया। हम सभी गाड़ी से उतरकर गंगा घाट की ओर बढ़ चले। एक ओर महाश्मशान की ज्वलंत चिता की अग्नि शिखा आँखों में चुभ रही थी तो दूसरी ओर से मन्दिर के आरती के घण्टे के स्वर की प्रतिध्वनि कानों में गूँज रही थी आहिस्ता–आहिस्ता हम लोग सीढ़ियों द्वारा उतर आये स्नान करने वाले घाट पर। गंगा के उद्भव गोमुख से निर्गत हुई जलधारा राजा भगीरथ के आह्वान करने पर ही त्रिमार्ग वाहिनी सुरधुनी गंगा ने 'भगीरथी' नाम धारण कर स्वर्गराज्य हिमालय से आविर्भूत हो पृथ्वी पर अवतरण किया। उसकी ही पवित्र जलधारा ने प्रयाग के त्रिवेणी महासंगम से पुण्यसलिला रूप में प्रवाहित होते हुए काशीधाम को स्पर्श कर उसे पुण्यक्षेत्र में परिणत कर दिया। 'सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमा गति:'। हम सभी ने गंगा जल हाथ में लेकर आचमन किया एवं शरीर तथा मस्तक में लगाते हुए घाट से उठे वहाँ के मन्दिर दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ जी के मन्दिर की ओर अग्रसर हुए। वाराणसी की पतली–सँकरी एक–दूसरे के मध्य से निकलती हुई गलियों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल था और फिर गलियों के मुँह पर पहरेदार के रूप में खड़े 'शिवजी के वाहन बैल' की उपस्थिति से थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कुछ कुछ भयावह बैलों को देखकर पथिकों के पथ भूल जाने की ही संभावना अधिक थी। हमारे पहरेदार पुलिस सादी पोशाक परिहित अंगदजी सामने से पथ दिखाते हुए हमें मन्दिर ले गये। वहाँ समीप में ही एक दूकान से हम सभी मिट्टी के भाँड़ में पंचामृत, बेलपत्ता और आकन्द फूल लेकर पूजा करने वालों की लाईन में खड़े हो गये। उस समय मन्दिर के मध्य श्रीविश्वनाथजी का श्रृंगार हो रहा था तथा उन्हें फूल माला पहनाई जा रही थी तत्पश्चात् ही भक्तों के आनन्द और भक्तिमय परिवेश के बीच संध्या–आरती शुरु हो गयी। आरती के बाद ही दर्शन और पूजा करने का क्रम शुरु होता है, यह सिलसिला रात के ग्यारह बजे तक चलता रहता है। इसके पश्चात् मन्दिर के पटबंद हो जाते है तथा प्रात: मंगल आरती से पहले खुल जाते है।

निरंतर एक स्थान पर खड़े रहने का अभ्यास सभी मनुष्यों को नहीं होता। खाली चित्त चंचल हो जाता है। जो मनुष्य की अस्थिरता को और अधिक बढ़ा देता है हमारे संग के तीर्थ यात्री और गुरुभाई प्रशान्तदा, अस्थिर होकर लाईन से बाहर चले गये, हाथ में रखे पंचामृत पात्र तथा गले में झूल रहे मोबाईल फोन के साथ इधर–उधर घूमने लगे। मेरी और पुष्कर के साधुबाबा दोनों की दृष्टि उन पर पड़ी। समीप में ही खड़े टाट बाबा ने मुझसे कहा, ''उसे कहो बन्दर लोग बैठ कर ऊपर से सब कुछ देख रहे है वे सब कुछ छिन कर ले जायेंगे, इसकी मस्ती मन्दिर में नहीं चलेगी।'' कुछ देर पहले मैं भी यही सोच रहा था कि बंदरो के आगे प्रशान्तदा की एक न चलेगी। श्रृंगार के पश्चात् मन्दिर में आरती शुरु हो गई थी। जयध्वनि और घण्टे की ध्वनि के माध्यम से आरती पर्व बड़े ही सुचारु रूप से संपन्न हुआ। इसी समय मैंने प्रशान्तदा के मस्तक के ऊपर वृक्ष पर बैठे लाल मुँह वाले बंदर की ओर दिखा कर उन्हें सावधान किया। यह दृश्य देखते ही तो भयाक्रांत प्रशान्तदा तत्क्षण लाईन में आकर खड़े हो गये। आरती के बाद पूजा शुरु हुई, हम लोगों ने एक–एक करके पूजा की और मन्दिर परिदर्शन कर 'माँ अन्नपूर्णा' के मन्दिर में पँहुचे। वहाँ मातृदर्शन एवं आरती कर प्रसाद लेकर हम लोग गाड़ी में आ बैठे इस प्रकार हम लोग अपनी सुखद एवं आनंदमयी परिक्रमा समाप्त कर अपने गंतव्यस्थल काशीधाम आश्रम में आ पहुँचे।

असीम गुरुकृपा से टाटबाबा की पंचक्रोशी परिक्रमा की इच्छा सुव्यवस्थित ढ़ग से संम्पन्न हो सकी। इस महातीर्थ काशीधाम के तीर्थराज और प्राणपुरूष 'बाबा विश्वनाथजी' के श्री चरण कमल में सश्रद्धा अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ –

ॐ नम: शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे
निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर।।

काशीधाम की अधिष्ठात्री देवी 'माँ अन्नपूर्णा' के श्रीचरणकमलों में प्रणाम करता हूँ।

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे,
ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थं
भिक्षां देहि में पार्वति।।

–स्वामी संवेदानन्दजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रित श्रीमती ज्योति पारेख

–समाप्त–

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्रीविष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे–

(२३)

''अरे मूर्ख, ऐसा भी कभी होता है? माता क्या कभी अपने बच्चे के लिए सोचे बिना रह सकती है? तुम यदि बहरा की तरह ही रहोगे तब कैसे माँ की बात सुन पाओगे? माँ तुम्हारे संग बातें करती हैं या नहीं, क्या यह तुम सुन या समझ पाते हो? उनकी ओर मन एकाग्र करोगे तभी तो सुन पाओगे! ज्यादातर पढ़ाकू बच्चे जैसे जोर से चिल्लाकर पढ़ते हैं पर उनका मन लट्टू घुमाने में पड़ा रहता है, इसीलिए उन्हें अपने गले की आवाज सुनाई नहीं देती, ठीक वैसी ही अवस्था तुम्हारी भी है।'' इतना कहकर रामकृष्णदेव नरेन की ओर दृष्टि डालकर प्रश्न करते हैं –''क्यों नरेन मेरा कहना सत्य है या नहीं? बोलो तो!''

नरेन ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया –''शायद आपकी बात सत्य है और शायद राखाल की बात भी सत्य ही है। राखाल माँ की बात नहीं सुन पाता अथच किस प्रकार से वह यह बता सकता है कि – 'मैं भी आपकी तरह माँ के साथ वार्तालाप करता हूँ और उत्तर देता हूँ?' आप प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्तर–प्रत्युत्तर पाते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं,किन्तु हम कैसे कह सकते हैं?''

रामकृष्णदेव बोले, ''किन्तु लापरवाह लड़के को या उदासीन मनुष्य को देखकर पहचान तो सकते हो? अगर ऐसा है तो मेरी यह बात भला सत्य कैसे न होगी? मनोयोग या मन के संग माँ की बातों का यदि योग रहेगा तभी तो ध्यान–धारणा होगा। माँ के मन को अपने मन से युक्त करने को ही ध्यान–योग कहते हैं ना?''

राखाल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया –''आपके श्रीमुख से जो भी वाणी निकलती है वह तो माँ भवतारिणी के मुँह की ही बात है, यह ज्ञान तो हमें हैं परन्तु बीच–बीच में विस्मृति हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ, केवल विश्वास करने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह विश्वास अटूट रहे यही भिक्षा आपसे माँगते हैं।''

रामकृष्णदेव बोले, ''तुम जो प्रतिदिन मेरे लिए भिक्षा करके दाल–चावल लाते हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें भिक्षा न मिली हो? भिक्षा याचना करने पर क्या कभी कोई मनुष्य भूखा रहता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि भिक्षा के चावल कभी साफ और कभी मैलयुक्त हो; माँ से माँगने पर पाओगे ही अथच जो रुपये–पैसे या रोग–व्याधि उपशम के लिए याचना करता है उसे उत्तम श्रेणी का (छाँटा हुआ चावल) नहीं कहते, उन्हें कामना–वासना कहते हैं एवं जो भक्ति–प्रेम चाहते हैं उसी को ही साफ चावल अथवा बेड़ा पार कराने का पारिश्रमिक कहा जाता है।''

नरेन ने उत्तर दिया – ''उस पार जाने के लिए पारिश्रमिक के लिए कोई भी मनुष्य व्यस्त नहीं होता अलबत्ता ऐसी बातों की अवहेलना ही करता है। कोई कहता है, भगवान का नाम लेकर यदि शीघ्र ही उस पार जाया जा सकता है, तो अभी वह सब ताक पर रखा रहने दो, बुढ़ापे में भगवान का नाम चिन्तन करने से ही चलेगा। अभी इसकी जरूरत नहीं है।'' इस बात पर रामकृष्णदेव ने मसखरी करते हुए ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे समवेत सकल भक्त मंत्रमुग्ध हो गये। उनकी हँसी में ही मानों विवेकानन्द को सुनाई दिया 'पार' अर्थ से 'पारि' (बंगला शब्द) यानि कर सकता हूँ, और 'कड़ि' यानि 'करि' – करता हूँ। नाम और धाम में योग रहने से हमसभी कार्य सुशृंखलाबद्ध रूप से कर सकेंगे। इसे ही कहते हैं – 'पंगुं लंघयते गिरिम्'।

एक नया भक्त उसदिन श्रीरामकृष्णदेव को देखने वहाँ आया। भाटपाड़ा का वह एक श्रेष्ठ पंडित था। पहली बार में ही रामकृष्णदेव के दर्शन पाकर वह मुग्ध हो गया। कुछक्षण निस्तब्ध होकर थोड़ी देर यह सब सुनने के बाद उसका यह मुग्धता का भाव दूरीभूत हुआ। अभी फिर इस मुग्ध हँसी के फुहारे से उनका मन प्राण और भी स्निग्ध हो उठा और इसके साथ ही रामकृष्णदेव से कोई प्रश्न पूछने का उसका साहस संचारित हुआ किन्तु प्रश्न करना नहीं पड़ा – रामकृष्णदेव ने स्वयं ही उससे कहा –''प्रातःकाल हठात् सूर्य का प्रकाश आँखों और चेहरे पर पड़ने से आँखों को मसलते हुए उठना पड़ता है और उसके बाद ही मनुष्य अपने कार्य का सन्धान खोजने निकलता है – देख रहा हूँ आप भी वही

हैं, एक कूट चाल लेकर यहाँ आये थे जैसे श्याम की वंशी से जटिला-कुटिला मुग्ध हो गये। वैसे ही आप क्या कूट-चाल लेकर यहाँ आये थे, अब क्या वह आपको याद है?''

आगन्तुक पंडित ने और भी मुग्ध होकर उत्तर दिया - ''नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गये हैं, आपकी सरल स्निग्ध हँसी के फुहारे से, हालाँकि अभी भी उसकी क्षीण स्मृति अवशेष है।''

रामकृष्णदेव बोले, ''वेद-वेदान्त के पार माँ का वास है - सिर्फ स्मृति पढ़कर माँ की स्मृति नहीं मिलती है। लगता है आप स्मृति व्याख्या के श्रेष्ठ पंडित हैं।''

आगन्तुक व्यक्ति कहने लगा, ''हाँ, लोग यही तो कहते हैं।''

रामकृष्णदेव बोले, ''ये सब बातें छोड़िये, इस जगत् के लोग, मनुष्यों को केवल अहंकार से भर देते हैं - असली खुराक नहीं दे पाते। जो भी हो आपका कोई प्रश्न हो तो जिज्ञासा करिये, नरेन यदि उत्तर न दे पाये तो मैं ही बता दूँगा। पंडितों को ये पंडित लोग ही भक्त बनाने में सक्षम हैं।'' ऐसा कहकर रामकृष्णदेव उठकर खड़े हो गये - ''तुमलोग अपनी बातों से वाक्-वितण्डा करो तब तक मैं माँ क्यों बुला रही हैं, यह सुनकर आ रहा हूँ।''

रामकृष्णदेव के वहाँ से जाते ही स्मृतिधर पंडित ने स्वामी जी से प्रश्न किया -''इनकी गर्भधारिणी जननी भी क्या यहाँ रहती हैं? मैंने तो सुना है कि उनकी अर्द्धांगिनी ही यहाँ वास करती है।''

स्वामीजी ने रामकृष्णदेव के आसन की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा - ''वे यहाँ से कहीं नहीं गये हैं, यहीं बैठे हैं!''

यह सुनकर राखाल भी थोड़ा चौंक गये और कहने लगे -''क्या कह रहे हो नरेन! वे तो माँ का आह्वान पाकर मन्दिर की ओर गये हैं - तुम फिर उन्हें यहाँ कैसे देख पा रहे हो?''

विवेकानन्द ने उत्तर दिया, ''देख रहा हूँ कि तुम ने भी स्मृति पाकर (असल) विस्मृति कर ली है - आसन छोड़कर वे भला कहीं गये है? देखो, वे यहीं तो बैठे हैं!''

स्मृतिधर पंडित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ''ठीक है, आप जब कह रहे हैं कि वे यहीं बैठे हुए हैं और हमलोग उन्हें देख नहीं पा रहे हैं तो आप ही कोई ऐसा चशमा पहना दे कि हम उन्हें देख पाये और हमारे कर्ण भी वशीभूत कर दे ताकि यही बैठे-बैठे उनके गले की आवाज सुन पाये। सिर्फ अभिनय करने से ही नहीं चलेगा, महाशय! भक्तिभाव का मुखौटा पहनकर बातें बनाने से नहीं होगा - मनुष्य सचक्षु देखे बिना, या परीक्षा किये बिना किसी भी चीज को नहीं मानेगा और उसकी ओर नहीं बढ़ेगा।''

स्मृतिधर की बात सुनकर विवेकानन्द लज्जा से लाल हो गये, आँखों से दो-चार बूंद आँसू भी ढलक गये। क्षोभ से दु:ख से स्मृतिधर पंडित की पिटाई करने का ख्याल मन में आते ही रामकृष्णदेव का कंठस्वर सबके कानों में प्रतिध्वनित हो उठा ''ओ रे नरेन! तुम इधर आ जाओ! इनके दोनों कान वध करने के लिए श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चाहिए, माँ के खड्ग से गला कटता है, वंशी नहीं बजती।''

रामकृष्णदेव के गले की सुस्पष्ट आवाज पाकर वहाँ के प्राय: १५-१६ जन भक्त महाजन विमुग्ध हो गये - ठाकुर वहाँ नहीं हैं अथच किसने इस बात का उत्तर दिया!

हठात् इस अदृश्य दैववाणी के समान गुरुदेव की कंठस्वर सुनकर विवेकानन्द क्षणभर स्तब्ध एवं हतप्रभ होकर वहीं बैठ गये।

स्मृतिधर पंडित एवं राखाल की आँखो से आँसुओं की झड़ी लग गई। आँसुओं की धार बहाते हुए वे स्वामीजी के पास आकर बैठ गये, उन्हें प्रणाम करने हेतु नतमस्तक हो गये - ठीक उसीसमय रामकृष्णदेव हाजिर होकर बोले - ''धत् बेवकूफ, कहाँ कौन बातों-बातों में बातें कह जाता है और राधा कहती है 'ऐ सुन सखी! श्याम की वंशी बज रही है!' उठो, माँ की आरती का समय हो गया है, घंटा हिलाने से सिर्फ आवाज ही आती है, फिर भी सभी कहते हैं, घंटा कुछ भी नहीं है। इसी समय मथुरबाबु वहाँ आये और प्रश्न किया - ''रानी माँ ने खबर भिजवायी है की माँ की आरती का समय हो गया है।''

रामकृष्णदेव खुशी से बोल पड़े -''बस, जब वे आयी है तो समझो स्वयं माँ ही इन्हें दर्शन देने आ गई है, मुझे तो यह पक्का समझ में आ गया है। आज आरती के समय भोग की व्यवस्था भी खूब अच्छी ही होगी। राखाल, तुम नरेन को लेकर मन्दिर में आ जाओ, मैं मथुर के साथ माँ की पूजा करने जा रहा हूँ।'' *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

श्रीश्री गोविन्द दास उदासी बाबा का महाप्रयाण

बंग उदासी मठ (मनोहर पुकुर रोड) के प्रतिष्ठाता सुप्रसिद्ध सन्त श्रीश्री पूर्णानंद स्वामी के योग्य शिष्य महंतजी, १०५ वर्षीय श्रीगोविन्द दास उदासीबाबा ने ६ जून की संध्या में अपने पार्थिव कलेवर का परित्याग किया। बाल्यावस्था से ही ये गृहत्यागी थे, एवं अत्यन्त विनयी एवं सरल-हृदय व्यक्ति। श्रीश्रीमाँ के साथ परिचय के कुछ दिनों बाद जब वे एकबार अत्यन्त अस्वस्थ हो गये, तब श्रीश्रीमाँ उन्हें अपने अखण्ड महापीठ आश्रम में ले आयी। लगभग एक महीने तक वह चिकित्साधीन अवस्था में आश्रम में रहे। उसी समय से आश्रम के सभी सदस्यों के साथ उनका सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध हो गया। श्रीश्रीमाँ के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा थी। अपने शिशुसुलभ सरल आचरण से वे श्रीश्रीमाँ के भी स्नेहपात्र रहे। आश्रम के अनेक महोत्सवों पर वे उपस्थित रहते। शतोर्ध्व वर्षीय ये साधुबाबा आश्रम के सभी सदस्य के मध्य 'उदासी दादू' के नाम से परिचित थे; अपने स्नेहाशीष से वे किसीको भी वंचित नहीं रखते। उम्र की अधिकता कभी उनके लिये बाधा नहीं बनी। सर्वदा उनके मुख पर सरल हँसी परिलक्षित होती। हम सभी उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करते हैं।

आश्रम समाचार

१५अपैल – नववर्ष (१४२२) की शुभसंध्या पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन के अभिलाषी अनेक भक्तों का समागम हुआ। सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने एकत्रित भक्तों को शिक्षणीय उपदेश दिए तथा एक छोटा लेकिन सुमधुर भजनों का अनुष्ठान परिवेशित किया। इसी दिन हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या भी प्रकाशित हुई।

२६ अप्रैल – इस दिन सायंकाल में आश्रम मन्दिर में रवीन्द्रसंगीत प्रस्तुत किया श्रीरबीन मुखोपाध्याय और उनके साथी शिल्पियों ने। उनसे ही श्रीश्रीमाँ ने बाल्यकाल में रवीन्द्रसंगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। कार्यक्रम के प्रारम्भ में उन्होंने श्रीश्रीमाँ के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए।

४ मई – बुद्ध पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर श्रीश्रीबाबाजी महाराज के श्रीविग्रह प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण किया गया। संध्या में आश्रम मन्दिर में श्रीश्रीमाँ ने अपनी स्वर लहरी से भक्तों के हृदय को आनन्द से परितृप्त किया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का परिचालन गुरुभ्राता डा: श्रीवरूण दत्त ने किया।

२ जून – श्रीश्रीजगन्नाथ देव की स्नान यात्रा के दिन श्रीश्रीमाँ की आविर्भाव तिथि मनायी गई। श्रीश्रीअन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में अनुष्ठित हुई श्रीश्रीगुरुपूजा। दोपहर में उपस्थित भक्तवृन्दों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में आश्रम मन्दिर में भजनों का मनोहर अनुष्ठान प्रस्तुत किया गुरुभ्राता और भगिनियों ने।

२० मई से ११ जून – इस अवधि में सिद्ध सन्त श्रीश्रीटाटबाबा की उपस्थिति ने आश्रमवासियों को उनकी सेवा का सुअवसर प्रदान किया।

२४ जून – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के पन्द्रहवे पर्व पर 'उपनिषद् प्रसंग' पर अपना तात्विक वक्तव्य प्रस्तुत किया डा: वरूण दत्त ने।

Bhagwan Sri Vishnu

Sree Sree Maa Sharbani

One who emanates from Golak Bihari Purushottam Sri Krishna – the Supreme Lord of Infinite Worlds – who is revered as Shriman Narayana or Sri Hari – He is the Maha-Aishwarya or Vibhuti of Parabrahman-swarupBhagwan ViratPurusha Purushottam. Bhagwan Sri Krishna imparted his Maha-bhava-filled Will to Lord Narayana in order to perpetuate and sustain the leela of creation in the Infinite Universe. Lord Narayana is in effect a dual form of Nitya Krishna. Shriman Narayana is also known asMaha-Vishnu – '*vishesh-brahmanusatta-saguna-brahmansanatan*'. This Vishnu-form of Lord Narayana emanates from the pores of Sri Krishna's transcendental embodiment. Since he rests on the illuminated maha-karana (divine supra causal) oceans, he is also called 'Narayana' or one who rests on water (narah).

At the auspicious moment, as Bhagwan Narayana lay on the maha-karana ocean, willed in the resolve for creation, from his navel sprouted a lotus blossom which grew into an illuminated stem at whose end flowered a pristine clear lotus. Atop the lotus appeared the pure raja-guna qualified 'Brahma' (a unique satta or being of Brahman). Lord Brahma is revered as the Maha-Prajapati (Lord of the created beings) or Param-Pita (divine father). On the instructions of his own creator (Sri Narayana), Lord Brahma initiated the process of creation. First through his own tapah he created from his mind the ayoni-sambhavas or those born outside of the womb. Thus began the leela of universal creation and it sustained through various cycles and ages.

Since he was creating only through a tapah-sankalpa-ayoni-sambahava process, the flow of creation was slow and sequential. Also, as it progressed, several difficulties arose in connection with the cycle of birth and death. Unable to suitably handle the situation, Lord Brahma requested his birth-giver, divine father Lord Narayana, to descend and reside within creation and help him sustain the process. Lord Narayana then appeared within this manifested creation as 'Bhagwan Sri Vishnu' and created his abode of 'Vishnu-loka'. Within the precincts of creation, Lord Narayana is referred to as Bhagwan Vishnu. Therefore one who is Narayana is also Vishnu. In terms of divine science, Lord Narayana exists beyond the realm of Kaala (Limits of Time) while Lord Vishnu is present within it. Shankha (conch), Chakra (disk wheel), Gada (mace) and Padma (lotus) are manifestations of his divine power.Held in the four hands of Bhagwan Vishnu, Shankha represents 'mahanaad', Chakra symbolizes 'kaala', Gada expresses 'vairagya' and Padma manifests 'vishuddha gyan'.

At the end of the initial creative kalpa, the qualities of tamah engulfed the three principal worlds of swarga (heaven), martya (earth) and patala (nether) to converge in a swirling oceanic form. The devatas or rishis had not yet been created and no jivas existed. Lord Narayana lay in 'ananta-sajya' (posture of Infinite rest) on this ocean within which whirled the created worlds. This posture of Infinite rest is on a bed formed by the divine serpent Sri Ananta-Nag, who is a specially transformed appearance of Lord Balarama – Sri Krishna's alter-ego. When Lord Narayana lay in anantya-sajya immersed in Yoga-nidra, from his navel, a thousand mile long fragrant lotus plant emerged and its flower bloomed. As Sri

Vishnu lay in this state for over a thousand divine years, Lord Brahma came and asked for his identity. Vishnu replied, "I am Vishwaraj – King of the Universe. Who are you?" Brahma replied, "I am the root of all creation, the four headed Brahma – overlord of all worlds. All expressed creation exists from and within me. At the end they all converge and assimilate into me." Hearing Lord Brahma, Lord Vishnu entered Brahma's embodied form and surveyed all the worlds. Subsequently, emerging from the mouth of the thousand headed universal form of Lord Brahma, he said, "O Brahman, you also please enter within me and perceive the worlds of the devas-danavas-manavas and the realms the animate-inanimate." Thereafter Lord Brahma entered through Vishnu's stomach and viewed the whole of universal creation. However, through the power of his maya, Lord Vishnu closed all his doors and Brahma was unable to exit from within. He then took the path along the stem of the navel-lotus that had sprouted from Sri Vishnu and exiting from there, placed himself on the lotus flower at the end of the path. Vishnu then spoke to Brahma, "You are revered in all worlds as its root cause and grand father. As you have sprouted from within me I am requesting you to be recognized as my son. In deference to my wish as one who is born from the lotus, you will be christened as Padma-yoni." Accepting this Brahma replied, "There is none superior to us. The whole universe is the swarupa or form of you and me. The same is manifested in our two images (Brahma and Vishnu)." However, Vishnu disagreed and said that there is indeed someone superior to both of them and he is Vishweshwar (Lord of the Universe) Umapati Shivshankar.

In his endeavour to manifest the Universe, the Supreme Lord Maha Vishnu emanated Prajapati Brahma for purposes of shristi or creation from his right side. From his middle he produced Lord IshanRudra for the task of sanghar / samhar or annihilation / assimilation and from his left emerged Lord Vishnu for purposes of sthiti or sustenance. This great expressed world is sustained by Vishnu-Shakti. He is also inseparable from the created world. In that sense it is Lord Vishnu who is present as the manifested world. Like him, his power and force is also all-pervasive. It is this force and its varied expressions that the great sages refer to by various names like Uma, Lakshmi, Saraswati, etc. They are all the param-shakti forms of Vishnu and carry out the works of creation-sustenance-assimilation through their nature-powers through the Will of the supreme. His expressed and unmanifested forms pervade the whole universe and are perceived as prakriti-purusha and kaala. The whole universe is his bodily form and his leela is intricately infinite.

Throughout ages, Lord Vishnu has taken avatar forms for upholding good and subduing evil in order to maintain creation. Among them include his famous ten (Dasha Avatar) forms. The Puranas also present several sages, devas and divine personalities like prajapati rishis as having avatar-like qualities of Sri Vishnu. The trinity of Brahma-Vishnu-Maheshwar is a manifestation of the eternal supreme Maha-Vishnu, among whom satwa-embodied Vishnu is positioned in the middle. From his

mouth, emerged the Vipras or Brahmanas revered even by the Gods. From his hands emerged protectors of people - the Kshatriyas. From his thigh emerged the Vaishyas and from his feet the Sudras.

From a Yogic viewpoint, Vishnu resides as the atma or soul within every living being. That is why he is 'Ram' meaning 'atma'. He is also the fundamental existential element of both conscious and apparently inanimate objects. The famous Vedic mantra

Aum tadvishno-paramam-padam-
sadaapasyanti-sooraya:
diveeva-chakshur-aatatam ||

—Rig Vedam: I.22.20

—means that everything in existence is visible through the inner eyes within the sky of the kutastha. Thus the enlightened, through all their infinitely powerful eye of perceptual knowledge see the eternal lotus feet (parampadam) of Lord Vishnu everywhere in their firmament. Within the heart region in the anahata chakra, the soul resides in the form of Vasudeva. That is verily Vishnu or 'visheshanu' (special atomic entity), perceived in the centre of the anahata, atop the Bana-linga, emanating light with the dazzling power of million suns. In a state of yogic union, through their inner eyes, yogis constantly meditate on this light emerging out the lotus feet of Lord Vishnu. Various kinds of Narayana shilas are worshipped in tradition. Each type of shila, symbolizes a form of Vishnu and has a typical shape cum appearance. Their various forms can be viewed by sadhakas during yogic union in the shape of caves in the gagana-mandala of the kutastha, manifesting the fundamental yogic principles behind these shila-forms and the pervasive presence of Vishnu everywhere. The subsequent part of the mantra from the same mantra recites as follows:

Aum-tadviprasovipanyavo-jagrivamsah-saminddhate-Vishnoryat-paramam-padam.

This says that the talented and knowledgeable who are pure and perfect in their call, who have a deep heart-rending urge and are always aware – they are able to perceive that 'Param Padam' of the Lord.

We see innumerable externally manifested forms, yet within every jiva, the kutasthachaitanya is one and the same. That unchangeable entity that is the source and permeates everything is Sri Vishnu's 'param padam'. Within the anahata chakra, beyond the dazzling jyoti of chitshakti, one can (in meditation) see a dark spherical cavernous form. That is the 'Ram Guha' where the atma in its subtle atomic brahman form exists as the Vishnu-satta. It is self-effulgent, pure, enlightened in its expression and is termed as the visual experience of the eternal soul or chaitanya-rupi atma. This Ram-Guha is a cave within the Kutastha and in it is seen the blossoming jyoti, the light of the soul. Meditating on that is seeing Lord Vishnu's Param padam.

The Puranas have innumerable tales of Lord Vishnu and it is impossible to try and narrate them all here. Through the unified path of Karma-Gyan-Bhakti, one can become accomplished to be blessed with the perception and yogic science of Lord Vishnu. Every tale and incident carries in it a deep underlying philosophy and science of divine truth that can be experienced through sadhana and grace. True realization of the glory of Lord Vishnu comes only through self-realization and self-fulfillment.

A Divine Encounter

After translating into English the above piece written by her originally in Bengali, I asked Sree SreeMaa about her explicit experiences of Lord Narayana. She narrated the following:

One day, there was no one at home. It was evening. Deep-babu was a little baby at that time. Late in the evening, I fell asleep. Suddenly within my sleep a vision began. As soon as it started it was clear to me that I had become fully awakened, though physically from external appearance others would see that I was in deep sleep. I saw myself standing inside a beautiful palace overlooking a large garden. Beyond, only the sky was visible. The sky surrounded us everywhere – from all sides, including above and below. The garden was beautifully decorated with its flowers glowing like stars. I walked down the stairs of the palace into the garden leading to a gate – a wonderful intricately designed gate made of gold. I stood there marveling at the beauty of the garden. Along with me were two-three other women. They asked me to quickly get ready. I then went to my room and began to dress up. The women assistants were helping me tie up my hair, put on ornaments, etc. I soon got ready and began murmuring, "Notice his nature of always being late.He is still not here. I am standing here waiting. Making me wait has become his habit." The lady companions kept smiling and mentioned that indeed he had said that he would come in time but tried to pacify me saying that since he has given his word, he will surely come very soon. Till then it was not clear who is coming, but I (the one who is having the vision) got the feeling that my husband is coming.

The palace, decorated with pillars of ornamental gold, emanated innate light though which the garden was clearly visible. There were many rooms inside the palace with ante rooms connected to them. Seeing the delay, impatiently I reentered my room and came across a mirror where I could see my face. My maids helped me put on a bejeweled shawl and other items so that I am fully ready to move out.Putting on the shawl I then rushed out, with four of my helpers running behind me, thinking that he has come and I have become late. As I came out and stood at the top of the staircase, I saw a golden boat floating along in the sky on which stood a fully adorned Mahapurush emitting radiance all over – verily Lord Narayana in person. His vehicle stopped in front of the gate. He opened the gate, got down from the boat and began walking up the stairs. I began to complain, "See, you are always late, will you not take me?" Without getting into any argument over the issue, he calmly replied, "Come; let us go for an outing". I followed him and got into the boat-like vehicle. As soon as we got in, the boat began to move along as per his wish, as if controlled by his mind. The vehicle moved along the sky and we came to a point where the ground below looked like a smoky clouded area. I asked, "Why is there so much smoke here?" He then indicated that it is not smoke and asked me to observe carefully. "This is the Viraja river" he remarked, "Actually it is the confluence of Viraja and Ganga. Look far beyond. That is another loka or world. We stay here. We also have a place in that other loka. I will take you there another day. Let us roam around this place a little." After that we returned to the palace and I started moving up the staircase from the gate with him following behind. We then entered the room. From the verandah of the room the scenery was beautiful. I saw a meandering river and at every turn of the river I saw a palace made of shining black stone with a reddish tinge. All of them looked identical, as if a nicely painted scenery. He began to show me how they are all similar and all are exquisitely decorated. There were boats flowing along the river. "This is the Yamuna", he mentioned. He then turned back and entered my room. I

followed. As soon as I entered the room, the vision snapped. I awoke and found that I am lying down in a dark room, my bedroom in Kolkata. I began to wonder what I saw, where I was roaming, was it possible to have seen Lord Narayana, etc. Somehow the Mahapurush resembled Sri Sri Baba – is that possible? I had not attained self-realization at that point.

In this confused state of daze I came out of my room, as if mesmerized. I quietly walked out of my room and went to the large drawing room and stood in front of the stairs. Suddenly the blaring horn of a car broke the silence around. The guard opened the gate and a taxi entered. As the door of the taxi opened, I watched in wonder – Sri Sri Baba emerged out of the vehicle with the same expression on his face that the Mahapurush had in the vision when he alighted from the boat. He slowly walked up the stairs saying, "I wanted to come a little earlier, but could not get the car in time and so am a bit late." For some time he did not speak another word. Nor did I.

A while later it occurred to me that he is Lord Narayana himself. He proved to me that I have a place in Vaikuntha or Vishnu loka. This was the first proof he gave me of his being akin to Lord Narayana. Later he told me, "You see only this gross body of mine. But I have a divine form. On one hand I hold Roma and on the other I have the keys to this universe."

Sree Sree Maa stopped. I looked at her carefully. I began to wonder at my good fortune. God's grace is boundless. I remembered the verse I had learnt in my childhood:-

Adyapi shei leela koren GopiGoura Ray
Kono Kono bhagyabane dekhibare paye.

Those who cannot understand Bengali or the inner meaning of the above may approach me with a reasonable sized bar of Cadbury's chocolate for any assistance.

[Sri Partha Pratim Chakrabarti,
*Her Blessed child***]**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(15)

Spiritual Advice Towards a Disciple (...Continuing)

Paramatma (the Universal Soul) has been simultaneously referred to as both *saguna* (with attributes) as well as *nirguna* (attribute-less) in the *shrutis* (Holy Scriptures). Being enshrined with His *saguna* aspect within the entire created world of animate and inanimate, He conducts all operations for its sustenance. At the same time, He also coexists as *Sachchidananda* (Existence-Consciousness-Bliss) with His *nirguna* aspect. The *shruti* says, "*Pado-asya vishva bhutani tri-pad-asya-amritam divi*". It means, all beings comprising the animate and inanimate, is made up only through one-quarter of Him. This is His *saguna* aspect. Three-quarters of Him remains in eternal existence with His *nirguna* aspect.

The divine expressive Force or Power (*Shakti*) is distinct from it's possessor, the Powerful (*Shaktiman*), just as the fire is distinct from its power to burn. Fire has the power to burn, but it also has another distinct power of illumination. In spite of this distinction, the power manifests itself only in the powerful. An object is said to be potent with a set of powers based on the nature or attributes of these different powers. However, power in itself cannot be identified as the object. In this respect, the *Paramatma* however, is uniquely identified by the fact that the consciousness of His

manifestation (the *nirguna* aspect) remains indistinguishably conjoined in unison with His divine Force of expression (the *saguna* aspect).

The *Shruti* says, "*Ekamevadwitiyam*" (the only One and nothing else) — "*Ekam-evadwyam Brahma neha nanasti kinchan*." Meaning – Absolute Existence is the only truth in the world. Variety or diversity is a fallacy. Whatever you behold and perceive are but manifestations of the *Paramatma* and His *Shakti*. There is no other distinct existence or power. Whatever you interpret as manifestations of *power,* are nothing but partial expressions the *Paramatma's Shakti*.

At the time of the great dissolution (*mahapralaya*), *Paramatma* destroys and completely internalizes His entire creation comprising both the animate and inanimate. Then He prevails as the One and only One existence. This is His eternal manifestation. Later, even after His created world comes into being, He continues to remain in His eternal *nirguna* state.

Before projection of the world, He Wills, "*Eko-aham Bahu-syam*", meaning—"I am One, may I become Many." The Power of this divine Will then projects the world of the living and non-living. He Wills, "I will experience pain and pleasure (*bhokta*) as the individualistic existence-consciousness or soul (*jiva*), while concurrently be the enjoyed (*bhogya*; that is, the object of pain or pleasure) being transformed into the inanimate world (*jada*)." Therefore, just as the same ocean water manifests itself in numerous forms like waves, foam, bubbles etc., the *Paramatma* is the only One who is actually existent both as the *jiva* and the *jagat* (the world).

The triply-attributed expressive force (*trigunatmika-shakti*; it is comprised of the delusive power (*tamah-shakti*), the distracting power (*rajah-shakti*) and the power of exposition (*satwiki-shakti*)) in these various limited or lower forms of existence is governed by the principles of cause and effect. His eternal state as the Existence-Consciousness-Bliss (*Sat-Chit-Ananda*) is absolute and devoid of all consequences (*parinam*), transformations (*parivartan*) or perturbations (*vikara*) as this is not fundamentally possible in principle.

Transforming His primordial expressive Force, He manifests as the created world and through further descent, becomes the *bhokta* as the limited individual, *jiva*. Creating the inanimate world (*jada-jagat*) and the individualistic embodied forms (*jiva-deha*), He seeds Himself within each of them. Everything therefore is nothing but 'He'. He is the cause of the world and hence, the preceptor and Lord of its creation (*srishti*), sustenance (*sthiti*) and dissolution (*pralay*). Paramatma is also the source of the world's substantive material composition. For example, there are a variety of objects made from clay; in spite of the diversity in their shapes and sizes, the essential ingredient or raw material present in all of them is clay. Similarly, originating from the universal all-pervading Existence (*Brahman*), the entire world is fundamentally composed of *Brahman*.

When pure universal consciousness enlightens within, this essential Unity within the infinitude of diversity is truly witnessed. Knowledge symbolizes universal Oneness, while ignorance signifies division and discrimination – thus advise the Holy Scriptures (*Shruti*). The *Shruti* says, "*Mrityoh mrityum-apnoti, ya iha naneva pashyati.*" This means, "Those who fail to realize the unified Oneness in creation and dwells in dualistic diversity, faces the pangs of death."

...to be continued

—*her blessed child,* **Sri Arnab Sarkar**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(17)

On some Sunday morning, we were sitting with Sri Sri Baba, when he suddenly said, "Look, I will be doing some acting and you need to be in tune with me. Very soon, three boys will come to me from Kolkata." It happened exactly the way Sri Sri Baba said. After about fifteen minutes, three boys were slowly entering through the outer door of Sri Sri Baba's house; one of them was dark complexioned and tall and was wearing black trousers. Actually Sri Sri Baba had given the description of the boys beforehand. Sri Sri Baba asked them, "Who are you, where from you are coming and what do you want?" the tall fellow said hesitatingly, "Is this the house of Lahiri Baba? We have come to meet him." Sri Sri Baba replied, "No, you have mistaken, this is not the house of Lahiri Baba." They said that some fellows standing on the road showed this house. Baba then said, "No they didn't tell you correctly. Actually I do the business of narcotics like charas (hemp), ganja (marijuana), with my boys. Myself and my boys supply these intoxicants to different parts of India. You better leave this place." Slowly and grudging they left the place.

As they left, we started laughing we looked inquisitively and Sri Sri Baba replied, "These three boys were not good belonged to some anti-social group. They were informed that I could conjecture well before-hand. So they came to me with an idea that their business problems would be solved from my forecast." Saying these, Sri Sri Baba entered a state of trance again.

This is the nature of an enlightened mahatma. They can understand the purpose of the visitors beforehand.

(18)

Our guru-brother Bapida was attached to various business some time before. He had to travel a lot on motor bike for long distances for business matters. One day, while riding motor-bike, he met with an accident near Dasnagar and sustained a fracture one of his lower limbs. Naturally, he had to undergo plaster of his fractured limb and take rest for a few weeks in his house. But the doctor could not set his fracture properly, so Bapida had a lot of distress in his limb.

In the meantime, on enquiring about his well-being one day at his house, Bapida siad, "You know Pradip, Dada (this was the term used by Bapida for Sri Sri Baba) came and sat near my limb last night, he rotated my fractured limb gently and set it properly! Henceforth the great distress in my limb is also gone. (At that time, Sri Sri Baba had already left his mortal coil).

(19)

Many a times Sri Sri Baba would go to a state of trance and speak out certain peculiar takes that were thought-provoking too. One day Amitabhada (Sri Amitabha Chakraborty), Ghoshda and others were sitting, when Sri Sri went talking, "Do you know, the human body is extremely delicate and brittle like the glass wall, it will fragment into pieces on being striked lightly – will break into pieces", he muttered these words and went into a still deeper plane of samadhi.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

My Life With Anirvan
Part - XXIV

The next letter from Anirvanji from Haimavati, Shillong, is dated 29th March 1964.

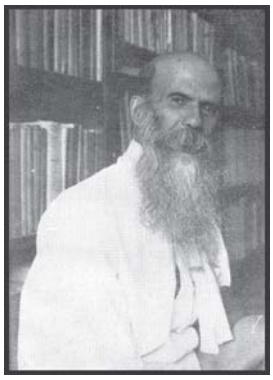
Sri Anirvan

Before I proceed further, it will be good to describe two spiritual experiences which Sri Anirvan had at his very young age which were the guiding stars and goals of his whole life.

The first happened when he was about seven years old. Narendra[1] was just going out to go to his school after paying obeisance to the picture of Goddess Saraswati which he himself had hung on the wall of his room, he saw that an extremely beautiful young girl of about six years (shadahyani) was beaconing him! He just followed her forgetting that he had to go to the school! He followed her for quite some time! Then when she arrived at the bank of the river, she just disappeared in the sky!

Later when Narendra grew up he identified this vision with his chosen deity – Uma Haimavati another form of Goddess Saraswati.

Another experience came when Narendra was about nine years old. He was looking at the starry sky of the dark night of the New moon day. All of a sudden, he felt the vast sky is falling down and is entering in his heart! He lost consciousness and fell down. That was the beginning of his now famous "Akasha-Bhavana" - contemplation on the sky consciousness which culminates in the realization and attainment of the "akasa-sariram brahma, satyatma pranaramam, mana-anandam, santi samriddham amritam". (He becomes) Brahman whose body is the sky (akasa), Truth is his self (atma), who revels in life (prana), Bliss (ananda) is his mind, the mind that is enriched by peace (santi) and is immortal (amritam) – see Taittiriya Upanishad I/6/2.

Though Anirvanji attained and lived in this sky-consciousness, his attainment of his chosen deity, Haimavati, remained unfulfilled at least in the external, physical field as he wished to have so earnestly during his whole life. He himself has said, "Though I may not have found my Sati[2] outside physically in human form, deep within my heart, I am one and eternally united with Haimavati, the yogini Uma"

Anirvan's search for his Haimavati in the world outside started from his very young age and continued till the end of his life. This search, the feeling of finding her for some time and then losing her, the joy of having found her and the pain of losing her, this human-divine play was enacted several time in Anirvan's life.

Thanks to Dr. Gobinda Gopal Mukhopadhyay, through his short biography of Sri Anirvan in his famous book "Mahajana Samvada"[3], we have got some enlightenment on this part of Sri Anirvan's life.

Sandhya was one such person on whom Anirvanji imposed and tried to give form to his ideal of Haimavati. He almost took charge of her and tried to mold her according to his conception. But in the end failed to complete the experiment because of his inability to take the full responsibility of the person he accepted as his own.

-Sri Gautam Dharmapal

1. Narendra Chandra Dhar was the family name of Sri Anirvan. Nirvana Chaitanya was the name given to him by his guru as a Brahmachari and Nirvanananda Saraswati – when he became a Sannyasi.
2. Sati – Another name of Haimavati – like Uma, Parvati, Aparajita etc. She was the daughter of Daksha Prajapti and consort of Shiva; who immolated herself in the sacrifice of Daksha!
3. Mahajana Samvada – In this book we have excellent sketches of (1) Acharya Satishchandra Mukhopadhyaya, (2) Sri Krishnaprema, (3) Swami Pratyagatmananda Saraswati, (4) Ma Anandamayi, (5) Pranagopal Mukhopadhyaya, (6) Gopinath Kaviraj and (7) Anirvan.

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

Bhakta: O Lord, you have asserted that Paramatma or Parameshvar is beyond the speech and mind. If this is so, then how could people go beyond the senses and the mind?

Mahatma: My son! Listen to me with patience. We need to go beyond the world of senses in order to intuit the fundamentals of the paramatma, which is beyond speech and mind. The mind is limited and restricted within the domains of space, time and causation, hence the mind cannot go beyond the reaches of the limited. But the power to transcend the mind with the help of knowledge, discrimination and intellect is innate in every human; only the faculty needs arousal by yogic procedures. Cab any of you go beyond the mind by a mere big jump? That is not possible, hence you cannot grasp religion or the essence of Self-visualization Religion is not matter of the words or discourse – it is a matter of intuition beyond the territories of the mind.

Bhakta: O Lord! Kindly advise me the process of subduing this Satan mind and reaching the sphere of the Parameshvar or absolute bliss.

Mahatma: My son! Though you stay on this earth, you cannot realise the reduction of this planet. You only realise that the earth is still while the sun and the moon are revolving. But if you want to perceive the revolution of the earth, you need to go to the moon. Then you can realise that the earth is revolving speedily and the moon is still. Likewise, you cannot realise the restlessness, and cunningness of mind and the stillness, peace and the immutability of the atman until you leave the world of Maya or Satan and enter the realm of wisdom or Atman. Moreover, when the tremendous revolution of the earth is visualized from the space, the mind of a common man becomes astounded. Similarly, on transcending the world of Maya and seeing the blazing atman, the mind becomes totally benumbed. Hence Vendanta declares 'Naymatma balhineno labbhyah' – meaning a weak man cannot have Self-knowledge of Self-realisation. Hence the self-realised jivanmuktas are called 'Mahabal' in Buddhist scripture and 'Mahatma' in Vedanta. Hence you can realise the Satanicmind by dint of your discrimination and judgment. Then by keeping this powerful mind within your control, if you go for yogic practices for long time, you can achieve Self-realisation, there is no doubt about it.

Bhakta: O Master, the 'power' you have been speaking about, belong to whom the body or the mind?

Mahatma: The power of the mind. My son, do you know whom this mind or maya attractors? It overwhelms one who is physically or mentally weak. The people of a kingdom obeys him who is strong and powerful. The inner world of sadhana is also similar. Walking in this path requires great deal of power and valour. The critical judgment of truth and falsehood is an essential prerequisite for catering this inner world.

People having a very weak mind, is easily dominated by the spirits, who, on the contrary, run away from people who have an indomitable mental strength. The maya or the ghosst of mind also overwhelms an individual, who is bereft of brahmacharya (celibacy), discrimination and dispassion.

Remember, the inner world is a more mighty battlefield compared to the outer world. One requires great deal of

'purushokar' (Self-driven endeavour) in order to win this battle.. We ought to remember that we are weak on account of ignorance and this is the root cause of our pitfalls.

Hence mind is the Lord of the senses. These senses are tamed on controlling the mind. *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

News in Brief

15th April - On the occasion of the Bengali new year, a lot of devotees visited the ashram. Sree Sree Maa gave important spiritual advice to the devotees. Thereafter she sung some beautiful bhajans and made the evening blissful. The previous issue of Hiranyagarbha was released.

26th April - Sri Rabin Mukhopahdyay and his associates presented 'Rabindra Sangeet' on this evening in the holy presence of Sree Sree Maa. Sri Mukhopadhyay had been the Rabindra Sangeet mentor of Sree Sree Maa in her childhood. At present Sri Mukhopadhyay is the Principal of the music institution 'Ravi Tirtha'. At the beginning of the programme he shared some of his experiences as a mentor of Sree Sree Maa. The devotees were completely engrossed and enjoyed the program.

4th May - On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, bhog was offered in the Ashram. In the evening Sree Sree Maa presented some beautiful bhajans and then like every year the spiritual question-answer session was conduced by our guru-brother Dr. Barun Dutta.

2th June - Celebrating the birth anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa, Sri Guru puja was conducted in the morning at Sree Sree Annapurna Kshetra. In the afternoon devotees received prasad. Bhajans were presented by our Guru-brothers and sisters in the evening.

20th May - 11th June - The ashramites got the chance to serve the renowned saint Sri Sri Tatbaba from Pushkar, who was present in the ashram during these days.

28thJune - On this day, the fifteenth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organised in the Ashram premises. In this session our Guru-brother Dr. Barun Dutta presented a discourse on the concept of Upanishad.

Obituary

The president of the "Banga Udasi Math" (Manohar Pukur Road), Sri Gobindadas Udasi Baba, left his mortal coil on 6th June, 2015, at the age of 105 years. He had been a monk since childhood and possessed a humble child-like personality. Udasi Baba deeply revered Sree Sree Maa and shared a cordial relation with everybody in the Ashram. Once when he was very ill, Sree Sree Maa had brought him to the Ashram. He stayed for about a month and returned back after full recovery.

Forthcoming Events

Janmastami: 5th September, Saturday
Spiritual Congregation: 27st September, Sunday
Mahalaya: 12th October, Monday
Navaratri Durga Puja: 13th to 22nd October
18th October (Panchami): Evening Programme
20th October (Saptami): Evening Programme
21st October (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.
22nd October (Navami) : Mahaprasad of Sree Sree Durga Devi will be distributed in the afternoon.
Kojagari Laxmi Puja: 26th October, Monday,